সবর ও শোকর

ইমাম ইবনু কাইয়িম জাওযিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)

সবর ও শোকর

'উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া-যাখিরাতুশ শাকিরীন'

মূল : ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ ﷺ

অনুবাদ : রিয়াজ মাহমুদ
হামিদ সিরাজী

সম্পাদনা : মানযূরুল কারীম

সূ চি পা তা

সম্পাদকের কথা

ধৈর্য এমন একটি গুণ, যা ব্যতীত মানুষ দ্বীনি ও দুনিয়াবি কোনো ক্ষেত্রেই উন্নয়ন করতে পারে না। তাই একজন মুসলিমের জন্য ধৈর্যবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা খুবই জরুরি। আর জ্ঞান অর্জনের জন্য তো নির্ভরযোগ্য মাধ্যমও প্রয়োজন। এ হিসেবে পূর্বসূরি নির্ভরযোগ্য আলিমদের লেখনী হতে পারে উত্তম সহায়ক।

'সমর্পণ প্রকাশন' এক্ষেত্রে ইমাম ইবনু কায়্যিম ﷺ-এর প্রখ্যাত গ্রন্থ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। ইমাম ইবনু কায়্যিম ﷺ এমন একজন নির্ভরযোগ্য আলিমের নাম, যার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই, দ্বীনদার পাঠকমহলে এর মধ্যেই তাঁর বহু অনূদিত লেখা প্রচারিত হয়েছে। ইলম, আমল, যুহদ, তাকওয়া ও তাফাক্কুহ-ফিদ-দ্বীন-এ তিনি উম্মাহর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

আলোচ্য গ্রন্থটি ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা বিষয়ক একটি বিস্তারিত রচনা। ইমাম ইবনু কায়্যিম ﷺ স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এতে আলোচ্য বিষয় দুটির খুঁটিনাটি দিক নিয়ে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, যা আজকালকার যুগের সাধারণ পাঠকের জন্য অতটা ফলপ্রসূ নয়। তবে আহলে ইলম এ-থেকে অধিক পরিমাণে উপকৃত হতে পারেন। আরবিতে *দারু আলিমের* ছাপানো নুসখায় নির্ঘণ্ট ব্যতীত মূল বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫০। পৃষ্ঠা সংখ্যা থেকেই বোঝা যাচ্ছে মূল আলোচনা কতটা ব্যাপক। তাই এমন একটা সংস্করণের প্রয়োজন ছিল, যার মধ্যে অল্প কথায় গ্রন্থের মূল আলোচনা উপস্থাপিত হবে এবং পাঠক অধিক উপকৃত হবেন।

এ কারণে ইংরেজিতে নাসিরুদ্দীন খাত্তাবের করা *'উদ্দাতুস সাবিরীন'*-এর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুগ চাহিদা বিবেচনায় ইন শা আল্লাহ্ অনূদিত বইটি যথেষ্ট উপকারী হবে।

সম্পাদনায় গৃহীত নীতি :

১. যেহেতু মূল বইকে ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তাই ইংরেজি বইকেই আলোচনার মূল পয়েন্ট হিসেবে রাখা হয়েছে,

২. মূল বই থেকে ইংরেজিতে আসা আলোচনাগুলো চিহ্নিত করে মিলানো হয়েছে,

৩. কোথাও অমিল পাওয়া গেলে সংশোধন করে মূলানুগ করা হয়েছে,

৪. আরবির জন্য *দারু আলিম* ও *দারু ইবন কাসীর* প্রকাশিত দুটি কপিকে সামনে রাখা হয়েছে। উভয়ের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে *দারু আলিমের* কপিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে,

৫. হাদীসের ইবারাত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল হাদীসের কিতাব থেকেই কপি করা হয়েছে,

৬. ইমাম ইবনু কায়্যিম ﷺ প্রয়োজন বিচারে অনেক ক্ষেত্রেই হাদীসের আংশিক ইবারাত দিয়েছেন, এক্ষেত্রে আমরাও সেটাই বহাল রেখেছি,

৭. হাদীসের তাহকীক পূর্ণরূপে আমার নিজেরই করা। আমি কোনো হাদীসে হুকুম লাগাইনি; বরং পূর্বসূরী হাদীস বিশারদ উলামাদের তাহকীক উদ্ধৃত করেছি মাত্র,

৮. হাদীসের প্রায় সকল উদ্ধৃতি মাকতাবাতুশ শামেলার নম্বর অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে, তবে কিছু ক্ষেত্রে pdf কিংবা প্রিন্টেড কপির সাহায্য নেওয়া হয়েছে,

৯. খুব অল্পসংখ্যক হাদীসের তাখরিজ ও তাহকীক *দারু আলিমের* টীকায় থাকা মুহাক্কিকের তাহকীক থেকে নেওয়া হয়েছে।

আশা করি এই বই পড়ে সবর ও শুকরিয়ার পথে আপনারা এগিয়ে যাবেন বহুদূর। আপনাদের সাথে এই অধমও শরীক হবে সাওয়াবের ভাণ্ডারে, যা হবে পরকালের উৎকৃষ্ট সম্বল।

দুআর মুহতাজ
মানযূরুল কারীম

অনুবাদকের কথা

এই পার্থিব জীবন সৃষ্টি করা হয়েছে একটি পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে। এখানে আমাদের জীবনে ভালোমন্দ আসে রাতদিনের অনন্তর পালাবদলের মতো। এখন চোখে পৃথিবীর আলো, তো একটু পরেই রাজ্যের অন্ধকার। কোনো অবস্থাই স্থায়ী নয় এখানে—স্থায়ী নয় এই জীবন, এই ঘর ও সংসার। এখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা বলে কিছু নেই, তবে ব্যতিক্রম কেবল সেই রহস্যময় ব্যক্তিত্ব, যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে তার প্রভুর সন্তুষ্টির আয়োজনে, এবং তার সাথে মিলিত হবার প্রাণান্তকর পথচলায়। সুতরাং তার শাখায় যখন কুঁড়ি গজায়, ফুল ফোটে তখন এই রূপের ডালি কৃতজ্ঞতার উপহারস্বরূপ তার প্রভুর দুয়ারে নিবেদন করে আখেরাতের আশায়। আর যখন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন সে ধৈর্যকে আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের উপকরণ হিসেবে যথাযথভাবে কাজে লাগায়, এ কারণে যা-কিছুই ঘটুক আল্লাহর ফায়সালা হিসেবে গ্রহণ করে সে সন্তুষ্ট থাকে, এবং এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে অন্তরে শান্তি অনুভব করে। এটা হচ্ছে একজন প্রকৃত ও সফল মুমিনের জীবনধারা।

মুমিনের এই জীবনধারার মূল প্রেরণা হচ্ছে কুরআন থেকে নেওয়া অত্যুজ্জ্বল জীবনদৃষ্টি। আমরা জীবনকে কীভাবে দেখব সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া-তাআলা বলেন :

> "আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।"[১]

> "কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"[২]

---

১. সূরা বাকারাহ, ২:১৫৫

২. সূরা আশ-শারহ, ৯৪:৫-৬

"বস্তুত, তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"[৩]

অর্থাৎ, একজন মুমিনের মনে এ কথা বদ্ধমূল যে, এই পৃথিবী একটি পরীক্ষাগার। এখানে ভালোমন্দের পালাবদল একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এখন মন্দ অবস্থায় থাকার মানে এটা তার জন্য একটি পরীক্ষা, তাই সে ধৈর্য-সহকারে সুসময়ের অপেক্ষা করে। আর তাকে শান্তি স্পর্শ করলে সে কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহর শাস্তির ভয় থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবে না এবং দুঃসময় আসার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। এভাবে সে দুনিয়ার জীবনের যে-কোনো ঘটনাকে আখেরাতের আয়নায় মূল্যায়ন করে। আখেরাতের কল্যাণের স্বার্থে সে ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়।

আজ মানবজাতি এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। এই সংকট সম্পদের নয়, দৃষ্টিভঙ্গির। স্রষ্টার দেওয়া জীবনকে যদি আমরা স্রষ্টার চোখে না দেখি, তবে এই বস্তুজগতের সমুদয় ঐশ্বর্যও কারও জীবনে শান্তি আনতে পারে না। তাই বস্তুজগতের চোখধাঁধানো উন্নতির পরও মানবজাতি আজ হতাশা, বিষণ্ণতা, মানসিক বিচ্ছিন্নতার ধু-ধু বালুচরে একবুক হাহাকার নিয়ে হন্যে হয়ে ফিরছে একটু ছায়ার সন্ধানে। এই হতাশার জীবন থেকে ফিরে আসতে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের চিরস্থায়ী কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে আমাদের উচিত আল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় নিজেদের জীবনকে নতুন করে দেখা। জীবনকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখার দুটি দৃষ্টি আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন : একটি ধৈর্য আরেকটি কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার গুণ ধারণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যধারণ করো এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[৪]

"যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে তোমাদের আরও দেব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।"[৫]

"অতএব, আল্লাহ তোমাদের যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা খাও এবং

---

৩. সূরা আল-আ'লা, ৮৭:১৬-১৭
৪. সূরা আ ল ইমরান, ৩:২০০
৫. সূরা ইবরাহীম, ১৪:৭

আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাতকারী হয়ে থাকো।”[৬]

সবর ও শোকর বইটি তেরো শতকের জগদ্বিখ্যাত আলিম, মুজতাহিদ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ ﵀-এর অমূল্য গ্রন্থ '*উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া-যাখিরাতুশ শাকিরীন*'-এর সংক্ষেপিত বাংলা অনুবাদ। আমাদের জীবনের সবকিছুকে ঘিরে সবর ও শোকরের যে অপরিহার্যতা, লেখক এতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তারই মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের মনে হয়েছে বইটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হাতে তুলে দিলে তারা এর থেকে অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবেন। এ আশা থেকেই বইটির অনুবাদ কাজে হাত দেওয়া। আল্লাহর অশেষ ইচ্ছেয় শেষ পর্যন্ত বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারছি বলে আমরা আনন্দিত। আল-হামদুলিল্লাহ।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম রিয়াজ মাহমুদের প্রতি। কাজটি যৌথভাবে করলেও তাঁর সর্বাত্মক সহযোগিতা ছাড়া বইটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে মেলে ধরা আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি, যাদের আন্তরিক পরিশ্রমের ফলে বইটি পূর্ণতা পেয়েছে। আল্লাহ সবাইকে ভালোবাসুন। আমীন!

হামিদ সিরাজী

৬. সূরা আন-নাহল, ১৬:১১৪

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি অতি সহনশীল, পরম গুণগ্রাহী, সুউচ্চ এবং সুমহান। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন এবং জ্ঞান রাখেন সমুদয় বিষয়ের। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর শক্তি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকল ঘটনাপ্রবাহের নেপথ্যে তারই ইচ্ছে ক্রিয়াশীল। পরকালের প্রস্তুতির জন্য মানবজাতির প্রতি আল্লাহর আহ্বান এতটা বলিষ্ঠ যে, তা মৃতদের কান পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি : মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, তিনি সৃষ্টির সেরা, উম্মাহকে সৎপথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যাঁর প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না তিনি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ফায়সালা গ্রহণে সবচেয়ে ধৈর্যশীল ছিলেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহের গুণগানে ছিলেন সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞ তিনি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহর বাণী, প্রচার করেছেন সত্য। আল্লাহর পথে অটল থাকার ক্ষেত্রে তিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব হয়নি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও ধৈর্যের শিখর না-ছোঁয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর আদেশসমূহ কৃতজ্ঞচিত্তে এবং সর্বোচ্চ সহনশীলতার সাথে পালন করেছেন—যেখানটায় কেউ পৌঁছুতে পারেনি কখনো।

আলিমগণের ঐকমত্যে ধৈর্য বা ধৈর্যের অধ্যবসায় বাধ্যতামূলক। এটা ঈমানের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক কৃতজ্ঞতা। কুরআনুল কারীমে মোট নব্বই বার ধৈর্যের উল্লেখ আছে। ঈমানের সাথে ধৈর্যের সম্পর্ক—দেহের সাথে মাথার সম্পর্কের মতো; আর যার ধৈর্য নেই তার ঈমানও নেই। নিচের আয়াতগুলোতে আল্লাহ মুমিন বান্দাদের ধৈর্যধারণের আদেশ দিয়েছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

"হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের

সাথে আছেন।"[৭]

জান্নাতে প্রবেশের জন্য এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ধৈর্যকে শর্ত বানানো হয়েছে হাশরের দিন আল্লাহ বলবেন :

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

"নিশ্চয় আমি তাদেব ধৈর্যের কারণে আজ তাদের পুরস্কৃত করলাম, আজ তারাই হলো সফলকাম।"[৮]

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের তাগিদ দিয়ে বলেন :

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"... যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।"[৯]

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

"...আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"[১০]

আল্লাহ আমাদের বলেন—তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। এই 'সাথে থাকা' বিশেষ ধরনের সাহচর্যকে বোঝায়। এখানে সাথে থাকার অর্থ : আল্লাহ তাদের বিপদে রক্ষা করেন এবং সাহায্য করেন। সাধারণ সাহচর্যের অর্থ : আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে দেখেন এবং তাদের সম্পর্কে জানেন; এখানে মুমিন ও কাফির সকলেই সমান। আল্লাহ বলেন :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া কোরো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

---

৭. সূরা বাকারাহ, ২:১৫৩
৮. সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:১১১
৯. সূরা বাকারাহ, ২:১৭৭
১০. সূরা আ ল ইমরান, ৩:১৪৬

আর তোমরা ধৈর্য ধরো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।” [১১]

নবিজি ﷺ বলেন, ধৈর্য হচ্ছে সবচেয়ে ভালো (গুণ) এবং সকল ভালোর সমাহার। তিনি আরও বলেন, “ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো উপহার নেই।” উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বলেন, “আমাদের সুন্দর দিনগুলো ধৈর্যের গুণে পরিপূর্ণ ছিল।”

এই বইটি লেখার উদ্দেশ্য—ধৈর্যের তীব্র প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা এবং দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি যে ধৈর্যের ওপর নির্ভরশীল, সে বিষয়ে বুঝিয়ে বলা। বইটি কল্যাণের এক ফল্গুধারা—যার উপদেশ ও শিক্ষা থেকে পাঠক ব্যাপক উপকার লাভ করতে সক্ষম হবে। এই বইয়ের যা-কিছু ভালো, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা-কিছু মন্দ, তা শয়তানের পক্ষ থেকে।

আল্লাহ গ্রন্থকার এবং সম্পাদক উভয়কে ক্ষমা করুন। আল্লাহ সর্বোচ্চ সাহায্যকারী এবং আমরা তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখি। আল্লাহই চূড়ান্ত সহায়, তাঁর ওপরেই আমাদের নির্ভরতা।

---

১১ সূরা আনফাল, ৮:৪৬

সবর ও শোকর

অধ্যায়-১:

- ধৈর্য কী?
- ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত
- ধৈর্য এবং অভিযোগ
- বিপরীত শক্তির প্রভাব
- ধৈর্যের আরও কিছু সংজ্ঞা
- পরিস্থিতি অনুযায়ী ধৈর্যের অন্যান্য নাম রয়েছে
- ধৈর্যের গুণ কি অর্জন করা যায়?

অধ্যায় : ১

ধৈর্য কী?

ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ 'সবর'। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিরত থাকা, আটক থাকা ইত্যাদি। আরবিতে একটা অভিব্যক্তি আছে : "অমুক *সবরান* (আটক অবস্থায়) নিহত হয়েছে।" এর মানে সে বন্দী হয়েছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত নির্যাতন ভোগ করেছে। আত্মিকভাবে 'সবর' বলতে বোঝায় নিজেকে দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ থেকে সংযত রাখা, দুর্দশা ও চাপের সময় কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ও কপাল চাপড়ানো থেকে বিরত থাকা।

ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত

কতক আলিম ধৈর্যকে একটি উত্তম মানবিক গুণ অথবা নৈতিক মূল্যবোধ বলে অভিহিত করেছেন, যার সাহায্যে আমরা নিজেদের খারাপ কিছু থেকে বিরত রাখি। ধৈর্যবিনে মানুষ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে সক্ষম নয়।

আবু উসমান বলেন, "(ধৈর্য হচ্ছে তা) যা ব্যক্তিকে অপছন্দনীয় বিষয়সমূহের আক্রমণে অভ্যস্ত করে তোলে।" আমর ইবনু উসমান আল-মাক্কি ﵀ বলেন, "ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা এবং তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিপদ-আপদ নিশ্চুপভাবে শান্তমনে গ্রহণ করা।" আল-খাওয়াস ﵀ বলেন, "ধৈর্য বলতে কুরআন-সুন্নাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরা বোঝায়।" আরেকজন আলিমের মতে : "কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই ধৈর্য।" আর আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ বলেন, "ধৈর্য হলো পশুর পিঠে আরোহণ করার মতো, যা থেকে তুমি ছিটকে পড়বে না।"

দুঃখ দুর্দশার সময়গুলোতে ধৈর্যশীল থাকার অবস্থা ভালো, নাকি এমন অবস্থা ভালো যাতে ধৈর্যের কোনো প্রয়োজনই পড়ে না?

আবূ মুহাম্মাদ আল-হাবিরি ﵀ বলেন, "ধৈর্য হচ্ছে সুদিন ও দুর্দিনকে আলাদা করে না দেখা এবং সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা।" আমি (ইবনু কায়্যিম ﵀) বলি, এটা খুবই কঠিন, আর এমনটা করতে আমাদের নির্দেশও দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্ আমাদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে, আমরা সুসময় ও দুঃসময়ের মধ্যকার পার্থক্যটা অনুভব করতে পারি আর বড়জোর চাপের সময় উদ্বিগ্ন হওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারি ধৈর্যের মানে ভালো-মন্দ উভয় অবস্থায় একইরকম অনুভূতি নয়—এটা আমাদের আয়ত্তের বাইরে এবং তা মানবীয় প্রকৃতির মধ্যেও পড়ে না।

কঠিন অবস্থার চেয়ে স্বচ্ছন্দ অবস্থাই আমাদের জন্য ভালো। যেমনটা নবিজি ﷺ তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দুআতে বলেছেন :

إن لم يكن بك غضب علیّ فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي

"আপনি যদি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ না হন, তাহলে আমি আর কোনো কিছুর পরোয়া করি না তবে আপনার দেওয়া সুস্থতা ও সুখ শান্তি আমি চাই।"[১২]

এটা সেই হাদীসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যেখানে বলা হয়েছে :

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

"কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপকতর কিছু দেওয়া হয়নি।"[১৩]

কারণ এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের ধৈর্যশীলতার পরিচয় মেলে দুর্দশায় পতিত হওয়ার পর। কিন্তু সহজতাই শ্রেয়।[১৪]

১২. হাদীসটি মশহুর বা প্রসিদ্ধ, তবে অন্যান্য মতনে إن لم يكن بك غضب এর বদলে إن لم تكن ساخطًا علیّ রয়েছে। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি ﵀ সনদকে যঈফ বলেছেন। যঈফুল জামি, হাদীস : ১১৮২

১৩. আস-সহীহ, বুখারি : ১৪৬৯

১৪ ধৈর্যের নাও বেয়ে ঝড়ের মধ্যে নদী পাড়ি দেওয়ার চেয়ে উপকূলের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দময় অবস্থাই উত্তম। (অনুবাদক)

ধৈর্য এবং অভিযোগ

ধরন অনুসারে অভিযোগ দু প্রকারের হতে পারে :

১. কেবল আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানানো এবং এর সাথে ধৈর্যের কোনো বিরোধ নেই। কোনো কোনো নবির জীবনকাহিনি থেকে এর স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেমন ইয়াকূব ﷺ যখন বললেন :

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

"সে বলল, আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।"[১৫]

আগে ইয়াকূব ﷺ বলেছিলেন : 'সাবরুন জামীল'; এর মানে আমার জন্য ধৈর্যই অধিক শ্রেয়। আর কুরআনেও আইয়ুব ﷺ সম্পর্কে বলা হচ্ছে :

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

"স্মরণ করো আইয়ুবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল : (এই বলে যে) আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি, তুমি তো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"[১৬]

নবিজি ﷺ-এর একটি দুআয় ধৈর্যের সারকথা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে :

اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي

"হে আল্লাহ, আমি আমার দুর্বলতা ও সামর্থ্যের অভাবের ব্যাপারে আপনার কাছেই অভিযোগ জানাই।"[১৭]

মূসা ﷺ প্রার্থনা করেন :

اللهم لك الحمد واليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك

---

১৫. সূরা ইউসুফ, ১২:৮৬

১৬. সূরা আম্বিয়া, ২১:৮৩

১৭. *জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান*, ইবন কাসীর : ৬১৯১, হাদীসটি ইমাম তাবারানির সূত্রে বর্ণিত, ইমাম তাবারানি এটি *মু'জামুল কাবির*-এ উদ্ধৃত করেছেন এ ছাড়া ইমাম ইবন জারির আত তাবারি ﷺ তাঁর তারিখে এবং ইমাম ইবন সা'দ ﷺ তাঁর তবাকাতে উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাইসামি ﷺ বলেছেন, এর সনদে ইবন ইসহাক রয়েছেন, তিনি মুদাল্লিস ছিলেন। বাকি রাবিগণ সিকাত। *মাজমাউয যাওয়াইদ* : ৬/৩৫; শাইখ ইবন আব্দিল কাদির আস সাক্কাফ ﷺ বলেন, মুরসালভাবে বর্ণিত, *তাখরিজু আহাদীস ওয়া আসার কিতাব ফি যিলালিল কুরআন*, পৃ. ১৬

"হে আল্লাহ, প্রশংসা সকল তোমার; অভিযোগ কেবল তোমার কাছে, আর একমাত্র তোমার কাছেই আমরা সাহায্য চাই, ফরিয়াদ করি; তোমার প্রতিই আমরা নির্ভব করি এবং তুমি ছাড়া অনিষ্ট দূর করার এবং কল্যাণ দেওয়ার কোনো শক্তি কারো নেই ।"[১৮]

২. লোকদের কাছে অভিযোগ করে বেড়ানো—এটা কথার মাধ্যমে সরাসরি প্রকাশ পেতে পারে আবার কোনোরূপ অঙ্গভঙ্গির দ্বারাও হতে পারে—এই প্রকারের অভিযোগ ধৈর্যের সাথে অসংগতিপূর্ণ।

বিপরীত শক্তির প্রভাব

প্রত্যেকের মনে দুটি বিপরীত শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে : একটি হচ্ছে এগিয়ে নেবার শক্তি, অপরটি পিছিয়ে দেবার শক্তি। সবরের প্রকৃতি হচ্ছে, তা এগিয়ে নেবার শক্তিকে ব্যয় করে উপকারী জিনিস অর্জন করে, এবং পিছিয়ে দেবার শক্তিকে বিরত রাখে যাতে করে নিজের ক্ষতি না হয়।

কিছু মানুষের উপকারী কাজ করার জন্য এবং তাতে অবিচল থাকার জন্য মজবুত ধৈর্য রয়েছে। কিন্তু ক্ষতিকর বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার বেলায় তাদের ধৈর্য অত্যধিক নাযুক। তাই আমরা এমন লোক দেখি, ইবাদাতে যার অগাধ ধৈর্য, কিন্তু প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে বিরত থাকার বেলায় তার নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এ কারণে হয়তো সে হারাম কাজ করে বসে। অপরদিকে কিছু লোক আছে, যারা নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকার বেলায় প্রবল ধৈর্যশীল, কিন্তু আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার ক্ষেত্রে, ইবাদাতের কাজগুলো কবার ক্ষেত্রে তাদের ধৈর্যশক্তি যথেষ্ট কম। কারও কারও তো দুটোর কোনোটার বেলায়ই ধৈর্য নেই। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তারাই শ্রেষ্ঠ যাদের ব্যক্তিত্বে এই উভয় প্রকারের ধৈর্য আছে।

সুতরাং প্রচণ্ড গরম কিংবা শীতের প্রকোপ, যে অবস্থাই হোক না কেন, সারারাত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকবার ধৈর্য কারও হয়তো আছে, কিন্তু কোনো নারীর দিকে না তাকানোর জন্য কিংবা দৃষ্টি অবনত রাখার ক্ষেত্রে তার ধৈর্য একেবারেই নেই। অন্যজনের হয়তো দৃষ্টি অবনত রাখায় সমস্যা হয় না, কিন্তু সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে তার ধৈর্যের ঘাটতি আছে এবং কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে সে দুর্বল ও অসহায়। উভয় প্রকার ধৈর্যের কোনো একটা নেই এমন লোকই বেশি, আর কোনোটাই নেই এমন লোক খুব কম ।

---

১৮. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবন তাইমিয়্যা : ১/১১২

ধৈর্যের আরও কিছু সংজ্ঞা

একজন আলিম বলেন, "ধৈর্য হচ্ছে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার বিপরীতে বোধশক্তি ও দ্বীনের প্রেরণার ওপর অটল থাকা।" মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনার প্রতি ঝোঁক থাকাটা খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। কিন্তু সহজাত বিবেচনাশক্তি ও ধর্মীয় প্রেরণার মাধ্যমে এই ঝোঁকের লাগাম টেনে ধরা উচিত। এই দুই পরাশক্তি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে—কখনো বিবেক বুদ্ধি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জয়ী হয় আবার কখনো প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা বিজয়ী হয়। এই মারাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের মন।

পরিস্থিতি অনুযায়ী ধৈর্যের বিভিন্ন নাম রয়েছে:

- আপনার ধৈর্য যদি যৌনকামনা রোধ করে, তবে একে বলে পবিত্রতা। এর বিপরীত হচ্ছে অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও লাম্পট্য।
- ধৈর্য যদি আপনাকে পেটের অবৈধ কামনা ও খাবারের জন্য তাড়াহুড়ো করা কিংবা বাজে খাবার গ্রহণ থেকে বিরত রাখে, তবে তার নাম 'অভিজাত নফস'। এর বিপরীত হলো লালসা, হীনতা ও নিকৃষ্টতা।
- 'প্রকাশ করা ঠিক নয়' এমন কিছু প্রকাশ না করে চুপ থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে এটাকে বলে গোপনীয়তা। এর বিপরীত হলো জনসম্মুখে প্রচার করা, গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়া, মিথ্যা অপবাদ, কদর্যতা, গালিগালাজ, মিথ্যা ও দুর্নামকরণ।
- যদি জীবনযাপনে অতিরিক্ত খরচ না করে ধৈর্য ধরা হয়, তবে একে আত্মসংযম বলা হয়। লোভ হচ্ছে এর বিপরীত।
- যদি দুনিয়ায় অল্পে তুষ্ট হন, তাহলে একে বলা হবে অল্পেতুষ্টি। এর বিপরীতও লোভ।
- ধৈর্য যদি আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়, তবে একে বলে সহিষ্ণুতা। হঠকারিতা এবং ত্বরিত প্রতিক্রিয়াশীলতা এর বিপরীত।
- আপনার ধৈর্য যদি আপনাকে ত্বরাপ্রবণতা থেকে বিরত রাখে, তবে একে বলে গাম্ভীর্য, স্থিরতা। এর বিপরীত হচ্ছে ত্বরাপ্রবণতা ও চপলতা।
- ধৈর্য যদি আপনাকে পালিয়ে যাওয়ার ও ছিটকে পড়ার কাপুরুষোচিত স্বভাব থেকে বিরত রাখে, তবে একে বলে সাহসিকতা। যার বিপরীত হচ্ছে কাপুরুষতা ও মাথানত করা।

- ধৈর্য যদি আপনাকে প্রতিশোধ প্রবণতা থেকে রক্ষা করে; তবে এটাকে বলা হয় ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা। যার বিপরীত হচ্ছে প্রতিশোধ ও শাস্তিদান।
- যদি ধৈর্য আপনাকে কৃপণ হওয়া থেকে বাধা দেয়, তবে তা বদান্যতা। এর বিপরীত হচ্ছে কৃপণতা।
- ধৈর্য যদি আপনাকে নির্ধারিত সময়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ হতে বিরত রাখে তবে এর নাম সাওম।
- যদি ধৈর্য আপনাকে অলসতা এবং অক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, তবে একে বলে বিচক্ষণতা।
- আর আপনার ধৈর্য যদি লোকদের দোষারোপ করা থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে একে বলে পৌরুষ।

পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে এর (ধৈর্যের) নাম যা-ই হোক না কেন, এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য এক। এটা প্রমাণ করে, আমাদের ইসলামি জীবনের পূর্ণতা ধৈর্যের ওপর নির্ভরশীল।

ধৈর্যের গুণ কি অর্জন করা যায়?

যদি একজন লোকের মাঝে প্রাকৃতিকভাবেই ধৈর্য না থেকে থাকে, তাহলে সে যদি ধৈর্যশীলতার ভান ধরে এবং এভাবে ভান ধরে চলতে থাকে, তাহলে পরিণামে একসময় এটা প্রায় তার স্বভাবে পরিণত হবে।

নবিজি ﷺ-এর একটি হাদীসে আমরা এ কথার প্রমাণ পাই :

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ

"যে (নিজে) ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন"[১৯]

সুতরাং একজন ব্যক্তি তার যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণে এবং দৃষ্টি অবনত রাখতে প্রচেষ্টা চালাতে পারে, যতক্ষণ-না এটা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। একইভাবে এই নীতি স্থিরতা, বদান্যতা ও সাহসের মতো অন্যান্য আকাঙ্ক্ষিত সদ্গুণ অর্জনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৯. *আল মুসনাদ*, আহমাদ : ১১৮৯০; *আস সহীহ*, বুখারি : ১৪৬৯, *আস সুনান*, আবু দাউদ : ১৬৪৪

অধ্যায়-২:

ধৈর্যের স্তরসমূহ

- জিনদের ধৈর্য
- ফেরেশতাদের ধৈর্য
- মানুষের ধৈর্য
- বিভিন্ন অবস্থায় ধৈর্য
- কখন ধৈর্যের প্রয়োজন দেখা দেয়?
- আল্লাহর ইবাদাতে ধৈর্য
- পাপকাজ পরিহারে ধৈর্য
- পরীক্ষা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য

অধ্যায় : ২

ধৈর্যের স্তরসমূহ

ধৈর্য দু-ধরনের হতে পারে : হয় শারীরিক, না-হয় মানসিক। আর উভয় প্রকার ধৈর্য ঐচ্ছিক হতে পারে, অনৈচ্ছিকও হতে পারে। এগুলো মোট চার প্রকার :

১. ঐচ্ছিক শারীরিক ধৈর্য :

যেমন : স্বেচ্ছায় কঠোর পরিশ্রম করা।

২. অনৈচ্ছিক শারীরিক ধৈর্য :

যেমন: নিরুপায় অবস্থায় ধৈর্যের সাথে রোগ-শোক ও মারপিট ভোগ করা, গরম বা শীতের প্রকোপ সহ্য করা।

৩. ঐচ্ছিক মানসিক ধৈর্য :

যেমন : বিবেকের বিচার বা শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয় দিক দিয়ে অন্যায়, এমন কিছু থেকে ধৈর্য-সহকারে বিরত থাকা।

৪.অনৈচ্ছিক মানসিক ধৈর্য :

যেমন : ভালোবাসার মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা মেনে নেওয়া

ওপরে যেমন বলা হয়েছে ধৈর্য দু-ধরনের : ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক। ঐচ্ছিক ধৈর্যের মর্যাদা অনৈচ্ছিক ধৈর্যের চেয়ে উঁচু স্তরের। দ্বিতীয়টি সাধারণত সবার ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কিন্তু প্রথমটি অর্জন করে নিতে হয়। এ কারণে আজীজের স্ত্রীর (গুনাহের প্ররোচনায় সাড়া না দিয়ে) অবাধ্য হওয়া এবং এর জন্য কারাভোগ করার সময় ইউসুফ ﷺ এর যে ধৈর্য প্রদর্শন করেছিলেন, তা তার ভাইদের অন্যায় আচরণের

সময় তার প্রদর্শিত ধৈর্যের চেয়ে উঁচু স্তরের ছিল। ভাইয়েরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তাকে বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এবং তাঁকে বিক্রি করা হয়েছিল দাস হিসেবে—এ সবকিছুর পরও ইউসুফ ﷺ তাদের সাথে সুব্যবহারে ধৈর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। এই উঁচু স্তরের স্বতঃস্ফূর্ত ধৈর্য হচ্ছে ইবরাহীম, মূসা, নূহ, ঈসা ﷺ, সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ ﷺ-এর ধৈর্য। নবি-রাসূলগণের এই ধৈর্য ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরন্তর জিহাদের পথে।

ওপরের চার ধরনের ধৈর্য কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে কেবল দু-ধরনের ধৈর্য দেখা যায়, যাতে তাদের ইচ্ছের কোনো দখল নেই। ধৈর্যধারণে ইচ্ছের স্বাধীনতা মানুষকে প্রাণীজগৎ থেকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এরপরেও অনেক মানুষের কেবল প্রাণীদের মতো ধৈর্যটুকুই রয়েছে, অর্থাৎ অনৈচ্ছিক ধৈর্য।

জিনদের ধৈর্য

মানুষের মতো জিনেরা যেমন নিজেদের কাজের দায়ভার বহন করে, তেমনি ধৈর্যের ক্ষেত্রে তারা মানুষের মতোই। আমাদের মতো জিনেরাও আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব পালনেব ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে : তারা কি হুবহু আমাদের মতোই দায়বদ্ধ, নাকি তাদের রয়েছে আলাদা নিয়ম?

এর উত্তর হলো : আবেগ ও অনুভূতির বিষয়গুলোতে তাঁরা আমাদের মতোই দায়বদ্ধ। আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা অথবা ঘৃণা করা, বিশ্বাস করা ও আস্থা রাখা, বিশ্বাসীদের বন্ধু এবং অবিশ্বাসীদের শত্রু হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রগুলোতে তারাও আমাদের মতোই দায়বদ্ধ। তবে ওযু, গোসল, হাজ্জ, হায়েজ, নেফাস, খাতনা—এ ধরনের শারীরিক ব্যাপারগুলোতে তারা আমাদের থেকে আলাদা। তাদেরকে যে বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে অনুসারেই তাদের কর্তব্য নির্ধারিত হবে (এটাই স্বাভাবিক)।

ফেরেশতাদের ধৈর্য

আরেকটি প্রশ্নে জাগতে পারে : ফেরেশতাদেরও কি আমাদের মতো ধৈর্য আছে?

এর উত্তর হতে পারে : ফেরেশতাদের কামনা-বাসনার কোনো পরীক্ষা নেই, যা তাদের যুক্তি এবং জ্ঞানের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। তাদের জন্য আল্লাহর

ইবাদাত ও আনুগত্য আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসেব মতো সহজাত।

সুতরাং ফেবেশতাদের ধৈর্যের প্রয়োজন নেই। কারণ, ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা তো সেখানেই হয় যেখানে কারও উদ্দেশ্য, বিবেকবুদ্ধি, ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে তার কামনা-বাসনার বিরোধ বাধে। এ সত্ত্বেও ফেরেশতাদের বিশেষ ধরনের ধৈর্য থাকতে পারে, যা তাদেব সৃষ্টিব উদ্দেশ্য পূরণে যত্নবান হতে সহায়তা করে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই।

মানুষের ধৈর্য

কারও ধৈর্য যদি তার প্রবৃত্তির চেয়ে শক্তিশালী হয়, তবে তার তুলনা হলো ফেরেশতাদের মতো। কিন্তু যদি তার প্রবৃত্তি ও খায়েশ ধৈর্যের চেয়ে প্রবল হয়, তবে সে যেন আস্ত এক শয়তান। খাদ্য, পানীয়, ও যৌনাকাঙ্ক্ষা যদি তার ধৈর্যের চেয়ে শক্তিমান হয়, তবে সে একটা প্রাণীর তুলনায় বিশেষ কিছুই নয়।

কাতাদাহ ﵀ বলেন, “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন বোধশক্তি দিয়ে, প্রবৃত্তি দিয়ে নয়; চতুষ্পদ জন্তুদের সৃষ্টি করেছেন প্রবৃত্তি দিয়ে, বোধশক্তি দিয়ে নয়; আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বোধশক্তি ও প্রবৃত্তি উভয়টাই দিয়ে। কাজেই যার বোধশক্তি তার প্রবৃত্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, সে হবে ফেরেশতাদের মতো আর যার প্রবৃত্তি তার বোধশক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে সে হবে পশুদের মতো।”

শৈশবে একজন মানুষের মাঝে কেবল খাদ্যের আকাঙ্ক্ষাই দেখা যায়। এ অবস্থায় তার সবর হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তুর মতো. এ অবস্থা থেকে আরও বড় হওয়ার পূর্বে তার মাঝে ঐচ্ছিক ধৈর্য থাকে না। যখন তার মধ্যে খেলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, তখন সে দুর্বলভাবে হলেও ঐচ্ছিক ধৈর্যের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। যখন তার মধ্যে বিয়ের আগ্রহ সৃষ্টি হয় তখন তার ধৈর্যের শক্তিশালী প্রকাশ ঘটে। আব যখন তার মাঝে দৃঢ় বোধশক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন সবরও খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যদি হিদায়াতের নূর তার বোধ অর্জনের প্রাথমিক বছরগুলোতে চমকাতে থাকে এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, তবে এই দৃঢ় বোধশক্তি ও তার আনুষঙ্গিক শক্তিসমূহ প্রবৃত্তি ও তার আনুষঙ্গিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াইতে কোনো অংশেই কম নয়। এ বিষয়টা ফজরের সময়ে উদিত আলোর রেখার মতো, যা দিন বাড়ার সাথে সাথে আরও উজ্জ্বল হতে থাকে।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধৈর্য

প্রবৃত্তির অনুসরণের বিপরীতে দ্বীনের অনুসরণের ক্ষেত্রে তিন প্রকার অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে :

১. দ্বীনের আহ্বান প্রাধান্য বিস্তারকারী ও শক্তিশালী হবে, ফলে প্রবৃত্তির বাহিনী পরাজিত হবে। এ অবস্থা অর্জিত হবে ধৈর্যের দৃঢ়তার মাধ্যমে। যে এই অবস্থানে পৌঁছুবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। এরাই তারা, যারা বলে :

رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

"...আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর এর ওপর অটল থাকে।"

তারা তো সে সকল লোক, যাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা বলে :

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...

"তোমরা ভয় কোরো না, চিন্তা কোরো না, আর জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। পার্থিব জীবনে আর আখিরাতে আমরাই তোমাদের সঙ্গী-সাথী।"[২০]

এরা সে সকল লোক, যারা সবরকারীদের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করে এবং তার পথে প্রকৃত জিহাদ করে করে। এরা আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দা।

২. যখন প্রবৃত্তির আহ্বান শক্তিশালী ও বিজয়ী হয় এবং দ্বীনের সাথে তার লড়াইয়ের পূর্ণ অবসানও ঘটে যায় তখন বিপর্যস্ত ব্যক্তি শয়তান ও তার বাহিনীর কাছে হীনভাবে আত্মসমর্পণ করে, তারা তাকে যেভাবে ইচ্ছে পরিচালনা করে। তাদের সাথে তার দু-রকম সম্পর্কের অবকাশ থাকে : হয় সে তাদের অনুসারী হবে এবং তাদের বাহিনীতে শামিল হবে—যা দুর্বল ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে—না হয় শয়তানই তার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এটা ঘটে থাকে শক্তিশালী, কর্তৃত্বকারী, বিদআতি গুনাহগারের ক্ষেত্রে, যে বিদআতের দিকে আহ্বানকারীদের মাঝে নেতৃস্থানীয় হয়ে থাকে। ফলে ইবলিস ও তার বাহিনী এই ব্যক্তির সাহায্যকারী

---

২০. সূরা আল-ফুসসিলাত, ৪১:৩০-৩১

ও অনুগামী হয়ে যায়। এরা সেই লোক, যাদের ওপর দুর্ভাগ্য প্রাধান্য বিস্তার করে, যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে ক্রয় করে নেয়। সবর করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের এই হাল হয়েছে। এই অবস্থা হচ্ছে প্রচণ্ড বিপদ-আপদ, অত্যধিক কষ্ট, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের উল্লাস প্রকাশ করার অবস্থা।[২১]

আর এ ধরণের লোকেদের সঙ্গী হচ্ছে ধোঁকাবাজি, অসততা, বাতিলের সংরক্ষণ, অহংকার, আমলে বিলম্ব করা, দীর্ঘ আশা পোষণ করা ও আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দান করা।

এদের ব্যাপারেই নবিজি ﷺ বলেছেন,

العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني

"সে ব্যক্তি অক্ষম, যে তার নফসের অনুসরণ করে আর আল্লাহর কাছে (পরকালীন) নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা করে।"[২২]

এই হতভাগা লোকেরা কয়েক কিসিমের : কেউ কেউ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজায়, রাসূল ﷺ-এর আনীত দ্বীনকে ধ্বংসের নীলনকশা আঁকে, (মানুষকে) আল্লাহর রাস্তায় যেতে বাধা দেয়, রাসূল ﷺ-এর আনীত দ্বীনকে বিকৃত করে ও এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যাতে করে মানুষ এ পথে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূল ﷺ-এর আনীত দ্বীনকে মেনে নেয় ও কবুল করে নেয়, ফলে তার প্রবৃত্তির তাড়না দূর হয়ে যায়। কেউ-বা আবার দু মুখো মুনাফিক শ্রেণির, যারা কুফর ও ইসলাম উভয়টি দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এদের মাঝে কেউ আছে খেলাধূলাকারী ভাঁড়, যে তার সত্বাকে হাঁশি তামাশা, মজা নেওয়া আর খেলাধূলা দ্বারা ধ্বংস করে ফেলে। তাদের মাঝে এমন অনেকে আছে যাদের উপদেশ দেওয়া হলে কিংবা তাওবাহ করতে বলা হলে সে বলে—এটা তো আমার পক্ষে অসম্ভব, আমাকে দয়া করে এদিকে ডাকবেন না। কিছু লোক বলে, আল্লাহ তো আমাদের সালাত ও সিয়ামের মুখাপেক্ষী নন, আর আমিও আমার নিজের আমল দ্বারা নাজাত পাব না, আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু তাদের কেউ কেউ বলে, গুনাহ পরিত্যাগ করাটা তো আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার তুলনায় তুচ্ছ। কেউ-বা বলে, আমি এত এত অন্যায় করার পর আমার ইবাদাত কী কাজে দেবে? সেই ডুবন্ত

---

২১ এখানে মূলত একটি হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব জিনিস থেকে আশ্রয় চাইতেন। *আস-সহীহ*, বুখারি . ৬৩৪৭ (সম্পাদক)

২২. ইমাম তিরমিযি رحمه الله-এর সূত্রে *রিয়াদুস সলিহীন* : ৬৭ ইমাম তিরমিযি رحمه الله-এর মতে হাদীসটি হাসান।

ব্যক্তির জন্য কী করার আছে, যার আঙুলের অগ্রভাগ পানির ওপরে আর সারাদেহ পানির অতলে নিমজ্জিত? কেউ তো বলে, মৃত্যুর সময় তাওবাহ্ করে নেব...।

অজুহাতের এই লম্বা ফিরিস্তির কারণ হলো, প্রবৃত্তিই তাদের বিবেকবুদ্ধির একমাত্র নিয়ন্ত্রক এবং তারা একের পর এক মনের খায়েশ চরিতার্থের ফাঁকফোকর তালাশে নিজেদের বিবেকের অপব্যবহার করে। তাদের বিবেক শয়তানের কারাবন্দী এবং তার কুমতলব হাসিলের তাঁবেদারিতে ব্যস্ত। যেমন : কোনো মুসলিম যুদ্ধবন্দী হয়ে কাফিরদের হাতে থাকা অবস্থায় নির্যাতিত হয় এবং বাধ্য হয় শূকর পরিপালনে, মদ অথবা ক্রুশ বহনে। যে নিজের বিবেকবুদ্ধিকে শয়তানের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেয়, তার অবস্থান আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তির মতো, যে একজন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে পাকড়াও করল এবং তাকে বন্দী করার জন্য কাফিরদের হাতে সোপর্দ করল আর কাফিররা তাকে বন্দী বানিয়ে নিল।

৩. দ্বীন ও প্রবৃত্তির মাঝে প্রনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধ চলে, কখনো দ্বীন জয়লাভ করে, কখনো-বা প্রবৃত্তি বিজয়ী হয়। উভয়ের এই জয়লাভের ব্যাপারটা খুব ঘন ঘন ঘটে। এটাই অধিকাংশ মুমিনের অবস্থা, যারা নেক আমল ও বদ আমলকে মিশ্রিত করে ফেলে।

ওপরের বর্ণনার আলোকে আখিরাতে মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি তিনটি অবস্থার সমানুপাতে হবে—কিছু মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কখনোই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে না; কিছু মানুষ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না; আর কিছু মানুষ জান্নাতে প্রবেশের অনুমোদন পাবার পূর্বে কিছু দিনের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

কিছু মানুষ রয়েছে যারা খুব কষ্টের সময় কিংবা চাপের মুখে ধৈর্য ধরতে পারে, আর কিছু মানুষ রয়েছে যারা স্বল্প চাপে থাকলে ধৈর্য ধরতে সক্ষম। প্রথম দৃষ্টান্তটি সেই লোকের মতো, যে একজন শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে আর প্রচণ্ড পরিশ্রম ও কষ্ট ব্যতীত তাকে হারানো সম্ভব নয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি ওই ব্যক্তির মতো, যে একজন দুর্বল লোকের সাথে লড়াই করতে নেমেছে আর সে অনায়াসেই তাকে ধরাশায়ী করে ফেলবে। রহমানের বাহিনী আর শয়তানের চেলাদের মধ্যকার যুদ্ধের ধরন এমনই। যে শয়তানের চেলাপান্ডাদের পরাজিত করতে জানে, সে খোদ শয়তানকেও নাস্তানাবুদ করতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বর্ণনা করেন :

> “এক ব্যক্তি জিনদের একজনের সাথে কুস্তি লাগল এবং তাকে পরাজিত করল। এরপর জিজ্ঞাসা করল . ‘তুমি এত দুর্বল কেন?’ জিন উত্তর দিল: ‘আমি জিনদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী।’ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল : ‘সে ব্যক্তি কি উমার ইবনুল খাত্তাব?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘সে ছাড়া আর কে হতে পারে?’”

কিছু সাহাবা বলেন,

> “একজন মুমিন তার (সাথে থাকা) শয়তানকে এমনভাবে দুর্বল করে ফেলে যেভাবে কেউ সফরকালে তার গাধাকে দুর্বল করে।”

ইবনু আবিদ দুনইয়া ﷺ কোনো এক সালাফ থেকে বর্ণনা করেন : “একবার এক শয়তান আরেক শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ হলে জানতে চায়, “তোমাকে এত রোগা দেখাচ্ছে কেন?” অন্য শয়তান উত্তর দিল : “আমি এমন একজনের সাথে থাকি যে খাওয়ার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলে, যে কারণে আমি তার খাবারে অংশ নিতে পারি না। সে পান করার সময়ও আল্লাহর নাম নেয়, তাই তার সাথে পানও করতে পারি না। যখন সে ঘরে ঢোকে, আল্লাহর নাম নেয়, এ জন্য আমাকে বাইরে থাকতে হয়।” প্রথম শয়তান বলে, “কিন্তু আমি যার সাথে থাকি সে পানাহারের সময় আল্লাহর নাম নেয় না, তাই আমি তার সাথে পানাহারে শরীক হই। আর যখন ঘরে প্রবেশ করে তখনো আল্লাহর নাম নেয় না, তাই আমি তার সাথে ঘরে ঢুকি।”

কাজেই যে ব্যক্তি সবরে অভ্যস্ত হবে, তার শত্রুরা তাকে ভয় করবে, আর যার জন্য ধৈর্য ধারণ কষ্টকর হয়ে যায়, তার শত্রুরা ক্ষতিসাধনে আকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে আর তার থেকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়।

কখন ধৈর্যের প্রয়োজন দেখা দেয়?

জীবনের যেসব ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন পড়ে :

১. আল্লাহর ইবাদাতে ও তাঁর বিধিবিধান অনুসরণে

২. পাপকাজ থেকে বিরত থাকতে

৩. আল্লাহর ফায়সালা ও ভাগ্য মেনে নিতে।

লুকমান ﷺ তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ...

"হে বৎস, তুমি নামায কায়িম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো।"[২৩]

সৎকাজের আদেশদান মানে নিজেও সৎকর্মশীল হওয়া, অসৎকাজে বাধাদান মানে নিজেও তা থেকে বিরত থাকতে ধৈর্যশীল হওয়া।

আল্লাহর ইবাদাতে ধৈর্য

আল্লাহর ইবাদাত ও বিধিবিধানের অনুসরণ বলতে বোঝায় আপনি জেনেবুঝে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নির্ধারিত ইবাদাতসমূহ নিয়মিত আদায় করবেন। যে ইবাদাত নিয়মিত করা হয় না, তার কোনো মূল্য নেই। এমনকি নিয়মিত আদায় করা হয় এমন ইবাদাতও দুটো আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয় :

প্রথমত, যদি ইবাদাতের উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জন বা সন্তুষ্টি অর্জন না হয়, তাহলে আমরা ইখলাস হারাতে পারি। সুতরাং আমাদের ইবাদাত সুরক্ষার জন্য নিষ্ঠাবান হওয়া জরুরি।

দ্বিতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন রাসূল ﷺ-এর দেখানো পথ থেকে সরে না যাই। আর সে জন্য সুন্নাহ অনুযায়ী ইবাদাত নিশ্চিত করতে হবে।

পাপকাজ পরিহারে ধৈর্য

এ ধরনের ধৈর্য পাপের শাস্তির ভয়ের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। অথবা পাপকাজে আল্লাহর নিআমাতরাজির অপব্যবহারে লজ্জাবোধের উপলব্ধি থেকে থেকেও অর্জিত হতে পারে। আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাশীলতার এই উপলব্ধি শক্তিশালী হতে পারে তাঁর সম্পর্কে অধিক জানাশোনা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলির মর্ম অনুধাবনের মধ্য দিয়ে। হায়া বা লজ্জাশীলতা উন্নত চরিত্র ও সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে লজ্জাশীলতার কারণে খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে সে শাস্তির ভয়ে দূরে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। লজ্জাশীলতা প্রমাণ করে, ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন। আর যার প্রতিবন্ধক হচ্ছে আল্লাহর ভয় তার নজর থাকে শাস্তির দিকে। ভীত ব্যক্তির চিন্তা যেখানে আত্মকেন্দ্রিক এবং শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার,

২৩. সূরা লুকমান, ৩১:১৭

সেখানে একজন লজ্জাশীল ব্যক্তির ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর মহত্ত্ব। দুজনেই ঈমানের মর্যাদায় সমাসীন। তবে লজ্জাশীল ব্যক্তি লাভ করবে ঈমানের উচ্চ স্তর—ইহসানের গৌরব। ইহসান হলো সজাগ অনুভূতি নিয়ে সবসময় এমনভাবে আচরণ করা, যেন সে আল্লাহকে দেখছে। ফলে তার হৃদয় আল্লার সম্মানে পূর্ণরূপে লজ্জায় বিনম্র হয়।

মুমিনের জন্য গুনাহ থেকে দূরে থাকা অত্যাবশ্যক। কেননা, তাকে অবশ্যই তার ঈমান রক্ষা করতে হবে, আর গুনাহ ঈমানে ঘাটতি আনে অথবা এটাকে নিঃশেষ করে দেয়। নবিজি ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

"যেনাকারী যখন যেনায় লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। মদ্যপ যখন মদ্যপানে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না আর লুটতরাজ ও ছিনতাইকারী যখন লুটতরাজ ও ছিনতাই করে এবং লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন সে মুমিন থাকে না।[২৪]

পরীক্ষা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য

যে উপায়গুলোর মাধ্যমে আপনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করতে পারেন :

১. অপেক্ষমাণ উত্তম পুরস্কারের কথা চিন্তা করা : আপনার জন্য পুরস্কার অপেক্ষা করছে—এটা যতবেশি বিশ্বাস করতে শিখবেন, ধৈর্যধারণ করাটা আপনার জন্য ততই সহজ হয়ে উঠবে। যদি পুরস্কার লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস না থাকতো, তাহলে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো স্বপ্ন ও লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব হতো না। মানুষের স্বভাব হলো সবকিছুতেই সে নগদ প্রাপ্তি চায়, কিন্তু বিচক্ষণতা ও পরিপক্বতা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী ফলাফল অর্জনে উৎসাহিত করে। চিন্তার এই দূরদর্শিতা সংকট মোকাবিলায় টিকে থাকতে আমাদের ধৈর্যশক্তিকে মজবুত করে, চাই এতে ইচ্ছের দখল থাক বা না থাক।

২৪. *আস-সুনান*, ইবনু মাজাহ : ৩৯৩৬

২. সুদিনের আশা রাখা : এ আশা আমাদের অবিলম্বে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিরসন করে মুক্তির পথ দেখায় ও মনে সান্ত্বনা জোগায়।

৩. আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিআমাত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা : আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপকতা অনুভব করতে পারলে বর্তমানের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে ধৈর্যধারণ আমাদের জন্য সহজতর হয়। কারণ, বর্তমানের দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের অসীম সাগরের তুলনায় একটি বৃষ্টিবিন্দু সমতুল্য।

৪. আল্লাহ আগে যে সমস্ত নিআমাত দিয়েছেন সেসবের কথা চিন্তা করা : এটা আমাদের প্রতি আল্লাহর মমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সুদিনের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ় করে।

অধ্যায়-৩:

ধৈর্যের প্রকারভেদ

১. আবশ্যকীয় (ওয়াজিব) ধৈর্য
২. পছন্দনীয় (মানদূব) ধৈর্য
৩. নিষিদ্ধ (মাহযূর) ধৈর্য
৪. অপছন্দনীয় (মাকরূহ) ধৈর্য
৫. অনুমোদিত (মুবাহ) ধৈর্য

অধ্যায় : ৩

ধৈর্যের প্রকারভেদ

কাজ বা আচরণ অনুযায়ী ধৈর্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় :

১. আবশ্যকীয় (ওয়াজিব)

২. পছন্দনীয় (মানদূব)

৩. নিষিদ্ধ (মাহযূর)

৪. অপছন্দনীয় (মাকরূহ)

৫. অনুমোদিত (মুবাহ)

১. আবশ্যকীয় (ওয়াজিব) ধৈর্য :

- হারাম কাজ থেকে দূরে থাকার ধৈর্য।
- ওয়াজিব আমলগুলো আদায়ে ধৈর্য।
- এমন-সব মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করা, যা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত নয় যেমন : অসুস্থতা, দরিদ্রতা ইত্যাদি।

২. পছন্দনীয় (মানদুব) ধৈর্য :

- মাকরূহ কাজ থেকে দূরে থাকার ধৈর্য।
- মুস্তাহাব ইবাদাতগুলো করার ধৈর্য।
- প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে সংযত থাকার ধৈর্য।

৩. নিষিদ্ধ (মাহযূর) ধৈর্য :

- মৃত্যু পর্যন্ত পানাহার থেকে দূরে থাকার ধৈর্য।
- যখন মৃত জন্তু, রক্ত কিংবা শূকরের মাংস না খেলে মৃত্যু অবধারিত তখন তা না খেয়ে ধৈর্য ধরা। তাউস ﵀ ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀ বলেন, “যদি কেউ মৃত জন্তু ও রক্ত খেতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তা না খেয়ে মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।”
- ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকার ধৈর্য। মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা কি হারাম নাকি মুবাহ তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀-এর সাথীদের যাহির নস হচ্ছে, ভিক্ষা না করে এ রকম ধৈর্য ধরা জায়েয।[২৫] তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “যদি কেউ ভিক্ষা না করলে মৃত্যুর আশঙ্কা করে তাহলে?” ইমাম আহমাদ বলেন, “না, সে মারা যাবে না। আল্লাহ তার জন্য বরাদ্দকৃত রিযিক পাঠাবেন।”[২৬] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀ ভিক্ষা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ যেহেতু বান্দার চাহিদা এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকার নিষ্ঠা সম্পর্কে জানেন, তিনি অবশ্যই তার কাছে রিযিক পাঠাবেন। ইমাম আহমাদ ﵀ ও ইমাম শাফিঈ ﵀-এর অধিকাংশ সাথীর মতে এমন ব্যক্তির ওপর ভিক্ষা করা ওয়াজিব, আর যদি সে ভিক্ষা না করে, তাহলে গুনাহগার হবে। কেননা, ভিক্ষার মাধ্যমে সে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে।[২৭]
- অপর একটি নিষিদ্ধ ধৈর্য হচ্ছে এমন-সব বিষয়ে ধৈর্য ধরা, যা মানুষকে ধ্বংস করে। যেমন : হিংস্র জন্তু, সাপ, আগুন, পানি কিংবা এমন কাফির থেকে আত্মরক্ষা না করা, যে তাকে হত্যা করতে চায়।
- ফিতনার সময় ধৈর্যধারণ—যখন মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়। মুসলিমদের মধ্যে যখন পরস্পর খুনোখুনি হয় তখন ধৈর্যধারণ করা অনুমোদিত (মুবাহ), একই সাথে মুস্তাহাবও (পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়)। নবিজি ﷺ-কে যখন এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন :

كن كخير ابني آدم

---

২৫. *আল ফুরু'*, ইবনু মুফলিহ : ৬/২০৩; *কাশশাফুল কিনা* : ৬/১৯৬

২৬. *আত তামহীদ*, আসরাম ﵀-এর রিওয়ায়াতে ইমাম ইবন আব্দিল বার : ৪/১২০-২১; *আল জামি লি-আহকামিল কুরআন*, ইমাম কুরতুবি : ৩/২২৩; *আল ফুরু'*, ইবনু মুফলিহ : ৬/২০৪; *কাশশাফুল কিনা* : ৬/১৯৬

২৭. *কাশশাফুল কিনা*, ইমাম কাযি আবূ ইয়া'লা আল হাম্বালি ﵀ এই মত ইখতিয়ার করেছেন : ৬/১৯৬, তবে শাফিঈরা ভিক্ষাবৃত্তি ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত নয়—*আল মাজমূ*, আন-নববি : ৯/৪৬

"আদামের দু-সন্তানের উত্তম জনের মতো হও।"[২৮]

অনুরূপ আরেকটি বর্ণনায় নবিজি ﷺ বলেন,

كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل

"আল্লাহর (অন্যায়ভাবে) নিহত বান্দার মতো হও, তার মতো নয় যে (অন্যায়ভাবে) হত্যাকারী।"[২৯] এবং دعه يبوء بإثمه وإثمك "তাকে (খুনি) নিজের এবং তোমার পাপের ভার বহন করতে দাও।"[৩০] অন্য একটি বর্ণনায় তিনি বলেন, فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك

"যদি তরবারির ঔজ্জ্বল্য তোমার চোখ ঝলসে দেয় তবে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নাও।"[৩১] আল্লাহ কুরআনে আদাম ﷺ-এর দুই সন্তানের উত্তম জনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে সে কীভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। কাফিরদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধের ব্যাপারটা আলাদা। এ অবস্থায় মুসলিমদের জন্য আত্মরক্ষা ওয়াজিব; কারণ, জিহাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেকে এবং মুসলিমদের রক্ষা করা।

৪. অপছন্দনীয় (মাকরূহ) ধৈর্য :

- খাদ্য, পানীয়, পোশাক এবং স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন থেকে এতটুকু বিরত থাকা, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।
- স্ত্রীর প্রয়োজনের সময় যৌনমিলন না করা।
- মাকরূহ কাজ করার ধৈর্য।
- মুস্তাহাব আমল না করার ধৈর্য।

৫. অনুমোদিত (মুবাহ) ধৈর্য :

- অনুমোদিত (মুবাহ) এবং ইসলামে বাধ্যবাধকতা নেই এমন কাজ থেকে বিরত থাকার ধৈর্য।

---

২৮ *আস-সুনান*, আবূ দাউদ, হা : ৪২৫৯; *আস সহীহ*, ইবন হিব্বান, হা : ৫৯৬২, ইমাম মুনাউইর ﷺ-এর মতে হাদীসটি সহীহ; *তাখরিজু আহাদীসিল মাসাবিহ* : ৪/৪৬১

২৯. *মাকাসিদুল হাসানাহ*, মালিক বিন আনাস : ৩৮৮; শাইখ আলবানি ﷺ-এর মতে সনদ সহীহ—*ইরওয়াউল গালিল* : ২৪৫১

৩০. *আস-সহীহ*, মুসলিম : ২৮৮৭; *আস-সুনান*, আবূ দাউদ : ৪৪৯৯

৩১. *আস-সুনান*, আবূ দাউদ, হা : ৪২৬১; *আস-সুনান*, ইবন মাজাহ : ৩৯৫৮; *আস-সহীহ*, ইবন হিব্বান : ৫৯৬০; ইমাম হাকীম ﷺ-এর মতে বুখারি ও মুসলিমের শর্তে সহীহ—*আল মুস্তাদরাক* : ২/১৫৭

অধ্যায়-৪:

- ধৈর্যের ভালোমন্দ
- আল্লাহর রঙ ধারণ
- ধৈর্য ধরা এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা পরস্পরবিরোধী নয়

অধ্যায় : ৪

ধৈর্যের ভালোমন্দ

খারাপ ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছে ও ভালোবাসা থেকে দূরে থাকা ও তাঁর থেকে দূরে সরে যাওয়ার ধৈর্য; এটা ব্যক্তির মানবিক উৎকর্ষ সাধনে এবং জীবনের উদ্দেশ্য পূরণে বাধার সৃষ্টি করে। এটা সবচেয়ে জঘন্য এবং সবচেয়ে গুরুতর ধৈর্য; এরচেয়ে মারাত্মক কোনো ধৈর্যই থাকতে পারে না, যা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা থেকে স্বেচ্ছায় দূরে থাকতে প্ররোচিত করে, এবং তাঁর থেকে এতটা দূরত্বে যাতে তার প্রাণের স্পন্দনটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। তার চেয়ে চরম দেউলিয়া আর কে হতে পারে, যে সেসব নিআমাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, যা আল্লাহ আখেরাতে তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন? আল্লাহ তার বন্ধুদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন কিছু, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি, আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ কখনো কল্পনাও করেনি। এ জন্য এটা সর্বাধিক বড় ত্যাগ

যেমন একবার একব্যক্তি একজন যাহিদ (দুনিয়াবিমুখ)-কে তার পার্থিব মোহ ত্যাগের প্রশংসা করে বলেছিলেন : "আমি আপনার মতো দুনিয়াবিমুখ মানুষ কখনো দেখিনি।" দুনিয়াবিমুখ লোকটি বললেন : "আপনি আমার চেয়েও বড় ত্যাগী। আমি ত্যাগ করেছি ক্ষণস্থায়ী ও অবিশ্বস্ত দুনিয়াকে অন্যদিকে আপনি ত্যাগ করেছেন চিরস্থায়ী আখেরাত। তাহলে আমাদের মধ্যে অধিক ত্যাগী কে?"

কেউ একজন শিবলি ﵀-এর কাছে জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : "সবচেয়ে কঠিন ধৈর্য কী?" শিবলি ﵀ বললেন : "আল্লাহর কাজে ধৈর্যধারণ করা।" লোকটি বললেন : "না।" শিবলি ﵀ বললেন : "আল্লাহর জন্য ধৈর্যধারণ করা।" লোকটি এবারও বললেন : "না।" শিবলি ﵀ বললেন : "আল্লাহর সাথে (তাঁর সাহায্যে)

ধৈর্যধারণ করা।" লোকটি আবারও বললেন : "না।" তখন শিবলি ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : "তাহলে কী?" লোকটি বললেন : "আল্লাহর কাছ থেকে দূরে থাকার ধৈর্য।" শিবলি ﷺ এমনভাবে চিৎকার করলেন যেন তার জান বেরিয়ে যাচ্ছে।

ভালো ধৈর্য দু-রকম হতে পারে : আল্লাহর জন্য ধৈর্য এবং আল্লাহর সাহায্যে ধৈর্য। আল্লাহ্ বলেন :

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"তুমি ধৈর্য ধরে তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকো, কারণ তুমি আমার চোখের সামনেই আছ।"[৩২]

আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ

"আর তুমি সবর করো। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফিকেই।"[৩৩]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সহিষ্ণুতা সম্ভব নয়, আর আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য তাঁর সান্নিধ্য জরুরি, যেমনটা হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে :

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ورجله التي يمشي بها

"আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে।"[৩৪]

আল্লাহর সাহায্য বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলে একই ভাবে পায়; উভয়েই আল্লাহর রহমত ও রিযক লাভ করে। এই হাদীস আরও অতিরিক্ত যা বর্ণনা করে, তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বান্দা নফল ইবাদাতের মধ্য দিয়ে তার সান্নিধ্য ও ভালোবাসা অর্জন করে এমন স্তরে উন্নীত হয় যে, স্বয়ং আল্লাহ্ সে ব্যক্তির শ্রবণশক্তি হয়, যা দিয়ে সে শোনে; তার দৃষ্টিশক্তি হয়, যা দিয়ে সে দেখে এবং সে যা-কিছু করে

৩২. সূরা আত-তূর, ৫২:৪৮
৩৩. সূরা আন-নাহল, ১৬.১২৭
৩৪. আস-সহীহ, বুখারি : ৬৫০২

তার সাথে আল্লাহ্ সম্পৃক্ত থাকেন। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছুতে পারে সে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করতে পারে, আল্লাহ্‌র রেজামন্দির জন্য যে-কোনো কষ্টক্লেশ অকাতরে সহ্য করতে পারে। যে ব্যক্তি ওই স্তবে পৌঁছুতে পারবে না সে ধৈর্যেও এই উঁচু মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না। তার ধৈর্যের মাত্রা আল্লাহ্‌র সাথে তার সান্নিধ্যের মাত্রা অনুপাতে নির্ধারিত হবে।

আল্লাহর বন্ধুরা ধৈর্যের যেই স্তরে পৌঁছুতে পারবে, তা অন্যদের জন্য সম্ভব নয়। ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা দুনিয়া ও আখিরাত দু-জাহানেই সফল। কারণ, আল্লাহ্ তাদের সহায়।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"[৩৫]

আল্লাহ্‌র রঙও ধারণ

যে ব্যক্তি তার রবের সিফাতসমূহের মাঝে কোনো একটি সিফাতকে ভালোবাসবে, সে ওই সিফাত (তার মতো করে) অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহ্‌র সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহর একটি গুণ হচ্ছে 'আস-সাবূর' বা 'পরম সহিষ্ণু'। বলা হয়, আল্লাহ দাউদ ﷺ-কে বলেছিলেন : "আমার গুণ ধারণ করো। আমার একটা গুণ হচ্ছে আমি 'আস সাবূর' (পরম সহিষ্ণু)। রব তাআলা তাঁর সিফাতসমূহকে ভালোবাসেন, সিফাতসমূহের চাহিদাকে ভালোবাসেন, এবং বান্দার মাঝে সেসবের প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ ভালোবাসেন। তিনি সুন্দর, সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন, তিনি ক্ষমাশীল তাই ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের ভালোবাসেন, তিনি মহা সম্মানিত, তাই সম্মানিত ব্যক্তিদের ভালোবাসেন, তিনি মহাজ্ঞানী, তাই জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন, তিনি বেজোড় তাই বেজোড়ওয়ালাদের ভালোবাসেন, প্রচণ্ড শক্তিশালী তাই দুর্বল মুমিন অপেক্ষা শক্তিশালী মুমিন তাঁর নিকট অধিক প্রিয়। তিনি পরম সহিষ্ণু তাই সবরকারীদের ভালোবাসেন, তিনি শুকরিয়াকারী তাই শুকরিয়াকারীদের ভালোবাসেন।

যেহেতু তিনি তাঁর গুণাবলিসম্পন্ন মানুষকে বেশি ভালোবাসেন, তাই এই গুণগুলোর যতটুকু তারা অর্জন করছে সেই অংশ অনুযায়ী তিনি তাদের পাশে থাকবেন। এটা বিশেষ এবং এক অনন্য সম্পর্ক।

---

৩৫. সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৫৩

ধৈর্য ধরা এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা পরস্পরবিরোধী নয়

কান্নাকাটি করা এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করার অর্থ এই নয় যে, তার ধৈর্য নেই। কুরআনে ইয়াকূব ﷺ বলেছেন :

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ সুতরাং পরিপূর্ণরূপে ধৈর্যধারণই উত্তম।[৩৬] কিন্তু তার হারানো মানিক ইউসুফ ﷺ-কে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বলেন, : يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ "হায়, ইউসুফের জন্য আফসোস।"[৩৭] 'সাবরুন জামিল' অর্থ কোনো বিষয়ে অন্যের কাছে অভিযোগ না করা; বরং কেবল আল্লাহর কাছেই অভিযোগ দায়ের করা। যেমনটা ইয়াকূব ﷺ বলেছিলেন : إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ "আমি আমার দুঃখকষ্ট কেবল আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি।"[৩৮] আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ কে সাবরুন জামিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি সে নির্দেশ অনুযায়ী দুআ করেছিলেন :

اللهم اليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي

"হে আল্লাহ, আমি আমার শক্তি ও ক্ষমতার স্বল্পতার ব্যাপারে কেবল তোমার কাছেই অভিযোগ জানাই।"[৩৯]

---

৩৬. সূরা ইউসূফ, ১২:৮৩

৩৭. সূরা ইউসূফ, ১২: ৮৪

৩৮. সূরা ইউসূফ, ১২:৮৬

৩৯. *আল মু'জামুল কাবির*, তাবারানি : ১৮১; *আদ দুআ* : ১০৩৬; ইমাম হাইসামি ﷺ বলেছেন, তাবারানির সনদের সকল রাবি সিকাহ, তবে ইবন ইসহাক মুদাল্লিস সিকাহ—*মাজমাউয যাওয়াইদ* : ৬/৩৫; শাইখ আলবানি ﷺ-এর মতে দ্বইফ, কেননা, এই সনদের সব রাবি সিকাহ হলেই ইবন ইসহাক ﷺ আন'আনা করে হাদীস বর্ণনা করেছেন—*সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বঈফা* : ২৯৩৩

অধ্যায়-৫ :

- সম্মানিত ব্যক্তির ধৈর্য এবং হীন ব্যক্তির ধৈর্য

অধ্যায় : ৫

সম্মানিত ব্যক্তির ধৈর্য এবং হীন ব্যক্তির ধৈর্য

বিপদে পড়লে আমাদের সবাইকেই ধৈর্য ধরতে হয় হয়—কেউ স্বেচ্ছায় ধরি কেউ-বা নিরুপায় হয়ে। তবে যিনি মহান, তিনি স্বেচ্ছায় ধৈর্যধারণ করেন; কারণ, তিনি এর সুন্দর ফলাফল সম্বন্ধে জানেন এবং সে এটাও জানেন যে, ধৈর্যধারণ করলে তিনি প্রশংসিত হবেন আর উদ্বিগ্ন হলে নিন্দিত হবে। তিনি ভালো করেই বোঝেন যে, যদি তিনি ধৈর্যধারণ না করেন, তাহলে উদ্বেগ তাকে হারানো জিনিসটি ফিরিয়ে দেবে না, অপছন্দের কাঁটাও সরিয়ে নেবে না। তিনি মুখ ফিরিয়ে নেবাব কারণে তাকদির বদলে যাবে না আর তিনি চান বলে কোনো কিছু তাকদিরে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে না। সুতরাং উদ্বেগ বস্তুত ক্ষতির কারণ হয়।

কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন : মুসিবত নাযিল হওয়ার সময়ই জ্ঞানীরা যা করবার তা করে নেয়, আর আহাম্মকেরা সেটা করে এক মাস পর।

হীন ব্যক্তি কেবল উপায়ান্তর না পেয়ে ধৈর্যধারণ করে। উদ্বিগ্ন হয়ে সে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত একে মোকাবিলা করার কিছু খুঁজে না পেয়ে—পেটানোর জন্য বেঁধে রাখা ব্যক্তির মতো—সবর করে।

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করে অপরদিকে হীন লোকেরা শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে ধৈর্য ধরে।

হীন লোকেরা নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সর্বাধিক ধৈর্যশীল হয়ে থাকে কিন্তু তাদের রবের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সবচাইতে কম ধৈর্যশীল হয়। নিজেদের প্রবৃত্তিপুজোয় বিভিন্ন রকম ঝুটঝামেলা পোহাতে তারা রাজি,

কিন্তু প্রভুর সন্তুষ্টির স্বার্থে সামান্যতম কষ্ট স্বীকারে বেজায় নারাজ। এরা 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়ে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ থেকে বিরত থাকে, কামনা-বাসনা চরিতার্থে গর্ববোধ করে এবং হাজারো অপমান সয়ে যায় নীরবে। একইভাবে তারা নিজেদের আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়ার জন্য ধৈর্যধারণ করে না, কিন্তু শয়তান এবং নিজেদের প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। এমন লোকেরা আল্লাহর চোখে কখনো মহৎ হতে পারে না এবং হাশরের ময়দানে সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের কাতারে ঠাঁই পাবে না।

অধ্যায়-৬:

- কীভাবে ধৈর্য বাড়াবেন?
- জ্ঞান
- কর্ম
- ধর্মীয় মূল্যবোধ শক্তিশালী করা

অধ্যায় : ৬

কীভাবে ধৈর্য বাড়াবেন?

যেহেতু ধৈর্যধারণের আদেশ করা হয়েছে তাই আল্লাহ আমাদের ধৈর্যশীলতা অর্জনের এবং ধৈর্যের বাতাবরণ মজবুত করার উপকরণ বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের এমন কিছু করতে আদেশ করেননি, যা বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি জানাননি। তিনি নিরাময় ছাড়া ব্যাধি দেননি এবং (মৃত্যুরোগ ছাড়া যে-কোনো) রোগব্যাধিতে ওষুধ সেবনে সুস্থতা লাভের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ধৈর্যের পথটা যদিও অমসৃণ, কিন্তু এ পথে চলাটা একেবারে অসাধ্য কিছু নয়। ধৈর্য মূলত দুটি জিনিসের সমন্বয়ে অর্জন করা সম্ভব : যার একটি হলো জ্ঞান, অপরটি আমল বা কর্ম। আর এই দুটি উপাদানে রয়েছে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সকল রোগের আরোগ্য। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সবসময়ই অপরিহার্য।

জ্ঞান

কল্যাণকর, উপকারী, উপভোগ্য ও কামালিয়াতের কী কী বিষয়ের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন এবং ক্ষতিকর, অপকারী ও লোকসান করার মতো কী কী কাজ তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, তা জানার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি যখন এসব বুঝতে পারে এবং এর সাথে অত্যধিক সততা, সুউচ্চ হিম্মত, সম্মানবোধ ও মানবতাবোধ অর্জন করতে পারে এবং ওপরে উল্লেখিত দুই জ্ঞানকে একত্র করে আমল করতে পারে, তখন সে সবর অর্জন করতে সক্ষম হবে। তখন তার কাছে ধৈর্যের তিক্ততা মধুর লাগবে এবং ধৈর্যের কষ্ট আনন্দের উপঢৌকন মনে হবে।

ইতিমধ্যে আপনি জেনেছেন, ধৈর্যশীলতা একটি নিরন্তর যুদ্ধ—যার একপক্ষে রয়েছে ধর্ম ও বিবেকের প্রেরণা, অপরপক্ষে আছে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার ফন্দিফিকির। যে এদের কোনো একটিকে অপরটির ওপর বিজয়ী করতে চায়, তার উচিত হবে যেটিকে সে বিজয়ী করতে চায় সেটিকে শক্তিশালী করে তোলা, আর অপরটিকে দুর্বল করে ফেলা। যেমনটা শক্তি সামর্থ্য ও অসুস্থতার মাঝে হয়, একটি শক্তিশালী হলে অপরটি দুর্বল হয়। ধরুন, কারও মনে অবৈধ যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রবল রূপ নিল। এ অবস্থায় পাপ থেকে বাঁচার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে সে। তার যৌনাকাঙ্ক্ষা এতটা প্রবল যে, নিজেকে বিরত রাখা দায়; অথবা সে অন্যায়টা সরাসরি না করলেও মেয়েদের দিকে দৃষ্টিপাত না করে পারে না; কিংবা মেয়েদের দিকে সে তাকায় না, কিন্তু মাথায় সারাদিন যৌনচিন্তা ঘুরপাক খায়, যা সে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং দ্বীন-দুনিয়ার আর কোনো ভাবনাই তার মধ্যে উঁকি দেয় না। যদি সে সত্যিই এই দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় খুঁজে না পায়, সে তাহলে নিচের পরামর্শগুলো মেনে চলতে পারে :

১. যে-সকল খাদ্য যৌনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে তা প্রকার ও পরিমাণ অনুযায়ী খাওয়া কমিয়ে দিতে হবে; সম্ভব হলে সম্পূর্ণরূপে তা পরিহার করতে পারে। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে রোজা রাখতে হবে। কারণ, রোজা মানুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা কমিয়ে দেয় এবং তার শক্তিক্ষয় করে, বিশেষ করে ইফতারের সময় মধ্যপন্থায় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

২. দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। মেয়েদের দিকে তাকানো পরিহার করতে হবে। কারণ, নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত পুরুষের যৌনাকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। রাসূল ﷺ বলেছেন :

النظر سهم مسموم من سهام إبليس

"নজর হচ্ছে ইবলিসের তিরসমূহের মাঝে একটি বিষাক্ত তির।"[৪০]

দৃষ্টি অবনত না করলে সে তির হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে, যা ভয়ংকর পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

---

৪০. *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, মুনযিরি : ৩/৮৬, ইমাম মুনযিরি বলেছেন, এর সনদে আব্দুর রহমান ইবন ইসহাক রয়েছেন। তিনি ওয়াহিল হাদীস, অপর রাবি ইসহাক ইবন আব্দিল ওয়াহিদ আল মাওসিলিকে ইমাম যাহাবি ولا বলেছেন—*মীযানুল ই'তিদাল* : ১/১৯৪; শাইখ আলবানি এই সনদকে দ্বইফুন জিদ্দান বা অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন—*দ্বইফুত তারগীব* : ১১৯৪

৩. সে ব্যক্তি বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে অনুমোদিত যৌনসুখ উপভোগ করতে পারে। আল্লাহ এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেননি, যা মেটানোর জন্য অনুমোদিত কোনো পথ খোলা রাখেননি। এটাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। রাসূল ﷺ এমনটাই নির্দেশ করেছেন।

৪. অবৈধ পথে যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের কারণে দুনিয়ায় যেসব ফাসাদে জড়াতে হবে সে দিকগুলো নিয়ে সে ভাবতে পারে। জান্নাত-জাহান্নামের বিষয় বিবেচনায় না এনেও অবৈধ যৌনাচারের পার্থিব ক্ষতির দিক সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবলে, সে নিজেকে এই পাপ থেকে বিরত রাখতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যৌনাকাঙ্ক্ষা মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

৫. যে নারী তার মাঝে যৌনাকর্ষণ সৃষ্টি করছে, তার কদর্যতা সম্পর্কে ভাবা উচিত। বিশেষত সে নারীর যদি আরও কোনো যৌনসঙ্গী থাকে; কারণ, কুকুর ও নেকড়ের সাথে একই হাউযে পানি পান করা যায় না।

ধর্মীয় মূল্যবোধ শক্তিশালী করা

ধর্ম ও মূল্যবোধের সাথে কামনা-বাসনার চলমান যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য আমারা কিছু হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারি। যেমন :

১. গুনাহের সময় আল্লাহর শক্তি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আল্লাহ সব দেখেন, সব শোনেন। যার অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব উপস্থিত থাকবে, সে নিজেকে গুনাহে নিয়োজিত করতে পারবে না।

২. আমরা যদি দাবি করি, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, তাহলে আমাদের উচিত ভালোবাসার খাতিরে তাঁর অবাধ্য না হওয়া; কারণ, যে যাকে ভালোবাসে সে তার কথা রাখে। যারা আল্লাহকে ভালোবেসে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে আল্লাহর চোখে তাদের মর্যাদা শ্রেষ্ঠতম স্থানে অধিষ্ঠিত; আল্লাহকে ভালোবেসে যারা তাঁর ইবাদাত করে তাদের মতোন। আল্লাহকে ভালোবেসে অন্যায় থেকে বিরত থাকা আর তাঁর শাস্তির ভয়ে অন্যায় থেকে বিরত থাকার মধ্যে অনেক পার্থক্য।

৩. আমাদের উচিত আল্লাহর নিআমাত ও দয়ার কথা ভাবা কোনো ভদ্র ও সজ্জন কখনোই এমন কারও বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না, যে তার প্রতি সবসময় সদয়

আচরণ করেন। শুধু নীচ ও হীন ব্যক্তিদের দ্বারাই এমন কাজ করা সম্ভব। আমরা যদি আল্লাহর দয়া ও আনুকূল্যের কথা একমনে চিন্তা করি, তাহলে আমাদের বিবেক বলবে—তাঁর নির্দেশ অমান্য কবা এবং অন্যায়ে জড়িয়ে যাওয়া নিতান্তই অনুচিত।

৪. আমাদের উচিত আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি সম্পর্কে চিন্তা করা। যে ব্যক্তি নিরন্তর পাপকাজে ডুবে থাকবে আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন। দুর্বল মানুষ তো দূরের কথা, কোনো কিছুই আল্লাহর ক্রোধের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

৫. পাপাচারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে কী হারায়, তা আমাদের ভাবা উচিত। এটুকু ভাবনাই যে যথেষ্ট—পাপী ব্যক্তি ঈমান হারায়, যে ঈমানের সামান্য অণু পরিমাণ অংশও সমগ্র জাহানের চেয়ে বেশি মূল্যবান।

কেবল একটি মুহূর্তের অনুভূতির জন্য কে চাইবে তার মূল্যবান ঈমান নষ্ট করতে? সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন :

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

"ব্যভিচারী ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না।"[৪১]

এই হাদীসটির মন্তব্যে একজন সাহাবা বলেছেন : "ঈমান তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, এমনকি তা তার মাথার ওপরে মেঘের মতো অবশিষ্ট থাকে। যদি সে তাওবাহ করে, তাহলে তা ফিরে আসে।"

৬. শয়তানকে পরাজিত করে তার ওপর আধিপত্য ও বিজয় লাভ করার ইচ্ছে আমাদের থাকা চাই; কারণ, মানবশত্রুকে পরাজিত করার তুলনায় শয়তানকে পরাজিত করার স্বাদ, আনন্দ ও সুখ অনেক বেশি।

৭. আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা সে সমস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কার ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং হারাম থেকে সংযত থাকে।

৮. আমাদের উচিত আল্লাহ তাআলার বিশেষ বন্ধুত্বের কথা মনে রাখা। যেমন আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

৪১. আস-সহীহ, বুখারি : ২৪৭৫; আস-সহীহ, মুসলিম : ১০০(৫৭); আস-সুনান, আবু দাউদ : ৪৬৮৯

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"[৪২]

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ۝

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আর সৎকর্মশীল, আল্লাহ তো তাদেরই সঙ্গে আছেন।"[৪৩]

...وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝

"অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন।"[৪৪]

৯. আমাদের মৃত্যুর কথা সব সময় মনে রাখা উচিত—যা বিনা সতর্কতায় যে-কোনো সময় হাজির হতে পারে।

১০. বিপদ-আপদ ও সুস্থতার ব্যাপারে ভাবতে হবে। কেননা, গুনাহ ও তার ফলাফলই আসল বিপদ আর সুস্থতা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য ও এর প্রতিফল। কাজেই বিপদাক্রান্ত ব্যক্তি তারাই যারা গুনাহগার, যদি-না সুস্থতা অর্জন করে, আর সুস্থ ব্যক্তি তারাই যারা আল্লাহর আনুগত্য করে যদি-না অসুস্থ হয়ে যায়। এ জন্য কোনো এক আলিম বলেছিলেন, "যদি কোনো বিপদগ্রস্ত লোককে দেখো, তাহলে তার জন্য আল্লাহর কাছে সুস্থতার দুআ করো; কেননা, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিরা আল্লাহর অবাধ্যতা, তাঁর সাথে দূরত্ব ও গাফলতি দ্বারা পরীক্ষিত হয়।"

১১. প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধে করার জন্য ধর্মীয় চেতনাকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করা উচিত। একবার যদি প্রবৃত্তিকে পরাজিত করার আনন্দ আস্বাদন করতে পারি তো আমাদের প্রত্যয় ও ইচ্ছেশক্তি বহুগুণে শক্তিশালী হবে।

১২. আমাদের উচিত আল্লাহর নিদর্শনসমূহের ভাবনায় মনকে ব্যস্ত করা। তিনি আমাদের এ ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, চাই সে নিদর্শন কুরআনের ভেতরেই হোক অথবা বাইরের বিপুল বিশ্বচরাচর। প্রতিনিয়ত এ ধরনের ভাবনা আমাদের শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করবে। তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর কালাম, তাঁর নবি ﷺ ও নবি ﷺ-এর সাথিদের কথা না ভেবে মনে শয়তান ও শয়তানের ধ্যানধারণাকে প্রশ্রয় দেয়?

৪২. সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৫৩

৪৩. সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৮

৪৪. সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৬৯

১৩. আমাদের চিন্তা কবা উচিত—পৃথিবীব জীবন কত ক্ষুদ্র। এই পৃথিবীর সমুদয় অর্জনকে সে ব্যক্তি ছাড়া কেউই বড় করে দেখবে না, যার কোনো আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নেই, হৃদয় মৃত এবং উদাসীন। পরকালে এসব মানুষ যখন বুঝবে তার কাজগুলো কোনো উপকারে আসবে না, তখন আফসোস করবে; সে শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। এমনকি যাদের অনেক সৎকাজের সঞ্চয় আছে তাদের মাঝেও অনুতাপেব অনুভূতি জাগবে, যখন বুঝতে পারবে আরও অধিক কিছু অর্জনের ছিল।

১৪. আমাদের জানা উচিত, আল্লাহ্ আমাদের মৃত্যুহীন এক অনন্ত জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এমন জীবন, যেখানে দুঃখ-দুর্দশা নেই, ভয়ভীতি নেই, দারিদ্র্য নেই, নেই কোনো অপূর্ণতা। আছে সহজ সাবলীলতা, আনন্দ উৎফুল্লতা, আছে প্রাচুর্য, আছে গৌরব। আল্লাহ্ আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আখিরাতের অনন্ত জীবনের পূর্বে পরীক্ষার্থী হিসেবে। এ জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মান-অপমান, ঝুঁকি ও নিরাপত্তা একসাথে মিশে আছে। অধিকাংশ মানুষ এই পৃথিবীতেই আনন্দ ও আয়েশের সন্ধান করে। অনেকেই পায় না, যারা পায় তারাও আবার বেশিদিন ভোগ করতে পারে না। নবিজি ﷺ মানুষদের পরকালের অনন্ত সুখের প্রাচুর্যময় জীবনের প্রতি আহ্বান করেছেন। যারা তাঁর ডাকে সারা দেবে তারা উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করবে এ পৃথিবীতে—যে জীবন আমীর-উমারাদের জীবনের চেয়েও সমৃদ্ধ। কারণ, এ জীবনে ত্যাগেই রয়েছে সত্যিকারের ঐশ্বর্য। এটা একজন মুমিনের এমনতর সম্পদ, যে জন্য শয়তান তাকে সর্বাধিক হিংসে করে থাকে।

১৫. অন্তরকে বাতিল থেকে দূরে রাখতে হবে। মনে বাতিল ধারণা এলে তা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। তা থেকে মজা লুটা যাবে না। প্রনিয়ত তা বয়ে বেড়ানো যাবে না। নয়তো তা দেউলিয়া করে ছাড়বে।

শুধু ওপরের বাস্তবতাটুকু জানাই যথেষ্ট নয়। লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্য এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য দরকার কঠোর পরিশ্রম। উত্তম পন্থা হচ্ছে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী অভ্যাসগুলোর শেকল ছিন্ন করা। কারণ, অভ্যাসের দাসত্বই আমাদের সাফল্যের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। আমাদের উচিত ফিতনার স্থান এবং প্ররোচনার পথ পরিহার করা। যেমন নবিজি ﷺ বলেছেন :

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ

"যে কেউ দাজ্জালের কথা শুনবে, তার কাছ থেকে দূরে থাকবে।"[৪৫]

মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, মন্দ কাজে উসকে দেয় এমন-সব জিনিস থেকে দূরে থাকা।

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য শয়তানের একটা পছন্দনীয় কৌশল হচ্ছে, মন্দের মধ্যে কিছুটা ভালো দেখিয়ে মানুষকে সেদিকে আহ্বান করা। মানুষ সেটার নিকটবর্তী হওয়ামাত্র শয়তানের ঘেরাটোপে আটকা পড়ে। কেবল বুদ্ধিমানরাই এটা পূর্ব থেকে আঁচ করতে পারে।

---

৪৫ *আস-সুনান*, আবূ দাঊদ, হা : ৪৩১৯; আবূ বিশর মুহাম্মাদ আদ-দাউলাবি, *আল কুনিয়া ওয়াল আসমা* : ৯৫৮ , শাইখ আলবানি ﷺ-এর মতে সহীহ।

অধ্যায়-৭:

- মানবজীবনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা
- সুখের চেয়ে দুঃখের সময়ে ধৈর্যধারণ সহজ
- ইবাদাতে ধৈর্য
- পাপ পরিহারে ধৈর্য
- প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য
- আয়ত্ত থেকে আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া বিপদে ধৈর্যধারণ

অধ্যায় : ৭

মানবজীবনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদেরকে আল্লাহর কোনো-না-কোনো আদেশ পালন করতে হয়, না-হয় আল্লাহর কোনো-না-কোনো নিষেধ মেনে চলতে হয়, অথবা কখনো আল্লাহর নির্ধারিত অপ্রসন্ন ভাগ্য মেনে নিতে হয়, কিংবা আল্লাহপ্রদত্ত নিআমাতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হয়। উল্লিখিত প্রতিটি পরিস্থিতিতেই ধৈর্যের প্রয়োজন আর তাই মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মানবজীবনে ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের জীবনে অনুকূল বা প্রতিকূল যা-কিছুই ঘটুক না কেন, সর্বাবস্থাতেই ধৈর্যের প্রয়োজন

যে ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য-নিরাপত্তা-ক্ষমতা-সম্পদ এবং শারীরিক সকল চাহিদা পূরণে সমর্থ, তার এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা চিরকাল থাকবে না। তাকে সতর্ক থাকতে হবে, তার এই সৌভাগ্য যেন তাকে উদ্ধত, অহংকারী এবং উদাসীন করে না দেয়, যা আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দের। সময়, সম্পদ ও শক্তির সবটুকু দৈহিক ভোগের পেছনে ব্যয় করাটা উচিত হবে না। কারণ, অতিভোগ শেষ পর্যন্ত দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাকে যাকাত-সাদাকার মাধ্যমে আল্লাহর প্রাপ্য পরিশোধের প্রতি যত্নবান হতে হবে, অন্যথায় আল্লাহ তার সৌভাগ্য ছিনিয়ে নেবেন। অবৈধ (হারাম) পথে অর্থ ব্যয়ে সংযত থাকতে হবে এবং অপছন্দনীয় (মাকরূহ) পথে অর্থ ব্যয়ে সতর্ক হতে হবে।

এই যাবতীয় কাজের জন্য দরকার ধৈর্য; আর বিশ্বাসে শক্তিমান মুমিন (সিদ্দিকীন) ব্যতীত স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে অন্যদের পক্ষে ধৈর্যে অটল থাকা সম্ভব নয়।

সুখের চেয়ে দুঃখের সময়ে ধৈর্যধারণ সহজ

একজন সালাফ বলেন, "মুমিন ও কাফির উভয়েই বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণ করতে পারে, কিন্তু সুস্থতা বা নিরাপত্তার সময় ধৈর্যধারণ করতে পারে একমাত্র সাদিকীনরা।" আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ বলেছেন, "আমাদের যখন দুর্ভাগ্য দ্বারা পরীক্ষা করা হলো, তখন আমরা সবর করলাম। কিন্তু যখন সুখ-সমৃদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করা হলো, তখন সবর করতে ব্যর্থ হলাম।"

আল্লাহ সন্তান, সম্পদ ও স্ত্রীর ফিতনা থেকে সতর্ক করে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ...

"হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ আর তোমাদের সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়।"[৪৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ...

"হে মুমিনগণ, তোমাদের স্ত্রী আর সন্তানদের মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরা তাদের হতে সতর্ক হও।"[৪৭]

যে শত্রুতা ঘৃণা ও সংঘর্ষ থেকে সৃষ্ট, আয়াতটিতে সে রকম শত্রুতার কথা বলা হয়নি। বরং এখানে স্নেহ-মমতার কথা বলা হয়েছে, যা অনেক সময় বাবা-মা'কে বিরত রাখে হিজরত, জিহাদ, জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং দান-সাদাকার মতো দ্বীনী কাজগুলো থেকে।

ইমাম তিরমিযি ﷺ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

"একবার এক ব্যক্তি তাঁকে উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। ইবনু আব্বাস ﷺ তাকে বলেন, মক্কার কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু যখন তারা নবিজি ﷺ-এর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মদিনায় হিজরত করতে চায়, তখন তাদের স্ত্রী ও সন্তানরা তাতে বাধা দেয়। পরবর্তী সময়ে, তারা যখন মদীনায় হিজরত করে দেখল অন্যরা ইতিমধ্যে দ্বীনের তাফাক্কুহ (গভীর জ্ঞান) অর্জন করে ফেলেছে তখন তারা নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের শাস্তি দিতে চাইল। এ সময় আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন : "তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি

---

৪৬. সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩:৯
৪৭. সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪:১৪

তো পরীক্ষা-বিশেষ। সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৪।”[৪৮]

إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ

“নিশ্চয় সন্তান কার্পণ্য ও কাপুরুষতার কারণ”[৪৯]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় স্ত্রী ও সন্তান, মানুষের সাফল্য ও পূর্ণতার পথে কত বড় প্রতিবন্ধক। একদিন নবি ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন হাসান ও হুসাইন ؓ সেখানে লাল জামা পরিহিত অবস্থায় আসলেন। তাঁরা হোঁচট খেতে খেতে হাঁটছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার থেকে নেমে এসে তাদের কোলে তুলে নিলেন এবং নিজের সামনে এনে রাখলেন। অতঃপর বললেন, "মহান আল্লাহ সত্য আল্লাহ্ বলেছেন :

أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

“নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য ফিতনা।”[৫০]

আমি এই দুটো বাচ্চাকে হোঁচট খেতে খেতে হাঁটতে দেখে আর ধৈর্য ধরতে পারিনি, এমনকি আমি আমার কথা বন্ধ করে তাদের উঠিয়ে নিয়েছি।"[৫১] রাসূল ﷺ এমনটা করেছেন কারণ, তিনি শিশুদের ভালোবাসতেন এবং উম্মাহর জন্য শিশুদের প্রতি দয়া ও কোমলতার নজির সৃষ্টি করলেন।

সুসময়ে ধৈর্যধারণ অধিকতর কঠিন। কারণ, তখন আমরা কেমন আচরণ করব তার অনেকগুলো বিকল্প থাকে। কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তির যখন ক্ষুধা মেটানোর খাবার না থাকে তার জন্য ধৈর্যধারণ করা তুলনামূলক সহজ; কারণ, তার ধৈর্য ধরা ছাড়া তো তার কোনো উপায় নেই। কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথে তার ধৈর্যশক্তি নিস্তেজ হতে থাকে (কারণ, এখন তার বিকল্প আছে)। একইভাবে যেখানে নারীর উপস্থিতি নেই, সেখানে যৌন সংযম অধিকতর সহজ।

---

৪৮. *আস-সুনান*, তিরমিযি, হাদীস : ৩৩১৭, হাসান সহীহ।

৪৯. *আল মুসনাদ*, আহমাদ ইবন হাম্বাল : ১৭৫৬২, শাইখ শুআইব আরনাউত্ব ؒ ও তাঁর সঙ্গীদের মতে সনদ দ্বইফ, *আল মুসান্নাফ*, ইবন আবী শাইবা, হা : ৩২১৮০; *আস-সুনান*, ইবন মাজাহ : ৩৬৬৬, বুসিরি ؒ ও শাইখ আলবানি ؒ-এর মতে সহীহ।

৫০. সূরা আল-আনফাল, ৮:২৮

৫১. *আল মুসনাদ*, আহমাদ : ২২৯৯৬; শাইখ শু'আইব আরনাউত্ব ؒ ও তাঁর সঙ্গীদের মতে এর সনদ শক্তিশালী; *আস সুনান*, তিরমিযি : ৩৭৭৪, তাঁর মতে হাসান গারীব; *আস সহীহ*, ইবন হিব্বান : ৬০৩৯

ইবাদাতে ধৈর্য

মানুষ হিসেবে আমাদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে স্বভাবজাত উদাসীনতা রয়েছে, যেমন সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে। আমাদের জন্মগত অলসতাই এটার কারণ। যারা কঠিন মনের, অনেক পাপী, অতিমাত্রায় ভোগবিলাসী, আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন, তারা খুব কমই সালাত আদায় করে। যদিও-বা করে, তা-ও উদাসীনভাবে দ্রুততার সাথে আদায় করে।

যে-কোনো ইবাদাতের প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার ধৈর্য দরকার। শুরুর আগে অবশ্যই আপনার নিয়ত শুধরে নিতে হবে। প্রতিটি ইবাদাতের ক্ষেত্রে আপনার ইখলাস যাচাই করে নিতে হবে এবং লৌকিকতার (রিয়া) খোলস থেকে মুক্ত রাখতে হবে নিজেকে। যখন কোনো ইবাদাতে নিজেকে শামিল করেন, তখন তা সুন্দর করার চেষ্টা করুন। নিয়তে বিশুদ্ধ থাকুন এবং কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার দিকটায় মনোযোগী হোন। কোনো ইবাদাত সম্পন্ন হলে—যেসব কিছু একে মলিন করে দেয়—তা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ আমাদের বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

"হে ঈমানদারগণ, দানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে সে ব্যক্তির মতো ব্যর্থ করে দিও না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে; অথচ সে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়। তার তুলনা সেই মসৃণ পাথরের মতো, যাতে সামান্য কিছু মাটি আছে; অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে ফেলে। তারা স্বীয় কৃতকর্মের ফল কিছুই পাবে না। আল্লাহ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।"[৫২]

তার উচিত নিজের ইবাদাতগুজারীর গৌরব উপলব্ধি থেকে বেরিয়ে আসা, যা অন্যান্য দৃশমান অনেক গুনাহের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। একইভাবে নিজেকে জাহির করার প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

৫২. সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৬৪

পাপ পরিহারে ধৈর্য

নিজেকে অন্যায় থেকে বিরত রাখার সেরা উপায় হলো সমস্ত বদ অভ্যাসগুলো ধ্বংস করা এবং পাপের দিকে আকৃষ্টকারী জিনিসগুলো পরিত্যাগ করা। মানুষের আচরণের ওপর অভ্যাসের প্রবল নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রয়েছে। এই অভ্যাস প্রবৃত্তির সহযোগী হলে শয়তানের দল ভারী হয়। তখন শয়তানের এই দুই গুন্ডার (অভ্যাস ও প্রবৃত্তি) সাথে ধর্ম ও মূল্যবোধের শক্তি লড়াইয়ে পেরে ওঠে না।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য

প্রিয়জনের মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনা, অসুস্থতা, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি—এমন বিভিন্ন মানবিক প্রতিকূলতা মোটামুটি দু-রকমের :

১. নিয়ন্ত্রণাতীত দুর্দশা :

ঝড়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এ-জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেগুলোর পেছনে মানুষের কোনো হাত নেই।

২. আরোপিত দুর্দশা :

অন্যদের হস্তক্ষেপের ফলে সৃষ্ট আপদ। যেমন : অপবাদ, নির্যাতন, বঞ্চনা ইত্যাদি।

❑ নিয়ন্ত্রণাতীত দুর্দশায় আমাদের প্রতিক্রিয়ার ধরনগুলো যেরূপ হতে পারে :

১. অসহায়ত্ববোধ, অসন্তোষ, আতঙ্ক এবং অভিযোগ।

২. ধৈর্য প্রদর্শন—তা হতে পারে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কিংবা মানবীয় গুণ হিসেবে।

৩. স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া এবং এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা। প্রকৃতপক্ষে এটা ধৈর্য থেকেও উচ্চতর অবস্থা।

৪. খুশিমনে ও কৃতজ্ঞচিত্তে পরিস্থিতি গ্রহণ করা। এটা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়ার চেয়েও সমুন্নত অবস্থা; কারণ, এ ক্ষেত্রে সংকটকে অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই পরিস্থিতিতে নিপতিত হওয়ার জন্য আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

❑ অন্যদের আরোপিত দুর্দশায় আমাদের প্রতিক্রিয়ার ধরনগুলো কীরূপ হতে পারে:

১. ভুলে যাওয়া এবং ক্ষমা করে দেওয়ার ইচ্ছে করা।

২. প্রতিশোধ না নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. তাকদীরের লিখন হিসেবে মেনে নেওয়া। যখন এটা বোঝা যায়, যে ব্যক্তি এই ক্ষতিটা করেছে সে জালিম হলেও, যে মহান সত্বা এই তাকদির লিখেছিলেন তিনি তো জালিম নন। এ রকমের ক্ষতির শিকার হওয়া অনেকটা গরম বা শীতে কষ্ট পোহানোর মতো। এই আপদের সংঘটনকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, আর গরম ও শীতকে অভিযোগ দেওয়া তো প্রলাপের নামান্তর। যা-কিছু ঘটে তাকদীর অনুযায়ী ঘটে, যদিও তা ঘটার বহু পথ ও উপায় থাকে।

৪. অন্যায় আচরণকারীর সাথে ভালো ব্যবহার করা। এরকম মনোভাবের অনেক উপকার ও কল্যাণ রয়েছে, যা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পুরোপুরি জানে না।

আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া বিপদে ধৈর্য

যেমন ভালোবাসার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, এর শুরুটা নিজের ইচ্ছের মাধ্যমে হলেও পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বলয়ের বাইরে। অনেকে নিজেই নিজেকে অসুস্থতা ও ব্যথার কারণের হাতে সোপর্দ করে (যেমন : যারা ধূমপান করে বা মদ্যপান করে, এরা নিজেরাই অকল্যাণের পথে চলা শুরু করে) কিন্তু এর পরে এর ফলাফলকে প্রতিরোধ করা আর সম্ভব হয় না। আর অধিক পরিমাণে মাদক গ্রহণ করার পর মাতলামো ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। এ ধরনের আপদের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত, শুরুতেই ধৈর্যধারণ করা এবং এসব থেকে বিরত থাকা।

অধ্যায়-৮ :

- সবচেয়ে কঠিন রকমের ধৈর্য কী?
- কথা ও ব্যভিচারের পাপ পরিহারে ধৈর্য

অধ্যায় : ৮

সবচেয়ে কঠিন রকমের ধৈর্য কী?

কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা কতটা কঠিন, তা নির্ভর করে কাজটি করার সক্ষমতা ও সংকল্পের দৃঢ়তার ওপর। যার খুন, চুরি, মদ্যপান জাতীয় অপরাধ করার ইচ্ছেও নেই, শক্তিও নেই, তার জন্য ধৈর্য ধরাটা সহজ। কিন্তু যার এ ধরনের পাপ করার কুমতলবের সাথে সাথে সামর্থ্যও আছে, তার পক্ষে প্রকৃতই ধৈর্য ধরাটা সত্যিই কঠিন। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কঠিন হলো, অন্যায় ও অত্যাচার থেকে হাত গুটিয়ে রাখা। একজন যুবকের পক্ষে কঠিন হলো ব্যভিচার থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখা। একইভাবে কোনো বিত্তবানের জন্য শারীরিক ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখাটাও কঠিন।

নবিজি ﷺ বলেন :

عجب ربك من شاب ليست له صبوة

"তোমার রব এমন বালককে দেখে বিস্মিত হন, যার মাঝে বালকসুলভ আচরণ নেই।"[৫৩]

অন্য এক হাদীসে নবিজি ﷺ যথার্থ ধৈর্যধারণকারীদের আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় পাওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। এ ধরনের সহিষ্ণু ব্যক্তির উদাহরণ হলো ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও সব অবস্থায় ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয়। সেই যুবক, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করে এবং সে ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে। আর সে, যে

৫৩. কাশফুল খফা, আজলূনি : ১৫৩০, সনদ হাসান।

কোনো সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মেয়ের প্ররোচনাকে উপেক্ষা করে ধৈর্যধারণ করে এবং যে দু-ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মিলিত হয়, তারই সন্তুষ্টির জন্য আলাদা হয়। সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং তা গোপন রাখে, অন্যদের তা বলে বেড়ায় না। সুতরাং একজন বৃদ্ধ ব্যভিচারীর, মিথ্যাবাদী শাসক, বিষম অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তির শাস্তি অধিক হবে। কারণ, এ ধরনের অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য অধিকতর সহজ এবং এ জন্য প্রয়োজন স্বল্প ধৈর্যের। অথচ তাদের হাবভাব থেকে বোঝা যায়, তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে।

কথা ও ব্যভিচারের পাপ পরিহারে ধৈর্য

কথা ও যৌনাচারের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ধৈর্য হচ্ছে সর্বাধিক কঠিন। কথার গুনাহ হলো গীবত করা, অপবাদ দেওয়া, দুজনের মাঝে কলহ সৃষ্টির জন্য মিথ্যা বলা, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে নিজের প্রশংসা করা, অপছন্দের লোকদের অপমান করা, পছন্দের লোকদের প্রশংসা করা। (সত্যি কথা বলতে কী), এসব করতে মজা লাগে, ফুর্তি আসে।

এসব অন্যায় করার জন্য অন্তরের শক্তিশালী আহ্বান যেমন ক্রিয়াশীল, তেমনই জিহ্বার সঞ্চালনও খুব সহজ। ফলে ধৈর্য দুর্বল হয়ে যায়। এ জন্য নবিজি ﷺ মুআয ‎رضي الله عنه‎-কে বললেন : امسك عليك لسانك "তোমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করো।" মুআয ‎رضي الله عنه‎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা যা বলি, সে জন্য কি পাকড়াও করা হবে?" নবিজি ﷺ উত্তর দিলেন : وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم "মানুষের জিহ্বার ফসল ছাড়া আর কিছু কি আছে, যা তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে?"[৫৪]

একবার যখন মুখের কথা অন্যায় অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, ধৈর্য তখন দুরূহ ও অসম্ভবপর হয়ে ওঠে। এ জন্যে অনেককে দেখা যায় যে, তারা রাতভর সালাতে দাঁড়িয়ে থাকে, সারাদিন রোজা রাখে, এমনকি সিল্কের তৈরি বালিশ পর্যন্ত স্পর্শ করে না, কিন্তু জিহ্বাকে লাগামহীন ছেড়ে রেখেছে গীবতচর্চায়, কুৎসা রটনায়, লোকদের মাঝে কলহ সৃষ্টির মতো জঘন্য-সব কাজে। এটা হয়ে থাকে তার বদ অভ্যাসের কারণে।

---

৫৪. হাদীসটির শুরুতে امسك عليك لسانك এর বদলে كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا 'এটা থেকে বেঁচে থাকো' রয়েছে, *আল মুসনাদ*, আহমাদ : ২২০১৭, শাইখ শু'আইব আরনাউত্ব ‎رحمه الله‎ ও তাঁর সঙ্গীদের মতে শাওয়াহিদের কারণে সহীহ; *আস সুনানুল কুবরা*, নাসাঈ : ১১৩৩০; *আল মু'জামুল কাবীর*, তাবারানি : ২৬৬; *আল আদাব*, বাইহাকি : ২৯৫

অধ্যায়-৯:

- আল-কুরআনে ধৈর্য

অধ্যায় : ৯

আল-কুরআনে ধৈর্য

ইমাম আহমাদ ﷺ বলেন, "আল্লাহ কুরআনে নব্বই জাগায় ধৈর্যের উল্লেখ করেছেন।" আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের আলোকে ধৈর্য-সম্পর্কিত কিছু আয়াত এখানে তুলে ধরব :

১. মুমিনদের ওপর ধৈর্যের আদেশ করা হয়েছে :

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

"আর তুমি সবর করো। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফিকেই।"[৫৫]

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ...

"তুমি ধৈর্য ধরে তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকো...।"[৫৬]

২. ধৈর্য বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ :

...وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ...

"আর তাদের জন্য তাড়াহুড়ো কোরো না।"[৫৭]

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا...

"আর তোমরা দুর্বল হোয়ো না এবং দুঃখিত হোয়ো না।"[৫৮]

---

৫৫. সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৭
৫৬. সূরা আত-তূর, ৫২:৪৮
৫৭. সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:৩৫
৫৮. সূরা আল ইমরান, ৩:১৩৯

ধৈর্য

...وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ...

"আর মাছওয়ালা (ইউনুস ﷺ) এর মত (অধৈর্য) হোয়ো না।"[৫৯]

৩. ধৈর্য সাফল্যের সাথে সম্পৃক্ত :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

"হে মুমিনগণ, ধৈর্য অবলম্বন করো, দৃঢ়তা প্রদর্শন করো, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৬০]

৪. ধৈর্যশীলদের পুরস্কার দ্বিগুণ :

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا...

"তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দু-বার দেওয়া হবে যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে...।"[৬১]

...إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

"...আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।"[৬২]

সুলাইমান ইবনু কাসীম বলেন ﷺ : ধৈর্য ব্যতীত বাকি সব সৎকাজের প্রতিদান জানা আছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ "আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।"[৬৩]

৫. ধৈর্য ও ইয়াকীন ধর্মীয় নেতৃত্বের পূর্বশর্ত :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে সৎপথপ্রদর্শন করত যতদিন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল আর আমার

৫৯. সূরা আল-ক্বালাম, ৬৮:৪৮
৬০ সূরা আল ইমরান, ৩:২০০
৬১. সূরা আল- কাসাস, ২৮:৫৪
৬২. সূরা আয যুমার, ৩৯:১০
৬৩. সূরা আয যুমার, ৩৯:১০, এ যেন মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টি।

আয়াতসমূহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।"[৬৪]

৬. ধৈর্য আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জনের পথ :

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"[৬৫]

আবূ আলি আদ-দাফকাক ﷺ বলেন, "ধৈর্যশীলরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিতে উচ্চ মর্যাদা হাসিল করেছে। কেননা, তাঁরা আল্লাহর সঙ্গ লাভ করেছে।"

৭. ধৈর্যশীলদের পুরস্কার তিনগুণ (নিআমাত, রহমত ও হেদায়াত) :

...وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"...ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো। নিশ্চয়ই যারা বিপদকালে বলে থাকে, 'আমরা আল্লাহরই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'। এদের প্রতি রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও করুণা আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[৬৬]

একজন সালাফ বিপদে পড়ার পরার পর বলেন, আমি কেন ধৈর্য ধরব না, যেখানে আল্লাহ আমাকে ধৈর্যের জন্য তিনটি গুণ দানের অঙ্গীকার করেছেন, যার প্রতিটি দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম?"

৮. ধৈর্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ...

"তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো...।"[৬৭]

সুতরাং যে ধৈর্য ধরবে না, সে সাহায্য পাবে না।

---

৬৪. সূরা আস-সিজদাহ, ৩২:২৪
৬৫. সূরা আল-আনফাল, ৮:৪৬
৬৬. সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৫৫-১৫৭
৬৭. সূরা আল-বাকারাহ, ২.৪৫

৯. ধৈর্য ও তাকওয়া আল্লাহর সাহায্যের শর্ত :

بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

"হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তারা (অর্থাৎ শত্রুরা) মুহূর্তের মধ্যে এখানে তোমাদের ওপর এসে পড়ে, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক বিশেষভাবে চিহ্নিত পাঁচ সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।"[৬৮]

এ জন্য নবি ﷺ বলেছেন,

واعلم أن النصر مع الصبر

"জেনে রাখো, সবরের সাথেই সাহায্য রয়েছে।"[৬৯]

১০. ধৈর্য ও তাকওয়া শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রতিরোধক :

...وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ ...

"যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।"[৭০]

১১. জান্নাতে ফেরেশতা কর্তৃক ধৈর্যশীলদের অভিবাদন :

...وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

"...আর ফেরেশতারা সকল দরজা দিয়ে তাদের কাছে হাজির হয়ে সংবর্ধনা জানাবে (এই বলে যে)—তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে। কতই-না উত্তম পরকালের এই ঘর!"[৭১]

---

৬৮ সূরা আ-ল ইমরান, ৩:১২৫

৬৯ *আস সুন্নাহ,* ইবন আবী আসিম : ৩১৫; *আল মু'জামুল কাবীর,* তাবারানি : ১১২৪৩; ড. সা'দ বিন আব্দির রহমান ও ড. খালিদ বিন আব্দির রহমান-এর মতে যঈফ; *আল মুস্তাদরাক,* হাকিম : ৬৩০৪; ইমাম যাহাবি ؒ তালখিসে বলেছেন, রাবি ঈসা বিন মুহাম্মাদ আল কুরাশি নির্ভরযোগ্য নন।

৭০. সূরা আ-ল ইমরান, ৩:১২০

৭১. সূরা রা'দ, ১৩:২৩-২৪

১২. প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমার ধৈর্য উত্তম :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তবে ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ করো, যতটুকু অন্যায় তোমাদের ওপর করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তবে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য অবশ্যই তা উত্তম।"[৭২]

১৩. ধৈর্য বিশাল প্রতিদান ও ক্ষমাপ্রাপ্তির শর্ত :

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

"কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও নেক আমালকারী তারা তো ওরকম নয়। আর এরাই হলো তারা, যাদের জন্য আছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।"[৭৩]

১৪. ধৈর্য দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মানদণ্ড :

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

"আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্য ধারণ করে, আর (অত্যাচারীকে) ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তা অবশ্যই দৃঢ় চিত্ততার কাজ।"[৭৪]

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

"হে বৎস, তুমি নামায কায়িম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[৭৫]

১৫. ধৈর্য সাহায্য ও বিজয়ের পূর্বশর্ত :

...وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ ...

"...এভাবে বানী ইসরাঈলের ব্যাপারে তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে তোমার

---

৭২. সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৬
৭৩. সূরা হূদ, ১১:১১
৭৪. সূরা আশ-শুরা, ৪২:৪৩
৭৫. সূরা লুকমান, ৩১ ১৭

প্রতিপালকের কল্যাণময় অঙ্গীকার পূর্ণ হলো...।"[৭৬]

১৬. ধৈর্য আল্লাহর ভালোবাসা লাভের শর্ত :

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

"কত নবি যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু লোক। তবে আল্লাহর পথে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে, তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।"[৭৭]

১৭. ধৈর্য অধিক নিআমাত লাভের শর্ত :

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

"যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক্ তোমাদের প্রতি! আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠতর—তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। আর সৎ পথে অবিচল ধৈর্যশীল ছাড়া অন্য কেউ তা প্রাপ্ত হয় না।"[৭৮]

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

"এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে, যারা ধৈর্যশীল। এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে, যারা মহা ভাগ্যবান।"[৭৯]

১৮. ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা নিদর্শনের কল্যাণ লাভের শর্ত :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

"তুমি কি লক্ষ করো না যে, নৌযানগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনের কিছু দেখাতে পারেন! এতে অবশ্যই

৭৬. সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৩৭
৭৭. সূরা আ-ল ইমরান, ৩:১৪৬
৭৮ সূরা আল- কাসাস, ২৮:৮০
৭৯. সূরা ফুসসিলাত (হা-মীম সিজদাহ), ৪১:৩৫

প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৮০]

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে হলো সমুদ্রে নির্বিঘ্নে চলমান জাহাজ—পাহাড়ের মতো। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, তো বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। তখন জাহাজগুলো সমুদ্র-পৃষ্ঠে গতিহীন হয়ে পড়বে। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল শুকর আদায়কারীর জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"[৮১]

১৯. আল্লাহ্ কর্তৃক ধৈর্যশীলতার প্রশংসা :

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

"আমি তাকে পেয়েছিলাম পূর্ণ ধৈর্যশীল, কতই-না উত্তম বান্দা, প্রকৃত (আল্লাহ্) অভিমুখী।"[৮২]

কাজেই আল্লাহ্ আইয়ূব ﷺ-এর দৃঢ়তা ও ধৈর্যশীলতার কারণে তাঁকে উত্তম বান্দা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিপদে পড়ে ধৈর্য ধরে না, সে নিকৃষ্ট বান্দা।

২০. ধৈর্যশীলতা প্রকৃত সাফল্যের পরিচায়ক :

আল্লাহ্ সাধারণভাবে বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনে না, হকপন্থীদের সাথে থাকে না এবং সবর করে না, সে ব্যাপক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"[৮৩]

---

৮০. সূরা লুকমান, ৩১:৩১
৮১. সূরা আশ-শুরা, ৪২:৩২-৩৩
৮২. সূরা সাদ, ৩৮:৪৪
৮৩. সূরা আল-আসর, ১০৩:১-৩

এই সূরা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম আশ-শাফিঈ ﵀ বলেন, "এই সূরা নিয়ে যদি সব মানুষ গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করে, তাহলে তা তাদের অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট হবে।"[৮৪]

এ জন্য বান্দার কামালিয়াত নির্ভর করে দুটি শক্তির পূর্ণতার ওপর : ইলমের শক্তি ও আমলের শক্তি। আবার এ দুটির পূর্ণতা নির্ভর করে ঈমান ও নেক আমলের ওপর। এরা যেমন নিজেদের সত্তাগত পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল, তেমনি বাইরের অন্যান্য প্রভাবকের পূর্ণতার ওপরও নির্ভরশীল। যেমন : হক কাজের সুপরামর্শ, সবর করার সুপরামর্শ ইত্যাদি।

২১. রহমতপ্রাপ্ত ও মুক্তিপ্রাপ্তদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ধৈর্যশীলতা :

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

"তদুপরি সে মুমিনদের মধ্যে শামিল হয় আর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। তারাই ডানপন্থী (সৌভাগ্যবান লোক)।"[৮৫]

২২. কুরআনে ইসলাম ও ঈমানের ভিত্তিসমূহের সাথেই ধৈর্যের উল্লেখ :

সালাতের সাথে :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ...

"তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো...।"[৮৬]

সৎকাজের সাথে :

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

"কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও নেক আমালকারী তারা ওরকম নয়।"[৮৭]

তাকওয়ার সাথে :

...إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّـهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

---

৮৪. *মাজমূউল ফাতাওয়া*, ইবন তাইমিয়্যা : ২৮/১৫২
৮৫. সূরা আল-বালাদ, ৯০:১৭-১৮
৮৬. সূরা আল- বাকারাহ, ২:৪৫
৮৭. সূরা হূদ, ১১.১১

"...নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।"[৮৮]

কৃতজ্ঞতার সাথে :

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

"তিনি যদি চান তো বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন, তখন জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে গতিহীন হয়ে পড়বে। অবশ্যই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল শুকর আদায়কারীর জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৮৯]

হকের সাথে :

...وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"...পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"[৯০]

রহমাতের সাথে :

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

"অতঃপর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দান করে।"[৯১]

ইয়াকিনের সাথে :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ মুতাবেক সৎপথ প্রদর্শন করত যতদিন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল আর আমার আয়াতসমূহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল."[৯২]

---

৮৮. সূরা ইউসুফ, ১২: ৯০
৮৯. সূরা আশ-শুরা, ৪২:৩৩
৯০. সূরা আল-আসর, ১০৩:৩
৯১. সূরা আল-বালাদ, ৯০:১৭
৯২. সূরা আস-সিজদাহ, ৩২:২৪

সত্যের সাথে :

...وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

"...সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও সত্যনিষ্ঠ নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও সিয়ামপালনকারী নারী, যৌনাঙ্গের হেফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গের হেফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী—আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।"[৯৩]

আল্লাহ তাআলা ধৈর্যকে তাঁর ভালোবাসা, তাঁর বন্ধুত্ব, তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা এবং তাঁর উত্তম প্রতিদান লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন। সম্মান ও অনুগ্রহের জন্য এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

৯৩. সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৩৫

অধ্যায়-১০:

- আল-হাদীসে ধৈর্য

অধ্যায় : ১০

আল-হাদীসে ধৈর্য

১. বিপদাপদের সময় ধৈর্য ধরা এবং ইন্না লিল্লাহ্ পড়া :

উম্মু সালামাহ্ ﵂ থেকে বর্ণিত :

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "কোনো মুসলিমের ওপর মুসিবত আসলে যদি সে আল্লাহ্ যা হুকুম করেছেন তা—অর্থাৎ 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' ('আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব')—বলার পর এবং এ দুআ পাঠ করে :

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

'হে আল্লাহ, আমাকে আমার মুসীবাতের প্রতিদান দান করুন এবং এর বিনিময়ে এরচেয়ে উত্তম বস্তু দান করুন।'

তবে মহান আল্লাহ্ তাকে এরচেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন।'[৯৪]

উম্মু সালামাহ্ ﵂ বলেন, এরপর যখন আবু সালামাহ্ ইনতিকাল করেন, তখন আমি নিজে নিজে বললাম, "কোন মুসলিম আবু সালামাহ্ থেকে উত্তম? তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি হিজরাত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছেছেন। যাহোক আমি এ দুআগুলো পড়লাম। এরপর মহান আল্লাহ আবু সালামাহ'র বদলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো স্বামী দান করেছেন।"

---

৯৪. *আল-মুসনাদ*, আহমদ : ১৬৩৪৪; *আস-সহীহ্*, মুসলিম : ৯১৮ (৩);

উম্মু সালামাহ্ ﵂ বলেন, আমার নিকট বিয়ের পয়গাম পৌঁছুনোর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত্বিব ইবনু আবূ বালতাআহ্-কে পাঠালেন। আমি বললাম, "আমার একটা কন্যা আছে আর আমি একটু অভিমানী।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "أما بنتها ندعو الله أن يغنيها عنها وادعو الله أن يذهب بالغيرة তার কন্যার জন্যে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব, যাতে তিনি তার সুব্যবস্থা করে দেন। আর (উম্মু সালমাহ্ সম্পর্কে) দুআ করব যেন আল্লাহ্ তার অভিমান দূর করে দেন।"

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিয়ে করেন।

২. সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীর জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ :

আবূ মূসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجعك فيقول ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد

> "যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ্ স্বীয় ফেরেশতাদের বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কবয করেছ।' তারা বলে, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'তোমরা তার কলিজার টুকরাকে কবয করেছ?' তারা বলে, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'সে সময় আমার বান্দা কী বলেছে?' তারা বলে, 'সে আপনার হামদ (প্রশংসা) করেছে ও ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছে।' মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর বানাও, আর তার নাম রাখো, বায়তুল হামদ (প্রশংসা-ভবন)'।"[১৫]

৩. আঘাতের প্রথম চোটেই ধৈর্যধারণ করতে করা উচিত :

আনাস ﵁ বললেন, একবার নবি ﷺ একজন নারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি কবরের পাশে কাঁদছিল। নবি ﷺ তাকে বললেন : "اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো।"

তখন সে বলল, "তুমি আমার বিপদ কি উপলব্ধি করবে?"

---

১৫. *আস-সুনান*, তিরমিযি : ১০২১; তাঁর মতে হাসান গারীব; ইমাম ইবন হাজার আসকালানি ﵀-এর মতে সনদ হাসান—*ফুতুহাতুর রাব্বানিয়্যাহ*, ৩/২৯৬

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন, তখন তাকে বলা হলো তিনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ। তখন তাকে মৃত্যুর মতো ভয় পেয়ে বসল তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহর ﷺ দরজায় এসে হাযির হলো। সে তাঁর দরজায় কোনো দারোয়ান পেল না (তাই সরাসরি ঢুকে গেল)। সে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো আপনাকে চিনতে পারিনি।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ

"সবর তো হয় বিপদ আগমনের প্রথম মুহূর্তে।"

অথবা বলেছিলেন, عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ

"আঘাতের প্রথমেই।"[৯৬]

৪. প্রিয়বস্তু হারানোয় ধৈর্যধারণকারীদের প্রতিদান জান্নাত :

আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'আল্লাহ বলেন,

من أذهبتُ حبيبتَيه فصبر واحتسَب ، لم أرضَ له ثوابًا دونَ الجنةِ

"আমি যে বান্দার কাছ থেকে তার প্রিয় দুটি বস্তু (চোখ) নিয়ে নেওয়ার পর সে সবর করে, তাকে প্রতিদান হিসেবে আমি জান্নাতই দেব।"'[৯৭]

৫. স্বেচ্ছায় ধৈর্যধারণকারী মহিলার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ :

আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ ﷺ থেকে বর্ণিত :

তিনি বলেন, "ইবনু আব্বাস ﷺ আমাকে বললেন : 'আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না?' আমি বললাম : 'অবশ্যই।' তখন তিনি বললেন : 'এই কালো রঙের মহিলাটি, সে নবি ﷺ-এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল: আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমি উন্মুক্ত হয়ে যাই। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। নবি ﷺ বললেন :

ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك

'তুমি যদি চাও, তো ধৈর্যধারণ করতে পারো—তোমার জন্য আছে জান্নাত। আবার

৯৬. *আস-সহীহ, মুসলিম* : ৯২৬ (১৫)
৯৭. *আস-সুনান, তিরমিযি* : ২৪০১; তাঁর মতে হাসান সহীহ; *আস-সহীহ, ইবন হিব্বান* : ২৯৩০

তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন তোমাকে সুস্থ করেন।'

স্ত্রীলোকটি বলল : 'আমি ধৈর্যধারণ করব। সে আরও বলল : 'ওই অবস্থায় আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। তাই দুআ করুন, যেন আমি উলঙ্গ না হই।' নবি ﷺ তার জন্য দুআ করলেন।"[৯৮]

৬. কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্যশীলতা আম্বিয়া কেরামদের বৈশিষ্ট্য :

আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত :

তিনি বলেন, নবি ﷺ একবার কিছু সম্পদ বণ্টন করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এ তো এমন ধরনের বণ্টন, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়নি। অতঃপর আমি নবি ﷺ কে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন,

رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر

"আল্লাহ মূসা ﵇-এর প্রতি রহম করুন, তাঁকে এরচেয়ে অনেক বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"[৯৯]

৭. একটি কাঁটা বিদ্ধ হলেও তার বিনিময়ে ধৈর্যশীল ব্যক্তির পাপ মোচন করা হয় :

আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ ও আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه

"মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফোটে—এ সবকিছুর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।"[১০০]

৮. কাঁটার চেয়ে নগণ্য আঘাতের বিনিময়েও ধৈর্যশীলের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় :

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

---

৯৮. আস-সহীহ, বুখারি : ৫৬৫২; আস-সহীহ, মুসলিম : ২৫৭৬
৯৯. আস-সহীহ, বুখারি, হা : ৩৪০৫
১০০. আস-সহীহ, বুখারি : ৫৬৪১; আস-সহীহ, মুসলিম : ২৫৭৩

ما من مصيبة تصيب المسلم الا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها

"মুসলিম যে বিপদেই আক্রান্ত হোক, এর দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ মোচন করেন, এমনকি তা যদি একটা কাঁটাও বিঁধে তবুও।"[১০১]

৯. কষ্ট বা রোগ-ব্যাধিতে ধৈর্য ধারণকারীর গুনাহগুলো ঝরে যায় :

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত :

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম এবং বললাম : "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, " أجل اني لأوعك كما يوعك رجلان منكم হ্যাঁ, আমি এমন কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হই, যা তোমাদের দুজনের হয়ে থাকে।" আমি বললাম : "এটা এ জন্য যে, আপনার জন্য বিনিময়ও দ্বিগুণ।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, " نعم والذي نفسي بيده ما على الارض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه الا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها হ্যাঁ, যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, দুনিয়ায় যে-কোনো মুসলিমের ওপর রোগ-ব্যাধির কষ্ট বা অনুরূপ কিছু আপতিত হলে আল্লাহ তাঁর গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়।"[১০২]

১০. দুঃখে-কষ্টে নবিজি ﷺ ছিলেন সর্বাধিক ধৈর্যশীল মানুষ :

আয়িশা ﵂ বলেন,

ما رأيت الوجع اشد منه على رسول الله

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি রোগযন্ত্রণা ভোগকারী অন্য কাউকে দেখিনি।[১০৩]

১১. পূর্ববর্তী উম্মাতের অপরিসীম ধৈর্যের নমুনা :

খাব্বাব ইবনু আরাত ﵁ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (মক্কায় আমাদের কষ্টের ব্যাপারে) অভিযোগ পেশ করলাম। তখন তিনি কা'বাঘরের ছায়ায় তাঁর চাদরে

---

১০১. *আস-সহীহ*, বুখারি : ৫৬৪০; *আস-সহীহ*, মুসলিম : ২৫৭২ (৪৯)
১০২. *আস-সহীহ*, বুখারি : ৫৬৬০; *আস-সহীহ*, মুসলিম : ২৫৭১
১০৩. *আস-সহীহ*, বুখারি : ৫৬৪৬; *আস-সহীহ*, মুসলিম : ২৫৭০

ঠেস দিয়ে বসেছিলেন আমরা বললাম, "আমাদের জন্য কি (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাইবেন না? আমাদের জন্য কি আল্লাহর কাছে দুআ করবেন না?" তিনি বললেন :

قد كان مَن قبلكم ، يؤخذ الرجلُ فيحفرُ له في الأرض ، فيجعل فيها ، فيجاء بالمنشارِ فيوضع على رأسِه فيجعلُ نصفين ، ويمشط بأمشاطِ الحديدِ ما دون لحمه وعظمه ، فما يصدُّه ذلك عن دينه ، واللهِ لَيَتِمَّنَّ هذا الأمرَ ، حتى يسير الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرمَوت ، لا يخاف إلا الله ، والذئبَ على غنمِه ، ولكنكم تستعجلون

"তোমাদের পূর্বের যুগে একজন ব্যক্তিকে (তাঁর ঈমানের জন্য) গর্ত খুঁড়ে তাতে নিক্ষেপ করা হতো। তারপর করাত এনে মাথার ওপর রাখা হতো এবং তাকে দু-টুকরো করে ফেলা হতো। লোহার শলাকা দিয়ে তার হাড্ডি থেকে মাংস খসানো হতো। তা সত্ত্বেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারত না। আল্লাহর কসম, এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে সানআ থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না এবং নিজের মেষপালের জন্য বাঘের ভয় থাকবে; কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।"[১০৪]

১২. আবূ তালহা ﵁-এর স্ত্রীর ধৈর্যের বিরল দৃষ্টান্ত এবং বরকত লাভ :

আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন,

"আবূ তালহা ﵁-এর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল এরপর তার মৃত্যু হলো। তখন আবূ তালহা ﵁ বাড়ির বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখলেন, ছেলেটি মারা গেছে, তখন তিনি তাকে প্রস্তুত করলেন (গোসল করালেন, কাফন পড়ালেন) এবং ঘরের এক কোণে রেখে দিলেন। আবূ তালহা ﵁ বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলের অবস্থা কেমন? স্ত্রী জবাব দিলেন, তার আত্মা শান্ত হয়েছে এবং আশা করি সে এখন আরাম পাচ্ছে। আবূ তালহা ভাবলেন তাঁর স্ত্রী সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন করলেন এবং ভোরে গোসল করলেন। তিনি বাইরে যেতে উদ্যত হলে স্ত্রী তাঁকে জানালেন, ছেলেটি মারা গেছে। অতঃপর তিনি নবি ﷺ-এর সঙ্গে (ফজরের) সালাত আদায় করলেন। এরপর নবি ﷺ-কে তাঁদের রাতের ঘটনা সম্পর্কে জানালেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন : 'لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ রাতে বরকত দেবেন।'"

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ﵀ বলেন, 'একজন আনসারী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আমি

১০৪. *আস-সহীহ,* বুখারি : ৩৬১২,৬৯৪৩; *আস-সহীহ,* ইবন হিব্বান : ৬৬৯৮

আবূ তালহা দম্পতির নয় জন সন্তান দেখেছি, তাঁরা সবাই কুরআনের কারী।[১০৫]

১৩. পূর্ববর্তী এক ধৈর্যশীল নবির মহানুভবতা :

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ ﵁ বলেন, "আমি যেন লক্ষ করছিলাম যে, নবি ﷺ কোনো এক নবির কথা বর্ণনা করেছেন, যাকে তাঁর কওম প্রহার করে রক্তাক্ত করে ফেলে, আর তিনি আপন চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন ও বলছেন : رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. হে রব, তুমি আমার কাওমকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তারা জানে না।"[১০৬]

১৪. ধৈর্যশীলদের জন্য জ্বর পাপরাশি মোচনকারী :

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন উম্মু সায়িব কিংবা উম্মুল মুসাইয়্যাব ﵂-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'مالك ترفرفين তোমার কী হয়েছে, কাঁদছ কেন?' তিনি বললেন, 'الحمى لا بارك الله فيها ভীষণ জ্বর, আল্লাহ এতে বরকত না দিন।' তখন তিনি ﷺ বললেন,

لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد

তুমি জ্বরকে গালমন্দ কোরো না। কেননা, জ্বর আদমসন্তানের পাপরাশি মোচন করে দেয়, যেভাবে হাপর লোহার খাদ দূরীভূত করে'।"[১০৭]

১৫. মুমিন সকল অবস্থায় ধৈর্যশীল এবং আল্লাহর প্রশংসাকারী :

ইব্‌নু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছোট মেয়ের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উঠিয়ে নিয়ে বুকের সাথে মিলালেন। তারপর নিজের হাত তার ওপরে রাখলেন। এরপর তার মৃত্যু হলো আর সে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ছিল। উম্মে আয়মান কেঁদে উঠলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন,

يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكِ

হে উম্মে আয়মান, তুমি কাঁদছ অথচ রাসূলুল্লাহ তোমার সামনে উপস্থিত রয়েছেন?'

---

১০৫ *আস-সহীহ*, বুখারি : ১৩০১

১০৬ *আস-সহীহ*, বুখারি, হা : ৬৯২৯; *আস-সহীহ*, মুসলিম : ১৭৯২ (১০৫), এখানে নূহ ﵇-এর কথা বলা হয়েছে, দেখুন—*ফাতহুল বারী লি ইবন হাজার* : ৬/৫২১, দারুল মা'রিফাহ

১০৭. *আস-সহীহ*, মুসলিম : ২৫৭৫; *আস-সহীহ*, ইবন হিব্বান : ২৯৩৮

তিনি বললেন, 'আমি কেন কাঁদব না যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং কাঁদছেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

'আমি স্বেচ্ছায় কাঁদছি না; বরং যে অশ্রুর ধারা তুমি দেখছ তা হলো আল্লাহ তাআলার রহমত-বিশেষ।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মুমিন সর্বাবস্থায় ভালো থাকে, তার পার্শ্বদ্বয় থেকে আত্মা বের করা হয় অথচ তখনো সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতে থাকে'।"[১০৮]

১৬. যে যত নেককার সে তত বেশি পরীক্ষিত হয় :

আবূ সাঈদ আল খুদরি ﵁ বলেন, "আমি নবি ﷺ-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি জ্বরাক্রান্ত ছিলেন। আমি কাপড়ের ওপর দিয়ে তাঁর গায়ে হাত রেখে জ্বরের তীব্রতা অনুভব করলাম। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার জ্বরের তীব্রতা এত বেশি!'

তিনি বললেন,

إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ

'এভাবেই আমাদের জন্য বিপদ-আপদ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয় আবার এর প্রতিদানও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কাদের সবচাইতে কঠিন বিপদে ফেলা হয়?'

তিনি বললেন, 'الْأَنْبِيَاءُ নবিগণকে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরপর কারা?'

তিনি বললেন,

ثُمَّ الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا وَإِنْ

১০৮. *আস সুনানুল কুবরা*, নাসাঈ : ১৯৮২; এই সনদে আ'তা বিন আস সাইয়িব আছে, যাকে নিয়ে কালাম রয়েছে। তবে শাইখ আলবানি ﵀ সহীহ্ সাব্যস্ত করেছেন—*সহীহুন নাসাঈ*: ১৮৪২

كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ

'এরপর নেককারদের ওপর। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র্য পীড়িত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে পরিধানের কম্বলটি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাদের কেউ বিপদে এত শান্ত ও উৎফুল্ল থাকে, যেমনটা তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে'।"[১০৯]

১৭. রোগাক্রান্ত সময় গুনাহের সময়ের ক্ষতি পূরণ করে :

আবু আইয়্যুব আনসারি ﷺ বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক আনসারিকে অসুস্থাবস্থায় দেখতে গিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সেই সাহাবি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, নয় দিন যাবৎ ঘুমোতে পারিনি।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

أي أخي أصبر أي أخي أصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها

'ভাই আমার, ধৈর্য ধরো। ভাই আমার, ধৈর্য ধরো। যদি তা করতে পারো তাহলে যেভাবে (সহজে) গুনাহ করেছিলে সেভাবেই গুনাহমুক্ত হয়ে যাবে।'

এরপর তিনি আরও বললেন,

ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا

'অসুস্থ অবস্থার সময়গুলো গুনাহের সময়গুলোকে (আমলনামা থেকে) মুছে দেয়'।"[১১০]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اذا مرض لعبد ثلاث أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

"যখন বান্দা তিন দিন ধরে অসুস্থ থাকে, তখন তার থেকে গুনাহ এভাবে দূর হয়ে যায়, যেভাবে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।"[১১১]

---

১০৯. *আস সুনান*, ইবন মাজাহ : ৪০২৪; ইমাম বুসিরি ﷺ-এর মতে এর সনদ সহীহ, রিজাল সিকাহ, দেখুন: শাইখ ফুওয়াদ আল বাকি'র তা'লিক; *আল মু'জামুল আওসাত*, তাবারানি : ৯০৪৭; ইমাম হাকিম ﷺ-এর মতে ইমাম মুসলিম ﷺ-এর শর্তে সহীহ—*আল মুস্তাদরাক* : ৪/৩০৭

১১০. *আল মারদ ওয়াল কাফফারাত*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ৩৪, *শু'আবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৯৯২৫; শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি ﷺ-এর মতে অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনা—*যঈফুত তারগীব*. ১৯৯৩

১১১ *আল মারদ ওয়াল কাফফারাত*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ৬১; *আল মু'জামুস সগীর*, তাবারানি : ৫১৯; শাইখ আলবানি ﷺ-এর মতে অত্যন্ত দুর্বল—*সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বঈফা* : ২৭১২

অধ্যায়-১১:

- সাহাবাদের মধ্যে ধৈর্যের গুণাগুণ
- উরওয়াহ্ ইবনুল যুবাইর ﷺ-এর ঘটনা
- উত্তম ধৈর্য এবং আতঙ্ক

অধ্যায় : ১১

সাহাবাদের মধ্যে ধৈর্যের গুণাগুণ

আবূস সাফার থেকে বর্ণিত, আবূ বাকর ﵁ অসুস্থ ছিলেন। কিছু লোক তাঁকে দেখতে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : "আপনার জন্য কি ডাক্তার ডাকব না?" আবূ বাকর ﵁ বললেন : "ডাক্তার তো আমাকে দেখেছেন।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন: "ডাক্তার কী বলেছেন?" আবূ বাকর ﵁ জানালেন : "তিনি বলেছেন, 'আমার যা ইচ্ছে আমি তা-ই করি'।" (অর্থাৎ আল্লাহ তার ডাক্তার এবং মানুষের সুস্থতা-অসুস্থতা তাঁর ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল)।"[১১২]

উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, "আমরা যেসব জীবনোপকরণ পেয়েছি তার মাঝে ধৈর্য সর্বোত্তম। যদি ধৈর্য মানুষের রূপ পেত, তাহলে সে হতো একজন সম্মানিত ব্যক্তি।"[১১৩]

আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ বলেন, "ঈমানের সাথে ধৈর্যের সম্পর্ক দেহের সাথে মাথার সম্পর্কের মতো। মাথা কাটা পড়লে দেহের মৃত্যু হয়ে যায়।" তারপর তিনি উঁচুস্বরে বলেন, "নিশ্চয় যার ধৈর্য নেই তার ঈমান নেই।"[১১৪] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, "ধৈর্য হচ্ছে বাহনের মতো তা থেকে পড়ে যেয়ো না।"[১১৫]

উমার ইবনু আব্দুল আজীজ ﵀ বলেন, "আল্লাহ তার বান্দাকে কোনো নিআমাত

---

১১২. *আয যুহদ*, আহমাদ ইবনু হাম্বাল : ৫৮৭; *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, আবূ নুআইম আল আসবাহানি : ১/৩৪

১১৩. *আস সবর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ৬

১১৪. *আস সবর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ৮; *আল মুসান্নাফ*, ইবন আবী শাইবাহ : ৩০৪৩৯; *শু'আবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৪০, ৯৭১৮; *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, আবূ নু'আইম : ১/৭৫-৭৬; *আয যুহদ*, ওয়াকি : ১৯৯

১১৫ আলি ﵁ থেকে মুসনাদ আকারে বর্ণিত হয়নি। দেখুন : ইমাম কুশাইরি ﵀ -এর *রিসালাহ* : ২৫৬; *আত তামসিল*, সা'লাবি : ৩০

দেওয়ার পর তা ছিনিয়ে নিয়ে কেবল ধৈর্যের মাধ্যমেই তার ক্ষতিপূরণ করেন না; বরং তিনি যা-কিছু ছিনিয়ে নেন, তারচেয়ে আরও উত্তম কিছুর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করেন।"[১১৬]

উরওয়াহ ইবনুল যুবাইর ﵀-এর ঘটনা

উরওয়াহ ইবনুল যুবাইর ﵀ এসেছিলেন খলিফা আল-ওয়ালিদ বিন আব্দিল মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করতে। সাথে ছিল সে সময়ের সবচেয়ে সুদর্শন যুবক, তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ। যুবকটির পরনে ছিল অভিজাত পোশাক, মাথার চুল ছিল দু-দিকে সিঁথি কাটা। ওয়ালিদ যুবকের দিকে তাকিয়ে বলেছিল : "কুরাইশের যুবকরা দেখতে এমনই হয়।" এই কথা বলে সে তার প্রতি বদনজর হানে। যুবকটি সেই স্থান ত্যাগ করার আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর চলে যাওয়ার সময় আস্তাবলে ঘোড়া প্রস্তুতকালে ঘোড়া থেকে পড়ে যায় এবং ঘোড়া তাকে পদদলিত করে মেরে ফেলে। তারপর উরওয়ার পায়ে পচন ধরে এবং ওয়ালিদ তাঁর কাছে ডাক্তার পাঠায়। ডাক্তাররা তাকে পরামর্শ দেয়, পা কেটে ফেলতে হবে নয়তো পচন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে এবং সে মারা যাবে। উরওয়াহ রাজি হলে ডাক্তাররা করাত দিয়ে পা কাটতে শুরু করে। করাত যখন হাড়ে গিয়ে পৌঁছুল তখন উরওয়াহ বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরল তখন তার সারা শরীর ঘর্মাক্ত ছিল। তিনি বারবার পড়ছিলেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। অস্ত্রপাচার সম্পন্ন হওয়ার পর কর্তিত পা হাতে তুলে তাতে চুমু খেলেন এবং বললেন, "আমি সেই একক সত্তার শপথ করছি, (এই পায়ে) আমি কখনো খারাপ কাজে যাইনি বা আল্লাহ অপছন্দ করেন এমন কোথাও যাইনি।" তারপর সে নির্দেশ দিলেন পা-টাকে ধুয়ে সুগন্ধী মেখে কাপড়ে মুড়িয়ে কোনো মুসলিম কবরস্থানে দাফন করার জন্য।

উরওয়াহ যখন আল-ওয়ালিদের কাছে থেকে মদীনায় ফিরে এলেন তখন তার আত্মীয়-স্বজন শহরের সীমান্তে তার সাথে সাক্ষাতে আসতে থাকল এবং সান্ত্বনা জানাল। প্রত্যুত্তরে তিনি শুধু কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন :

...لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَـٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

'আমরা আমাদের এই সফরে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'[১১৭]

১১৬. *আর রিসালাহ*, কুশাইরি : ২৫৮

১১৭. সূরা আল-কাহফ, ১৮:৬২

অতঃপর জানালেন, তিনি মদীনায় প্রবেশ করবেন না; কারণ, সেখানকার লোকেরা হয়তো কারও দুর্দশায় নিয়ে মজা করে, না-হয় অন্যদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়। সুতরাং তিনি আল-আকীকে বসবাস করতে লাগলেন। ঈসা ইবনু তালহা তাকে দেখতে আসলেন। তিনি বললেন, তোমার শত্রুরা ধ্বংস হোক এবং তার ক্ষতস্থান দেখতে চাইলেন। উরওয়াহ তার কাটা-পা দেখালেন। ঈসা বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে যুদ্ধে উসকে দিতে আসিনি। আল্লাহ আপনার অধিকাংশ শরীরকে রক্ষা করেছেন। আপনার মনোবল, আপনার জবান, আপনার দৃষ্টিশক্তি, দুটো হাত এবং একটি পা আল্লাহ হেফাযত করেছেন। উরওয়াহ তাকে বললেন, "আপনার মতো করে আর কেউ আমাকে সান্ত্বনা দেয়নি।"

অস্ত্রপাচারেব আগে ডাক্তাররা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ব্যথ্যানাশক হিসেবে সে মাদক গ্রহণ করবে কি না। তিনি জবাবে বলেছিলেন, "আল্লাহ যেখানে আমার সহ্যক্ষমতা কতটুকু তার পরীক্ষা নিচ্ছেন, সেখানে কী করে আমি তার অবাধ্য হই!"[১১৮]

উত্তম ধৈর্য এবং আতঙ্ক

মুজাহিদ ﵀ বলেন, "উত্তম ধৈর্য (সবরুন জামিল) হচ্ছে সেই ধৈর্য, যে ধৈর্যে কোনো আতঙ্ক থাকে না।" [১১৯]

আমর ইবনু কায়েস ﵀ বলেন, "সুন্দর (সবরুন জামিল) ধৈর্য হচ্ছে দুর্যোগে সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর ইচ্ছের কাছে আত্মসমর্পণ করা।"[১২০]

ইউনুস ইবনু ইয়াজিদ ﵀ বলেন, "আমি রাবিআ ইবন আবী আবদির রহমানকে জিজ্ঞাসা করলাম, ধৈর্যের চূড়ান্ত রূপ কী?" তিনি বলেন, "বিপদগ্রস্ত অবস্থায় বাহ্যিক দিক থেকে ঠিক তেমন থাকা, বিপদ আসার আগে যেমনটা ছিল।"[১২১] (এর অর্থ এই নয় যে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কষ্ট অনুভব করবে না। এই উদাহরণের অর্থ হচ্ছে বিপদে আতঙ্কিত না হওয়া এবং অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকা।)

উত্তম ধৈর্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কাইস ইবনুল হাজ্জাজ ﵀ বলেন, "বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি লোকদের মাঝে এভাবে থাকবে যে, তাকে (তার বিপদের জন্য) পৃথকভাবে চেনা যাবে না।"[১২২]

---

১১৮. *আত তারিখ*, আবু যুরআ আদ দিমাশকি : ১/২৫৫; *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, আবু নু'আঈম : ১/৩৫৫
১১৯. *আত-তাফসীর*, তাবারি : ১২/১৬৬
১২০. *আস সবর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ১১৬
১২১. *আস সবর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ১১৪
১২২. *আস সবর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ১১৫

অধ্যায়-১২:

- প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ

অধ্যায় : ১২

প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ

প্রিয়জনের মৃত্যু মানুষকে শোকে বিহ্বল করে দেয় এবং মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রথা প্রিয় হারানোর বেদনাকে আরও গভীর করে তোলে। মাতম করা, বিলাপ করা এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলার মতো অন্ধকার যুগের প্রসিদ্ধ প্রথা এখনো টিকে আছে মুসলিমদের মধ্যে। এ ধরনের আচরণ ইসলামে বৈধ নয়। জীবনের অন্যান্য দুঃখ-কষ্টের মতো প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনাও ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করা উচিত।

কেউ মারা যাওয়ার আগে-পরে বা মৃত্যুর সময় নিচু স্বরে কাঁদা বা নীরবে অশ্রু বর্ষণ করার অনুমতি আছে। তবে ইমাম শাফিঈ ﵀ ও তাঁর অধিকাংশ সাথির মতে মৃত্যুর পরে কাঁদা মাকরূহ। তবে আত্মা দেহ ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত কান্নাকাটি করা অনুমোদিত।[১২৩]

বিশুদ্ধ মত হচ্ছে মৃত্যুর আগে বা পরে কান্নাকাটি করা বৈধ। এর প্রমাণ রয়েছে জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﵁ বর্ণিত এই হাদীসে,

"আমার বাবা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলে আমি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরানোর পর কান্না শুরু করি। লোকজন আমাকে কান্না থামাতে বললেও নবিজি ﷺ থামাতে বললেন না। এরপর আমার চাচি ফাতিমাও কাঁদতে শুরু দিলে নবিজি ﷺ বলেন,

تَبْكِينَ أَوْ لاَ تَبْكِينَ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ

'তোমরা কাঁদো আর না-কাঁদো সেটা বিষয় না, ফেরেশতারা তার আত্মা নিয়ে উর্ধ্বে

---

১২৩. *আল উম্ম*, মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফিঈ : ১/২৭৯, *রাউদাতুত তালিবীন* : ২/১৪৫

আরোহণের আগ পর্যন্ত তাকে নিজেদের ডানা দিয়ে ছায়া দেবে।'"[১২৪]

ইবনু আব্বাস ﵄ বর্ণনা করেন : "যখন নবিজি ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়্যা মারা গেলে মহিলারা কান্না জুড়ে দেন, আর উমার ﵁ তাদের থামাতে বেত্রাঘাত শুরু করেন। নবিজি ﷺ তাকে বলেন,

دعهن يا عمر يبكين وإياكن ونعيق الشيطان ثم قال انه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة وما كان من اليد ومن اللسان فمن الشيطان

'হে উমার, তাদের একা ছেড়ে দাও এবং তাদের কাঁদতে দাও।' আর মহিলাদের বলেন, 'তোমরা শয়তানী কান্না থেকে বিরত থেকো। এ বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। চোখ ও হৃদয় থেকে যা উৎসারিত হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং রহমত থেকে হয়। কিন্তু যা হাত ও মুখ থেকে (উৎসারিত হয়), তা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।'[১২৫]

বেশ কিছু সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে : প্রিয়জনের মৃত্যুতে রাসূল ﷺ নিজে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। রাসূল ﷺ তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করতে গিয়ে কেঁদেছেন, যা অন্যদেরও কাঁদিয়েছিল। উহুদ যুদ্ধের শহীদ উসমান ইবনে মাদঊনকে ﵁ কবরস্থ করার সময় রাসূল ﷺ তাকে চুমু দেন এবং উসমানের মুখে রাসূল ﷺ-এর অশ্রু ঝরে পড়ে। মু'তার ময়দানে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাফর ﵁ এবং তার সাথিদের মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হলে তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

অন্য একটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় হযরত আবু বাকর ﵁ রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁকে চুমু খাওয়ার সময় কীভাবে কান্নাকাটি করেছেন তার বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং যে হাদীসে কান্না করতে বারণ করা হয়েছে, সেখানে কান্নাকে 'বিলাপ' এবং 'মাতম'-এর অর্থে গ্রহণ করতে হবে

---

১২৪. *আস-সহীহ*, বুখারি : ১২৪৪; *আস-সহীহ*, মুসলিম : ২৪৭১

১২৫ *আল মুসনাদ*, আহমাদ : ২০৪৮; শাইখ আহমাদ শাকির ﵀-এর মতে সনদ সহীহ, তাঁর তাহকিককৃত *মুসনাদু আহমাদ* : ৫/৪১; *আল জামিউস সগীর*, সুয়ুতি : ৪২০১, সনদ সহীহ

অধ্যায়-১৩:

- ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক

অধ্যায় : ১৩

ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক

ঈমানের অর্ধেক ধৈর্য এবং বাকি অর্ধেক কৃতজ্ঞতা। এই কারণে আল্লাহ তাআলা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন :

...إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

"...নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন।"[১২৬]

ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক এবং কৃতজ্ঞতা বাকি অর্ধেক হওয়ার তাৎপর্য কী, সে বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. কথা, কাজ এবং ইচ্ছের সম্মিলিত রূপকে ঈমান বলা হয়। এর ভিত্তি দুটো বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত—কর্মসম্পাদন করা বা কর্মসম্পাদন থেকে বিরত থাকা। কর্মসম্পাদন বলতে বোঝায় আল্লাহর নির্দেশসমূহ মেনে চলা, যা কৃতজ্ঞতার বাস্তব প্রকাশ। কর্মসম্পাদন থেকে বিরত থাকার মানে আল্লাহ যেসব কাজ নিষেধ করেছেন সেসব কাজ না করা, এ জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। সমগ্র ধর্মের ভিত্তিই এই দুটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত—আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা মেনে চলা, এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

২. ঈমানের স্তম্ভ দুইটি—বিশ্বাস ও ধৈর্য, যা নিচের আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝

১২৬. সূরা ইবরাহীম, ১৪:৫ ; সূরা লুকমান, ৩১:৩১ ; সূরা সাবা, ৩৪:১৯ ; সূরা আশ-শুরা, ৪২:৩৩

"আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ মুতাবেক সৎপথ প্রদর্শন করত, যতদিন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল আর আমার আয়াতসমূহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।"[১২৭]

বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে বা পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে জানতে পারি এবং ধৈর্যের মধ্য দিয়ে আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারি; আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে পারি। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে ঈমানের অর্ধেক হলো ধৈর্য, আর অর্ধেক কৃতজ্ঞতা।

৩. মানুষমাত্রই দুটি শক্তির অধিকারী। কোনোকিছু করার শক্তি এবং বিরত থাকার শক্তি—যা তার সকল আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ কারণে মানুষ যা পছন্দ করে তা করে এবং যা অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকে। ধর্মের সামগ্রিক কাঠামোর ভিত দাঁড়িয়ে আছে করা আর না-করার ওপর। আল্লাহ্ যা করতে বলেছেন তা করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। করা বা বিরত থাকা কোনোটাই সম্ভব নয় ধৈর্যের অন্তর্নিহিত শক্তি ছাড়া।

৪. আশা ও ভয় হচ্ছে গোটা ধর্মের সারবস্তু। মুমিন আশায় বুক বাঁধে আবার ভয়ে কম্পমান থাকে। আল্লাহ্ বলেন :

...وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ۝

"তারা আমাকে ডাকত আশা নিয়ে ও ভীত হয়ে, আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী।"[১২৮]

নবিজি ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করতেন :

اللهم انى أسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك وفوضت امرى اليك وألجأت ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك

"হে আল্লাহ ,আমি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দিলাম। আমার যাবতীয় বিষয় আপনার কাছেই সোপর্দ করলাম ,আমার চেহারা আপনার দিকেই ফিরালাম, আর আমার পৃষ্ঠদেশ আপনার দিকেই ন্যস্ত করলাম—আপনাত প্রতি অনুরাগী হয়ে এবং আপনার ভয়ে ভীত হয়ে।"[১২৯]

---

১২৭. সূরা আস-সাজদাহ, ৩২:২৪

১২৮. সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৯০

১২৯. *আস-সহীহ*, বুখারি : ৬৩১৩; ৭৪৮৮; *আস-সহীহ*, মুসলিম ২৭১০

সুতরাং মুমিন বান্দা একই সাথে আশাবাদী এবং ভীতসন্ত্রস্ত, কিন্তু আশা এবং ভয়ের উৎস হবে কেবল ধৈর্য। ভয় মানুষকে সহনশীল হতে শেখায় এবং আশা মানুষকে কৃতজ্ঞ হতে উৎসাহ যোগায়।

৫. আমাদের প্রতিটি কাজের দ্বারাই দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারিত হয়; অথবা শুধু দুনিয়াতে কল্যাণ বয়ে আনে অথচ আখেরাতে তা অকল্যাণকর। কিন্তু আমাদের যথার্থ সিদ্ধান্ত হবে আখেরাতের জন্য যা ভালো, তা করা। আখেরাতের জন্য যা মন্দ, সর্বোতভাবে তা পরিহার করা। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের স্বরূপ : নিজের কল্যাণের জন্য ভালো কাজ করা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচতে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকাটাই ধৈর্য।

৬. একজন মুমিন হিসেবে আপনার কাজ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ মান্য করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করা এবং তাকদীরের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা। সব রকমের পরিস্থিতিতেই আপনাকে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করা হচ্ছে আপনার কৃতজ্ঞতা এবং নিষিদ্ধ জিনিসগুলো থেকে বিরত থাকা ও তাকদীর মেনে নেওয়া হচ্ছে আপনার ধৈর্যশীলতা

৭. মানুষ প্রতিনিয়ত পরস্পর বিপরীতমুখী দুটো টানাপড়েনের মধ্যে থাকে— একদিকে পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস ও কামনা-বাসনার টোপ, অন্যদিকে পরকালে আল্লাহর বন্ধুদের জন্য নির্ধারিত চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির জান্নাতের দিকে তাঁর হাতছানিতে সাড়া দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হলো ধৈর্যশীলতা এবং আল্লাহ ও আখেরাতের ডাকে সাড়া দেওয়া হলো কৃতজ্ঞতা।

৮. ইসলাম দুটো মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত : সংকল্প এবং অধ্যবসায় (ধৈর্য)। নবিজি ﷺ-এর একটি হাদীসে এর উল্লেখ পাওয়া যায় :

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد

"হে আল্লাহ, আমার সকল কাজে তোমার কাছে দৃঢ়তা প্রত্যাশা করি এবং সরল-সঠিক পথে টিকে থাকার সামর্থ্য কামনা করি।"[১৩০]

---

১৩০. *আল-মুসনাদ*, আহমাদ : ১৭১১৪; শাইখ শু'আইব আরনাউত্ব রহ. ও তাঁর সাথিদের মতে হাসান লিগাইরিহি; *আল-মুসান্নাফ*, ইবন আবী শাইবাহ : ২৯৩৫৮; *সুনানুস সুগরা*, নাসাঈ : ১৩০৪; *আস-সহীহ*, ইবন হিব্বান : ৯৩৫

৯. ইসলাম সত্য এবং ধৈর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে :

...وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

"...পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"[১৩১]

প্রত্যেক মানুষের উচিত সততার সাথে কাজ করা; নিজেকে ও অন্যকে সত্য মেনে নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত কর। কৃতজ্ঞতার দাবি এটাই, কিন্তু ধৈর্য ছাড়া আপনি তা অর্জন করতে পারবেন না। এ কারণেই ধৈর্য হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক।

আর আল্লাহই অধিক জানেন।

---

১৩১. সূরা আল-আস্‌র, ১০৩:৩

অধ্যায়-১৪:

- ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা
- ধৈর্যের বিভিন্ন স্তর :

অধ্যায় : ১৪

ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা

যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, ধৈর্য তাদের অন্যতম সেরা একটি গুণ। ধৈর্যের স্তর নির্ধারণ করে দেয়, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবিতে কে একনিষ্ঠ আর কে নয়। দুর্দশা ও সংকটকালে ভালোবাসার একনিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য উঁচু স্তরের ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

অনেকের দাবি তারা আল্লাহকে ভালোবাসেন; কিন্তু আল্লাহ যখন দুঃখ-কষ্ট দিয়ে তাদের পরীক্ষা নেন, তখন তারা ভালোবাসার মর্মের কথা ভুলে যান। ধৈর্যশীল আর অধ্যবসায়ীরাই কেবল আল্লাহর ভালোবাসায় লেগে থাকতে পারে। যদি ভালোবাসার, এবং একনিষ্ঠতার পরীক্ষা না থাকত তবে আল্লাহর প্রতি কারও ভালোবাসার একনিষ্ঠতা প্রমাণিত হতো না। যে আল্লাহকে যত বেশি ভালোবাসে, তার ধৈর্য তত বেশি উঁচু স্তরের।

এই কারণে আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে তাঁর বন্ধু এবং প্রিয়জন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দা আইয়ুব ﷺ সম্পর্কে বলেন :

...إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

"...আমি তাকে পেয়েছিলাম পূর্ণ ধৈর্যশীল, কতই-না উত্তম বান্দা, প্রকৃতই (আল্লাহ) অভিমুখী।"[১৩২]

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের তাঁর কাদরের ফায়সালা গ্রহণে ধৈর্যের নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তাদের জানিয়ে দিয়েছেন, ধৈর্য একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে আসে। তিনি

১৩২. সূরা সাদ, ৩৮:৪৪

ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সকলের প্রতিদান নির্ধারিত এবং সীমিত, কিন্তু ধৈর্যশীলদের প্রতিদান অফুরন্ত। ঈমান, ইহসান ইসলামের সকল স্তরে ধৈর্যের গুণ অপরিহার্য সেই সাথে এটি ঈমান ও তাওয়াক্কুলের মৌলিক উপাদান।

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্য :

আল্লাহর প্রতিদানের আশা রাখা এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করা।

২. আল্লাহর সাহায্যে ধৈর্য :

যেমন আপনি অনুভব করলেন আপনার কোনো ধৈর্য নেই এবং ধৈর্যধারণের ক্ষমতাও নেই। তবে আপনি জানেন, "আল্লাহ (এর সাহায্য ছাড়া) ছাড়া কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই।"

৩. আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যে ধৈর্য :

যেমন আপনি অনুধাবন করলেন মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তার একমাত্র নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপক আল্লাহ। সুতরাং আপনি ধৈর্যের সাথে তাঁর ভাগ্যের ফায়সালা মেনে নিলেন, আপনার অবস্থা ভালো বা মন্দ যা-ই হোক না কেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ আল্লাহর সাহায্যে ধৈর্যধারণের চেয়ে উঁচু স্তরের। যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধরার ব্যাপারটি আল্লাহর 'উলুহিয়াতের' বা ইলাহ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেখানে আল্লাহর সাহায্যে ধৈর্য ধরাটা আল্লাহর 'রবের' ধারণার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহর ইলাহ হওয়ার সাথে যা-কিছুই যুক্ত (যেমন তাঁর উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ), তা হচ্ছে ইবাদাত। এটা তাঁর 'রব হওয়ার' সাথে যুক্ত সবকিছুর চেয়ে বৃহত্তর, যেমন ধৈর্যের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার বিষয়টি। ইবাদাত হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেখানে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তা সম্পন্ন করার একটা উপায়মাত্র। "লক্ষ্য নিজেই একটি প্রত্যাশিত বিষয়, কিন্তু 'উপায়' অন্য কিছুর অনুসন্ধান করে।" আল্লাহর সাহায্যে যে ধৈর্য, তা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, ভালো ও খারাপ সবার ক্ষেত্রেই সমান। কিন্তু আল্লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে ধৈর্য, তা কেবল নবি-রাসূল ও বিশ্বাসীদের অবলম্বন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্য কেবল তাঁর পছন্দের বিষয়ে সীমিত, পক্ষান্তরে আল্লাহর সাহায্যে ধৈর্য আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দ দুটোর ক্ষেত্রেই হতে পারে।

ধৈর্যের বিভিন্ন স্তর :

১. আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর সাহায্যে—উভয় প্রকৃতির ধৈর্য : আল্লাহর সাহায্যে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণের মানে আপনাব এই উপলব্ধি থাকা যে, আপনার নিজের কোনো ক্ষমতাই নেই। এটা ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তর।

২. আল্লাহর সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্য : যেমন কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করলো, কিন্তু সক্রিয়ভাবে তাঁর সাহায্য চাইল না, তার বিশ্বাস ও আস্থাও দুর্বল। এদের পরিণাম ভালো, কিন্তু এরা দুর্বল এবং এরা প্রত্যাশা অনুপাতে ফলাফল অর্জন করতে পারে না। এটা একজন একনিষ্ঠ অথচ দুর্বলতম বিশ্বাসীর অবস্থা।

৩. আল্লাহর সাহায্যে ধৈর্য : যেমন কেউ আল্লাহর সাহায্য চাইল, আল্লাহর ওপর আস্থা রাখল, মেনে নিল নিজের কোনো ক্ষমতা ও সামর্থ্য নেই, কিন্তু তার ধৈর্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, আর এই ধৈর্য তার বিশ্বাসের ফলস্বরূপও নয়। এতে লক্ষ্য হয়তো পূরণ হবে কিন্তু তার শেষটা হবে অত্যন্ত মন্দ দিয়ে এ ধরনের ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত হলো কাফিরদের নেতা এবং শয়তানের অনুসারীদের মতো। এদের ধৈর্য আল্লাহর অভিমুখী হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত নয়।

৪. কোনো রকমের ধৈর্য না থাকা : এটা হলো সর্বনিম্ন স্তরের, এসব লোকদের কপালে আছে সবরকমের ব্যর্থতা।

যাদের ধৈর্য কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তাঁর অভিমুখী; এরাই তারা, যারা দৃঢ়নিষ্ঠ অর্জনও করে অধিক। যার আল্লাহর অভিমুখী ধৈর্য আছে কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধরে না—সে যদিও সক্ষম, কিন্তু অসৎ। আর যার মধ্যে কোনোটাই নেই, সে তো চরম ব্যর্থতায় নিমজ্জিত।

অধ্যায়-১৫:

- কুরআনে কৃতজ্ঞতা
- কৃতজ্ঞতার পুরস্কার
- ইবলিস এবং কৃতজ্ঞতা
- কৃতজ্ঞতা এবং ইবাদাত

অধ্যায় : ১৫

কুরআনে কৃতজ্ঞতা

১. আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহও তাকে স্মরণ করেন :

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

"কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার শোকর করতে থাকো, না-শোকরি কোরো না।[১৩৩]

২. কৃতজ্ঞ বান্দারাই সত্যিকার ইবাদাতকারী :

...وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

"...আল্লাহর উদ্দেশ্যে শোকর করতে থাকো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করে থাকো।"[১৩৪]

৩. আল্লাহ ঈমানের পাশেই কৃতজ্ঞতাকে স্থান দিয়েছেন এবং পরিষ্কার করেছেন—যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং ঈমান আনে, তাকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কোনো লাভ নেই।

مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ...

"তোমরা যদি শোকরগুজারি করো আর ঈমান আনো, তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন?..."[১৩৫]

---

১৩৩. সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৫২

১৩৪. সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৭২

১৩৫. সূরা আন নিসা, ৪:১৪৭

অন্য অর্থে আপনাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আপনি যদি তা পূরণ করেন, অর্থাৎ আপনার মধ্যে যদি ঈমান ও কৃতজ্ঞতা থাকে তবে আল্লাহ্ আপনাকে কেন শাস্তি দেবেন?

৪. আল্লাহ্ মানুষকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন : কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ। তিনি অকৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন। আর কৃতজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে সবেচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝٣

"আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না-হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।"[১৩৬]

৫. কৃতজ্ঞতা নিজের, আমাদের নিজেদের জন্যই :

هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝٤٠

"এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য—আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের কল্যাণেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (সে জেনে রাখুক), নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ."[১৩৭]

আল্লাহ্ আরও বলেন .

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧

"স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন—যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নিআমাত) বৃদ্ধি করে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও (তবে জেনে রেখ, অকৃতজ্ঞদের জন্য) আমার শাস্তি অবশ্যই কঠিন।"[১৩৮]

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ

"তোমরা যদি কুফুরি করো তবে (জেনে রেখো), আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন।

---

১৩৬. সূরা আল-ইনসান, ৭৬:৩
১৩৭. সূরা আন-নামল, ২৭:৪০
১৩৮. সূরা ইবরাহীম, ১৪:৭

তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফুরি আচরণ পছন্দ করেন না। তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমাদের জন্য তিনি তা পছন্দ করেন।"[১৩৯]

৬. কুরআনে কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞের মাঝে তুলনা :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

"মুহাম্মাদ হচ্ছে একজন রাসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে আরও অনেক রাসূল গত হয়েছে; কাজেই সে যদি মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা উল্টোদিকে ঘুরে দাঁড়াবে? এবং যে ব্যক্তি উল্টোদিকে ফিরে দাঁড়ায় সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের অতিশীঘ্রই বিনিময় প্রদান করবেন।"[১৪০]

কৃতজ্ঞতার পুরস্কার

৭. কৃতজ্ঞতার পুরস্কার অফুরন্ত :

...لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ...

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নিআমাত) বৃদ্ধি করে দেব।"[১৪১]

৮. অন্যান্য পুরস্কার ও অনুগ্রহ আল্লাহর ইচ্ছের সাথে শর্তযুক্ত, যেমন ধরুন দারিদ্র্য থেকে মুক্তি :

...وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ...

"তোমরা যদি দরিদ্রতার ভয় করো, তবে আল্লাহ ইচ্ছে করলে অচিরেই তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাব-মুক্ত করে দেবেন।"[১৪২]

---

১৩৯. সূরা আয-যুমার, ৩৯:৭
১৪০. সূরা আ-ল ইমরান, ৩:১৪৪
১৪১. সূরা ইবরাহীম, ১৪:৭
১৪২. সূরা আত-তাওবাহ, ৯:২৮

৯. দুআর উত্তর :

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ...

"বরং (এমন অবস্থায়) তোমরা একমাত্র তাঁকেই ডেকে থাকো, অতঃপর ইচ্ছে করলে তিনি তা দূর করে দেন যার জন্য তোমরা তাঁকে ডাকো।" [১৪৩]

১০. রিযক বৃদ্ধি :

...يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ...

"তিনি যাকে যা ইচ্ছে রিযক দেন।"[১৪৪]

১১. ক্ষমাপ্রাপ্তি :

...يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ...

"তিনি যাকে চান, ক্ষমা করেন। যাকে ইচ্ছে, আযাব দেন।"[১৪৫]

১২. ঐশী রহমত :

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ...

"এরপরও আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছে করবেন, তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।"[১৪৬]

কিন্তু আল্লাহ্ কৃতজ্ঞতার পুরস্কার শর্তযুক্ত করেছেন :

...وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

"এবং আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের অতিশীঘ্রই বিনিময় প্রদান করবেন।"[১৪৭]

....وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

"এবং আমি অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব।"[১৪৮]

---

১৪৩. সূরা আল-আন'আম, ৬:৪১
১৪৪. সূরা আশ-শুরা, ৪২:১৯
১৪৫. সূরা আল-ফাতহ্, ৪৮:১৪
১৪৬. সূরা আত তাওবাহ্, ৯:২৭
১৪৭. সূরা আ ল ইমরান, ৩:১৪৪
১৪৮. সূরা আ ল ইমরান, ৩:১৪৫

ইবলিস এবং কৃতজ্ঞতা

১৩. মানুষকে অকৃতজ্ঞ করা ইবলিসের লক্ষ্য :

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

"তারপর আমি তাদের সামনে দিয়ে, তাদের পেছন দিয়ে, তাদের ডান দিয়ে, তাদের বাম দিয়ে, তাদের কাছে অবশ্যই আসব। তুমি তাদের অধিকাংশকেই শোকর আদায়কারী পাবে না।"[১৪৯]

১৪. আর খুব কম লোকই কৃতজ্ঞ :

...وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

"আমার বান্দাদের অল্পই কৃতজ্ঞ।"[১৫০]

কৃতজ্ঞতা এবং ইবাদাত

১৫. আল্লাহ্ কুরআনে বলেন, একমাত্র কৃতজ্ঞ বান্দারাই সত্যিকার ইবাদাত করে। সুতরাং যারা কৃতজ্ঞ বান্দা নয়, তারা প্রকৃত অর্থে ইবাদাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

...وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

"এবং আল্লাহর উদ্দেশে শোকর করতে থাকো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করে থাকো।"[১৫১]

১৬. আল্লাহ্ মূসা ﷺ-কে কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন :

قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

---

১৪৯. সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৭
১৫০. সূরা সাবা, ৩৪:১৩
১৫১. সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৭২

"তিনি বললেন, হে মূসা, আমি আমার রিসালাত (যা তোমাকে দিয়েছি) ও আমার বাক্য (যা তোমার সঙ্গে বলেছিলাম তার) দ্বারা সকল লোকের মধ্য থেকে তোমাকে নির্বাচিত করেছি। কাজেই যা তোমাকে দিয়েছি তা গ্রহণ করো আর শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[১৫২]

১৭. কৃতজ্ঞতা : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম

...وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ...

"তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমাদের জন্য তা তিনি পছন্দ করেন।"[১৫৩]

১৮. কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্যে ইবরাহীম ﷺ-এর প্রশংসা :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

"ইবরাহীম ছিল আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত একনিষ্ঠ এক উম্মাত। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহর নিআমাতরাজির জন্য শোকরগুজার। আল্লাহ তাকে বেছে নিয়েছিলেন আর তাকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন।"[১৫৪]

১৯. কৃতজ্ঞতা : মানুষ সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে শোনার শক্তি, দেখার শক্তি আর অন্তর দান করেছেন যাতে তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।"[১৫৫]

২০. কৃতজ্ঞতা : সাহায্য ও বিজয়ের শর্ত

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

---

১৫২. সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪৪
১৫৩. সূরা আয-যুমার, ৩৯:৭
১৫৪. সূরা আন-নাহল, ১৬:১২০-১২১
১৫৫. সূরা আন-নাহল, ১৬:৭৮

"এবং আল্লাহ তোমাদের হীন অবস্থায় বাদর যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন, সুতরাং আল্লাহকে ভয় করে চলো, যেন তোমরা শোকরগুজার হতে পারো।"[১৫৬]

২১. কৃতজ্ঞতা : নবি পাঠানোর উদ্দেশ্য

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

"কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার শোকর করতে থাকো, না-শোকরি কোরো না।"[১৫৭]

---

১৫৬ সূরা আ ল ইমরান, ৩.১২৩
১৫৭ সূরা আল বাকারাহ, ২:১৫২

অধ্যায়-১৬:

- হাদীসে কৃতজ্ঞতা

অধ্যায় : ১৬

হাদীসে কৃতজ্ঞতা

১. নবিজি ﷺ-এর অনুপম কৃতজ্ঞতাবোধ :

বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ সারারাত জেগে ইবাদাত করতেন। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেত। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হতো—"আপনি কেন এত কষ্ট করছেন? অথচ আল্লাহ আপনার আগের ও পরের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন!" জবাবে তিনি বলতেন : " أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا , আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?"[১৫৮]

২. কৃতজ্ঞতা জানাবার তাওফিক চেয়ে দুআ করার নির্দেশ :

রাসূল ﷺ মুআয ؓ-কে বললেন, " والله انى لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, সুতরাং প্রত্যেক সালাতের পর বলতে ভুলে যেয়ো না—

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করো তোমাকে স্মরণ করতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং তোমার ইবাদাত করতে'।"[১৫৯]

---

১৫৮. *আস-সহীহ*, বুখারি : ১১৩০;

১৫৯. *আল-মুসনাদ*, আহমাদ : ২২১১৬, শাইখ শু'আইব আরনাউত্ব ؒ ও তাঁর সঙ্গীদের মতে সহীহ; *আল আদাবুল মুফরাদ*, বুখারি : ৬৯০; শাইখ আলবানি ؒ-এর মতে সহীহ; *আস সুনানুল কুবরা*, নাসাঈ : ৯৮৫৭; *আস-সুনান*, আবু দাউদ : ১৫২২; ইমাম নববি ؒ সহীহ বলেছেন—*তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত* : ২/৯৯; *আস-সহীহ*, ইবন হিব্বান : ২০২০; *আস-সহীহ*, ইবন খুযাইমাহ : ৭৫১, শাইখ হাবিবুর রহমান আযমি ؒ-এর মতে সহীহ

৩. কৃতজ্ঞতা জানাবার তাওফিক চেয়ে দুআ :

হিশাম ইবনু উরওয়াহ ﵀ বলেন, "রাসূল ﷺ-এর দুআসমূহের একটি হচ্ছে,

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করো তোমাকে স্মরণ করতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং তোমার ইবাদাত করতে।'[১৬০]

৪. কৃতজ্ঞতাবোধ চারটি সেরা নিআমাতের একটি :

ইবনু আব্বাস ﵄ বর্ণনা করেছেন, "রাসূল ﷺ বলেন,

أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

'চারটি এমন নিআমাত আছে, যাকে তা দেওয়া হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দেওয়া হয়েছে :

قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا ، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ

১. কৃতজ্ঞ অন্তর (যা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে),
২. যিকরকারী জবান (যা সব সময় আল্লাহর যিকরে লিপ্ত থাকে),
৩. এমন শরীর, যা বিপদ-আপদে সবর করে এবং
৪. বিশ্বস্ত স্ত্রী, যে তার দেহ এবং স্বামীর সম্পদ দিয়ে অন্যায় করে না।[১৬১]

৫. কৃতজ্ঞতার তাৎক্ষণিক পুরস্কার :

আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন :

ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله الا كتب الله له شكرها وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر الله له قبل أن يستغفره وإن الرجل يشترى الثوب

---

১৬০. এটা মূলত পূর্বের দুআই। তবে সেখানে মুআয ﵁ কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াসিয়্যাত করেছিলেন আর এখানে তাঁর অভ্যাস বর্ণিত হচ্ছে। এটা হিশাম ইবন উরওয়াহ ﵀ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন মুনকাদির ﵀ থেকে। তিনি মুরসালভাবে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। দেখুন— *আল মুসান্নাফ*, ইবন আবী শাইবাহ : ২৯৪০০; *আদ দা'ওয়াতুল কাবীর*, তাবারানি : ২৭৪ ; *আশ শুকর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ৪

১৬১. *আল মু'জামুল আওসাত*, তাবারানি . ৭২১২; *আহাদীসুল মুখতারাহ*, যিয়া মাকদিসি · ৬৩, ইমাম হাইসামি ﵀-এর মতে আল আওসাতের রাবিগণ সহীহ—*মাজমাউয যাওয়াইদ* · ৭৪৩৭

بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له

"যখন আল্লাহ্ বান্দাকে কোনো নিআমাত দেওয়ার পর বান্দা বুঝতে পারে যে এটা আল্লাহর তরফ থেকেই এসেছে, তখন আল্লাহ্ তাকে শোকরগুজারদের মাঝে লিখে দেন (শামিল করে নেন)। আল্লাহ্ যখন গুনাহের কারণে বান্দার অনুশোচনা দেখেন, তখন সে ক্ষমা চাওয়ার আগেই তাকে ক্ষমা করে দেন। আর যখন কোনো ব্যক্তি দিনারের বিনিময়ে কোনো কাপড় কিনে তা পরিধান করে এবং (এ জন্য) আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন সে কাপড় তার দু-হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছুনোমাত্রই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।"[১৬২]

৬. কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হোন :

রাসূল ﷺ বলেন,

"إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها"

"আল্লাহ্ বান্দার প্রতি খুশি হন, যখন বান্দা কিছু খায় আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যখন কোনো কিছু পান করে আর সে জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে।"[১৬৩]

৭. আল্লাহ্ বান্দার কৃতজ্ঞতা হিসেবে নিআমাতের প্রতিফলন দেখতে চান :

শুবা বলেন, আল-ফাদল ইবনু ফুদালা বর্ণনা করেন, আবূ রাজা আল-উতারিদি বলেন, একবার আমরা ইমরান ইবনু আল-হুসাইনি ﷺ-কে খুব সুন্দর কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখলাম, যা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। ইমরান ﷺ আমাদের বললেন, রাসূল ﷺ বলেছেন :

إذا أنعم الله على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

"আল্লাহ্ যখন বান্দাকে কোনো নিআমাত দান করেন, তো তার বান্দার মাঝে সেই

---

১৬২. *আল-মুসতাদরাক*, হাকিম : ১৮৯৪, ইমাম হাকিম ﷺ বলেন, এই হাদীসের সনদে এমন কোনো রাবি নেই, যার ওপর জার্হ (সমালোচনা) করা হয়েছে বলে তিনি জানেন। ইমাম যাহাবি ﷺ কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সনদে থাকা মুহাম্মাদ আল আত্তারের ওপর কঠিন জার্হ রয়েছে। এমনকি ইমাম ইবন আব্দিল বারর ﷺ তাকে মাতরুকুল হাদীস বলেছেন ইমাম ইবন আদি ﷺ, ইবন আব্দিল বারর ﷺ ও আবূ যুরআ ﷺ-এর বিপরীতে ইমাম ইবন হিব্বান ﷺ তাঁকে সিকাহ্ বলেছেন। এ জন্য শাইখ আলবানি ﷺ এই হাদীসকে দ্বঈফুন জিদ্দান বলেছেন—*সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বঈফাহ* : ৫৩৪৭

১৬৩. *আস-সহীহ*, মুসলিম : ২৭৩৪

নিআমাতের প্রতিফলন দেখতে চান।”[১৬৪]

৮. কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিআমাতের প্রতিফলনে লৌকিকতা না থাকা :

ইবনু শুআইব তাঁর পিতা এবং পিতামহের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন :

كلوا واشربوا وتصدقوا فى غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

“খাও, পান করো, সাদাকাহ্ দাও, তবে অতিরঞ্জন কোরো না, অপব্যয় কোরো না। কারণ, আল্লাহ্ বান্দার মাঝে নিআমাতের প্রতিফলন দেখতে চান ”[১৬৫]

৯. কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিআমাতের প্রতিফলন দেখানোর নির্দেশ :

আবুল আখওয়াছ বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা বলেন, “আমি অবিন্যস্ত ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায়[১৬৬] রাসূল ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : هل لك من مال ‘তোমার কি কোনো সম্পদ আছে?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ’। তিনি জানতে চাইলেন, من أى المال কী ধরনের সম্পদ রয়েছে? আমি বললাম : ‘আমার সব ধরনের সম্পদ আছে—আল্লাহ্ আমাকে উট, ঘোড়া, গোলাম এবং মেষপাল দিয়েছেন।’ রাসূল ﷺ বললেন :

فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك

‘আল্লাহ্ যদি তোমাকে সম্পদ দিয়ে থাকেন তো তা যেন তোমার মাঝে দেখা যায় (অর্থাৎ সে সম্পদের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়)।’[১৬৭]

---

১৬৪. *আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল আসবাহানি ২৩৬৮; ইমাম হাইসামি ﵀-এর মতে সহীহ্—*মাজমাউয যাওয়াইদ* : ৫/১৩২

১৬৫. *শু'আবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৫৭৮৬; হাদীসটি শব্দ-পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবন মাজাহ্ ﵀, (*আস-সুনান* : ৩৬০৫), ইমাম নাসাঈ ﵀, (*আস সুনানুস সুগরা* : ২৫৫৮) ও ইমাম তিরমিযি ﵀, (*আস-সুনান* : ২৮১৯)। ইমাম তিরমিযি ﵀ এই সনদকে হাসান বলেছেন

১৬৬. মূল আরবি হচ্ছে تشعث الهيئة মানে গোসল ও পরিচ্ছন্নতা ছেড়ে দেওয়ার পর সৃষ্ট অবস্থা—*লিসানুল আরব* : ৯/২৮২, এখানে এর অর্থ হচ্ছে তিনি পুরোনো, ছেঁড়াফাটা বা ময়লা কাপড় পরে ছিলেন।

১৬৭. *আস সুনানুস সুগরা*, নাসাঈ : ৫২২৩; *আস-সুনান*, ইমাম আবূ দাউদ : ৪০৬৩; *আস-সুনান*, তিরমিযি: ২০০৬, ইমাম তিরমিযি ﵀-এর মতে হাদীস হাসান সহীহ্।

১০. ছোট নিআমাতের কৃতজ্ঞতা জানানো :

নোমান বিন বাশীর ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন :

التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والجماعة بركة والفرقة عذاب

"আল্লাহর নিআমাত সম্পর্কে বলা 'কৃতজ্ঞতা' এবং তা না বলা 'কুফর'। যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্ষুদ্র নিআমাতের শুকরিয়া আদায় করে না, সে বড় নিআমাতেরও শুকরিয়া আদায় করে না। যে ব্যক্তি বান্দার শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করে না। জামাআতবদ্ধ থাকা বরকত এবং বিভক্ত হওয়া আযাব।"[১৬৮]

১১. অকৃতজ্ঞ আচরণের ফলে রিযিক সংকুচিত হয়ে যায় :

ইবনু আবিদ-দুনইয়া ؒ আয়িশা ؓ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ একদিন আয়িশা ؓ-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন এক টুকরো রুটি মেঝেতে পড়ে আছে। রাসূল ﷺ রুটির টুকরোটি তুলে নিলেন, সেটাকে মুছলেন, এবং তাঁকে বললেন :

يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع اليهم

"হে আয়িশা, আল্লাহর নিআমাতের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করো; কারণ, কোনো ঘর থেকে যখন এটা বেরিয়ে যায়, সেখানে আর কখনো ফিরে আসে না।"[১৬৯]

১২. মৃত্যুর সময়ও মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে:

আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন,

ان المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه

"মুমিনের সম্পর্ক আমার সাথে সবচেয়ে ভালো, সে তখনো আমার প্রশংসা করে যখন আমি তার দেহ থেকে আত্মা বের করে আনি।"[১৭০]

---

১৬৮. *আশ শুকর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ৬৪; শাইখ আলবানি ؒ-এর মতে হাসান—*সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা* : ৬৬৭

১৬৯. *আশ শুকর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ২, *ইসলাহুল মাল* : ৩৪৩; *আস-সুনান*, ইবন মাজাহ্ : ৩৩৫৩; শাইখ আলবানি ؒ দ্বঈফ বলেছেন, *ইরওয়াউল গালীল* : ১৯৬১; অপর সনদে ইমাম আবু ইয়া'লা ؒ উল্লেখ করেছেন *মুসনাদ*-এ, তবে ইমাম হাইসামি ؒ দ্বঈফ বলেছেন—*মাজমাউয যাওয়াইদ* : ৮/১৯৫

১৭০. *আল-মুসনাদ*, বাযযার : ৮৪৭১; ইমাম হাইসামি ؒ-এর মতে সহীহ—*মাজমাউয যাওয়াইদ* : ১০/৯৬

১৩. আল্লাহর নিআমাতের যথাযথ মূল্যায়নের পদ্ধতি :

আবূ হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

إذا أحب أحدكم أن يرى قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من تحته ولا ينظر إلى من فوقه

"কোনো ব্যক্তি যদি তার ওপর আল্লাহর কতটা নিআমাত আছে তা দেখতে চায়, তাহলে সে যেন তারচেয়ে কম ভাগ্যবানদের দিকে তাকায়, তারচেয়ে বেশি ভাগ্যবানদের দিকে না তাকায়।"[১৭১]

১৭১ আয যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ১৪৩৩; আশ শুকর, ইবন আবিদ দুনইয়া , ৯১, আবূ হুরাইরাহ ﵁ থেকে ভিন্ন সনদে এই একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি ﵀ (আস-সহীহ : ৬৪৯০) ও ইমাম মুসলিম ﵀ (আস-সহীহ : ২৯৬৩)

অধ্যায়-১৭:

- সাহাবা ও তাবিঈনদের কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত
- বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কৃতজ্ঞতা
- কৃতজ্ঞতার সিজদাহ
- মানুষের সমুদয় সৎকাজ আল্লাহর একটি নিআমাতের বিনিময়যোগ্য নয়

অধ্যায় : ১৭

সাহাবা ও তাবিঈনদের কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত

সালমান আল ফারিসি ﵁ বলেন,

এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন একসময় তিনি তার প্রাচুর্য হারাতে থাকেন। এরপরও তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা অব্যাহত রাখেন। এভাবে তার সমস্ত প্রাচুর্য নিঃশেষ হয়ে গেল। তবুও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকলেন। আরেকজন ব্যক্তিকে দুনিয়ায় প্রচুর সম্পত্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি (দ্বিতীয় ব্যক্তি) তাকে (প্রথম ব্যক্তিকে) জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কীসের জন্য আল্লাহর প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছ?" প্রথম ব্যক্তি উত্তরে বলেন, "আমি তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেসব নিআমাতের জন্য, যার বিনিময়ে কেউ যদি তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দেয় আমি কখনোই তাকে তা দেব না।" "কিন্তু তা কী?" দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি দেখতে পাও না?—এই যে আমার চোখ, কণ্ঠ, হাত, এবং আমার পা...।"[১৭২]

মাখলাদ ইবনুল হুসাইন[১৭৩] ﵀ বলেন, কৃতজ্ঞতার মানে হলো পাপকাজ থেকে

১৭২. *আশ শুকর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ১০০; *শু'আবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৪৪৬২

১৭৩ তিনি মাখলাদ বিন হুসাইন আল আযদি আল বাসরি, তিনি সিগারে তাবে-তাবিঈনের অন্তর্ভুক্ত, মৃত্যু হয় ১৯১ হিজরিতে—*তাকরিবুত তাহযিব* : ৬২৭

বিরত থাকা।"[১৭৪] আবূ হাযিম[১৭৫] ﷺ বলেন, "যে নিআমাত আল্লাহর কাছাকাছি নেয় না, তা আপদ।"[১৭৬] আবূ সুলাইমান[১৭৭] ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিআমাতের কৃতজ্ঞতা ব্যক্তির মাঝে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি করে।"[১৭৮]

হাম্মাদ ইবন যাইদ ﷺ বর্ণনা করেন, লাইছ ইবনু আবী বুরদাহ ﷺ বলেছেন, "আমি মদীনায় আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি কি সে বাড়িতে প্রবেশ করতে চাও, যেটায় নবিজি ﷺ প্রবেশ করেছেন? সে বাড়িতে সালাত আদায় করতে চাও, যে বাড়িতে নবিজি ﷺ সালাত আদায় করেছেন? আমরা কি তোমাকে মিসওয়াক ও খেজুর দেব?' এরপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ যখন লোকদের আগামী দিন (কিয়ামাতে) একত্র করবেন, তখন তিনি তার নিআমাতের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন। তাঁর বান্দাদের একজন বলবে, আমাকে এর থেকে কিছু মনে করিয়ে দিন'।"

আল্লাহ্ বলবেন, "স্মরণ করো, যখন তুমি দুর্দশার মধ্যে ছিলে এবং আমার কাছে এটা-ওটা চেয়ে দুআ করেছিলে, আমি সেসব সমস্যা দূর করেছিলাম। স্মরণ করো, যখন তুমি অমুক অমুক জায়গায় ভ্রমণে ছিলে এবং তুমি আমার কাছে ভ্রমণসঙ্গী চেয়েছিলে, আমি তোমাকে দিয়েছিলাম।" এভাবে আল্লাহ্ তাকে মনে করিয়ে দিতে থাকবেন আর সে একে একে স্মরণ করবে। আল্লাহ্ আরও বলবেন, "স্মরণ করো, যখন তুমি অমুকের মেয়ে অমুকের সাথে বিবাহ প্রার্থনা করেছিলে এবং অন্যজনও তার সাথে বিবাহপ্রত্যাশী ছিল, আমি দ্বিতীয় জনকে সরিয়ে নিয়েছিলাম।"[১৭৯]

অতঃপর বর্ণনাকারী কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, "আমি আশা করি, কেউ তার প্রভুর সামনে এভাবে দাঁড়াবে না। কারণ যে দাঁড়াবে, তার শাস্তি অবধারিত।" (কাউকে জবাবদিহি করার মানে হলো সে অকৃজ্ঞ এবং শাস্তির যোগ্য)।

বাকর ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু মুযানি ﷺ বলেন, "যখন কেউ বিপদের সম্মুখীন হয়, সে হয়তো আল্লাহর কাছে দুআ করে আর আল্লাহও তাকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করেন।

---

১৭৪. *আশ শুকর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ১৯; *শু'আবুল ঈমান*, ইমাম বাইহাকি : ৪৫৪৭

১৭৫. তিনি হচ্ছেন সুলাইমান বিন দিনার ﷺ, সিগারে তাবিঈনদের একজন, খলিফা মানসূরের শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন—*তাকরিবুত তাহযিব* : ৩৯৯

১৭৬. *আশ শুকর*, ইমাম ইবন আবিদ দুনইয়া : ২০; *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ইমাম আবু নু'আইম : ৩/২৩০; *শু'আবুল ঈমান*, ইমাম বাইহাকি : ৪৫৩৭

১৭৭ তিনি আবূ সুলাইমান আদ দারানি হিসেবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। মূল নাম আব্দুর রাহমান বিন আহমাদ। সিগারে তাবিঈনের অন্তর্ভুক্ত—*তাকরিবুত তাহযিব* : ৫৮১

১৭৮. *আশ শুকর*, আবিদ দুনইয়া : ২১; *তারিখুদ দিমাশক*, ইবন আসাকির : ৩৬/৩৩৪

১৭৯. *আশ শুকর*, আবিদ দুনইয়া : ২২

এরপর শয়তান লোকটির কাছে এসে কুমন্ত্রণা দেয় এবং তার কৃতজ্ঞতাবোধকে দুর্বল করে ফেলে. সে বলে, তুমি ব্যাপারটা যত গুরুতর ভেবেছিলে, আসলে সেটা তেমন ছিল না।" অথচ প্রথম প্রথম বান্দা ভাবছিল, এই ব্যাপারটা আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও গুরুতর ছিল; কিন্তু আল্লাহ্ আমার থেকে তা সরিয়ে দিয়েছেন।[১৮০]

যাযান[১৮১] ﵀ বলেন, "যে আল্লাহর নিআমাত ভোগ করে, তার ওপর আল্লাহর অধিকার হচ্ছে সে পাপকাজে এসবের অপব্যবহার করবে না।"[১৮২]

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, "আল্লাহ্ আমাদের যে সকল নিআমাত দিয়েছেন তার মধ্যে বড় নিআমাত হলো তিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে আমাদের দূরে রেখেছেন; কারণ, আল্লাহ্ তাআলা নবিজি ﷺ-এর জন্য এই পার্থিব জীবনের বিলাসিতাকে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা নবিজি ﷺ এর জন্য যে জীবনকে অপছন্দ করেছেন, তারচেয়ে তিনি তাঁর (নবির ﷺ) জন্য যেটা পছন্দ করেছেন তা-ই যদি আমি পাই, তবে সেটাই আমার নিকট অধিক পছন্দের।"[১৮৩]

ইবনু আবিদ-দুনইয়া ﵀ বলেন, "আমার কাছে কিছু আলিমের মতামত এসেছে : দুনিয়ার কামনা-বাসনা থেকে বঞ্চিত হবার জন্য আলিমদের উচিত আল্লাহর প্রশংসা করা, যেমনটা তাঁরা করে থাকেন আল্লাহ্ যেসব অনুগ্রহ দান করেছেন তার জন্য। নিআমাত ও বিলাসিতার দায়বদ্ধতার যে জীবনে অন্তর মশগুল হয়ে পড়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ক্লান্ত হয়ে যায়, তার সাথে কি দায়মুক্ত সাদামাটা গরিবি জীবনের কোনো তুলনা হতে পারে? তাই অন্তরের প্রশান্তি ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।[১৮৪]

বলা হয়ে থাকে : "কৃতজ্ঞতা হলো পাপ থেকে বিরত থাকা।"[১৮৫] ইবনুল মুবারক ﵀ বলেন, সুফিয়ান ﵀ বলেছেন : "যে ব্যক্তি বিপদ-আপদকে নিআমাত এবং সুসময়কে মুসিবত মনে করতে না পারে, সে ফকীহ্ হতে পারে না।"[১৮৬]

---

১৮০. *আশ শুকর,* ইবন আবিদ দুনইয়া : ২৬; *শু'আবুল ঈমান,* বাইহাকি : ৪৫৮০

১৮১. সম্ভবত ইনি আবূ আব্দুল্লাহ যাযান আল কিন্দি, তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) আবূ উমার। তিনি কিরাবে তাবিঈনদের একজন, মৃত্যু-সন ৮২ হি.—*তাকরিবুত তাহযিব,* পৃ. ৩৩৩

১৮২. *আশ শুকর,* ইবন আবিদ দুনইয়া : ৮২; *তারিখুদ দিমাশক,* ইবন আসাকির : ১৯/১৯১

১৮৩. ইবন আবিদ দুনইয়া : ১১২; শু'আবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকি : ৪৪৮৯, ইমাম বাইহাকি ﵀-এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় এটা ইমাম আবূ হাযম ﵀-এর উক্তি।

১৮৪. *আশ শুকর,* ইবন আবিদ দুনইয়া : ১১৩

১৮৫. *তারিখুদ দিমাশক,* ইবন আসাকির : ৩৫/২৮২

১৮৬. *তারিখুদ দিমাশক,* ইবন আসাকির : ৩৫/২৪৫

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কৃতজ্ঞতা

এক ব্যক্তি আবূ হাজিম ﵀-কে বলেন, "চোখের কৃতজ্ঞতা কী?" তিনি বলেন, "যদি আপনি কল্যাণকর জিনিস দেখেন, তাহলে তা বলে বেড়াবেন, আর যদি মন্দ কিছু দেখেন, তাহলে তা গোপন রাখবেন।" লোকটি জিজ্ঞাসা করে, "কানের কৃতজ্ঞতা বলতে কী বোঝায়?" তিনি বলেন, "কল্যাণকর কিছু শুনলে গ্রহণ করবেন; মন্দ কিছু শুনলে প্রত্যাখ্যান করবেন।" এরপর লোকটি জিজ্ঞাসা করেন, "হাতের কৃতজ্ঞতা বলতে কী বোঝায়?" তিনি বলেন, "তোমার যা অধিকার নেই তা গ্রহণ কোরো না এবং আল্লাহর প্রাপ্য (যাকাত) পরিশোধে হাত গুটিয়ে রেখো না।" লোকটি জিজ্ঞাসা করেন, "পেটের কৃতজ্ঞতা কী?" তিনি বলেন, "যথাসাধ্য কম খাওয়া এবং যথাসম্ভব বেশি ইলম অর্জন করা।" লোকটি আবার জানতে চান : "শরীরের গোপন অঙ্গের কৃতজ্ঞতা কী?" তিনি কুরআন থেকে উদ্ধৃত করেন

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝

> যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে। নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত, কারণ এ ক্ষেত্রে তারা নিন্দা থেকে মুক্ত। এদের অতিরিক্ত যারা কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।[১৮৭]

সে জিজ্ঞাসা করল, "পায়ের কৃতজ্ঞতা কী?" তিনি বললেন, "যদি জানো যে, কোনো কিছু বেশ ভালো তাহলে তোমার জ্ঞানের ব্যবহার করো। আর যদি জানো যে, কোনো কিছু অপছন্দনীয় তবে তা থেকে বিরত থাকো। তবেই তুমি শোকরগুজার বান্দা হবে।"

যে ব্যক্তি কেবল মুখের কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, অথচ শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে ওই ব্যক্তির মতো—যার একটি কাপড় আছে, সে কেবল ওটাকে স্পর্শ করে কিন্তু পরিধান করে না; তাই ওটা তাকে কখনোই গরম-শীত-বরফ কিংবা বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা দেয় না।[১৮৮]

কৃতজ্ঞতার সিজদাহ

নবিজি ﷺ যখন কোনো সুসংবাদ শুনতেন, তখন তিনি আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল-

---

১৮৭. সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:৫-৭

১৮৮. আশ শুকর, ইবন আবিদ দুনইয়া : ১২৯; *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, আবূ নু'আইম : ৩/২৪৩

এর দরবারে শোকরগুজার হয়ে সিজদাহ'য় লুটিয়ে পড়তেন।[১৮৯] আব্দুর রহমান ইবনু আউফ ﷺ থেকে বর্ণিত : "নবিজি ﷺ আমাদের নিকট মাসজিদে প্রবেশ করলেন, কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন, এরপর অনেক সময় নিয়ে সিজদাহ'য় অবস্থান করলেন। আমি তাকে বললাম : 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এত দীর্ঘ সময় সিজদাহ'য় অবস্থান করলেন যে, আমরা ভাবছিলাম আল্লাহ আপনার আত্মা নিয়ে গেছেন।' নবিজি ﷺ বললেন :

ان جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا

'জিবরীল ﷺ আমার কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেছেন : যে আপনার প্রতি দুরুদ পড়বে প্রতিদানে আমি তার প্রতি সালাত বর্ষণ করব এবং যে আপনার প্রতি সালাম জানাবে, প্রতিদানে আমি তাকে সালাম জানাব। সুতরাং আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতাবশত সিজদাহ করলাম'।"[১৯০]

সাঈদ ইবনু মানসুর ﷺ বলেন, মুসাইলামাতুল কাযযাবের মৃত্যুসংবাদ শুনে আবূ বাকর ﷺ সিজদাহ দিয়ে শোকর আদায় করেছিলেন। এবং নবিজি ﷺ কা'ব ইবনু মালিক ﷺ-কে আল্লাহর ক্ষমার সুসংবাদ জানালে তিনি কৃতজ্ঞতার সিজদাহ আদায় করেন।[১৯১]

মানুষের সমুদয় সৎকাজ আল্লাহর একটি নিআমাতের বিনিময়যোগ্য নয়

একজন আবেদ পঞ্চাশ বছর আল্লাহর ইবাদাত করার পর আল্লাহ তাকে ওহি করলেন : আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। লোকটি বলল : "হে আল্লাহ, আমি যখন কোনো পাপই করিনি তখন ক্ষমা করার কী আছে?" অতঃপর আল্লাহ তার ঘাড়ের রগে ব্যথা সৃষ্টি করে দেন। এ কারণে সে ঘুমোতে অথবা সালাত পড়তে পারছিল না। পরে তার ব্যথা চলে গেলে এবং সে সালাতে সমর্থ হলে তার কাছে একজন ফেরেশতা আসেন। লোকটি ফেরেশতার কাছে কষ্টভোগের অভিযোগ করেন। ফেরেশতা তাকে বলেন,

---

১৮৯. *আস-সুনান,* আবু দাউদ : ২৭৭৪; *আস-সুনান,* তিরমিযি : ১৫৭৮, তাঁর মতে হাসান গারীব; *আস-সুনান, ইবন মাজাহ* : ১৩৯৪, ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ সহীহ বলেছেন—*ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন* : ২/৩০১

১৯০. *আল-মুসনাদ,* আহমাদ : ১৬৬২, শাইখ আহমাদ শাকির ﷺ-এর মতে সনদ সহীহ, দেখুন তাঁর তাহকিককৃত *মুসনাদ* : ৩/১৩০; শাইখ শু'আইব আরনাউত্ব ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের মতে হাসান লিগাইরিহ; *আল আহাদীসুল মুখতারাহ,* যিয়া মাকদিসি : ৯২৬

১৯১. *আস-সহীহ,* বুখারি : ৪৪১৮; *আস-সহীহ,* মুসলিম : ২৭৬৯

"তোমার প্রভু তোমার ব্যথা শিথিল করে দেওয়ার বিনিময়ে তোমার পঞ্চাশ বছরের ইবাদাত দিয়ে দিতে বলেছেন।"[১৯২]

ইবনু আবিদ দুনইয়া ﷺ বর্ণনা করেন : দাউদ ﷺ আল্লাহর কাছে জানতে চান : "হে আমার রব, আমার প্রতি তোমার ন্যূনতম অনুগ্রহ কী?" আল্লাহ তার প্রতি ওহি পাঠান: "হে দাউদ, একবার শ্বাস নাও।" দাউদ ﷺ তা-ই করেন, এরপর আল্লাহ তাকে বলেন, "এটা তোমার প্রতি আমার সর্বনিম্ন অনুগ্রহ।"[১৯৩]

এটা থেকে আমরা যাইদ ইবন সাবিত ﷺ ও ইবন আব্বাস ﷺ বর্ণিত হাদীসটি বুঝতে পারি।

لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ

"আল্লাহ যদি আসমান ও যমীনের মানুষকে শাস্তি দেন, তাহলে সেটা তাদের প্রতি যুলম করা হবে না। আর যদি তিনি তাদের প্রতি রহম করেন, তবে তাদের আমলসমূহের চেয়ে অধিক কল্যাণকর হবে।"[১৯৪]

একটি সহীহ হাদীসে নবিজি ﷺ বলেন, لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ

"কেউ তার আমলের বিনিময়ে মুক্তি লাভ করবে না।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও কি পারবেন না?" তিনি বললেন,

وَلاَ أَنَا ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

"এমনকি আমিও না, যদি-না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমতে ছেয়ে নেন।"[১৯৫]

মানুষের সমুদয় ভালো কাজ আল্লাহর একটিমাত্র অনুগ্রহের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিআমাত ও অনুগ্রহও মানুষের সমুদয় সৎকাজের চেয়ে অনেক বেশি ওজস্বী। সুতরাং আমাদের প্রতি আল্লাহর যে অধিকার রয়েছে, তার প্রতি সব সময় সজাগ ও যত্নশীল থাকা উচিত।

---

১৯২. *আশ শুকর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ১৪৮; *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, আবূ নু'আইম : ৪/৬৮; *শু'আবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৪৬২২

১৯৩. *আশ শুকর*, ইবন আবিদ দুনইয়া : ১৪৯

১৯৪. *আস-সুনান*, আবূ দাউদ : ৪৬৯৯; *আস-সুনান*, ইবন মাজাহ : ৭৭; *আস-সহীহ*, ইবন হিব্বান : ৭৪৭

১৯৫. *আস সহীহ*, বুখারি : ৬৪৬৩; *আস সহীহ*, মুসলিম : ২৮১৬

হাসি-কান্না, ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন নিয়েই আমাদের জীবন। জীবনে কখনো ফাগুনের ধারা বয়, কখনো-বাকালো মেঘে ছেয়ে যায় চলার পথ। যখন ফাগুনধারা বইবে আপনার জীবনে তখন শোকর আদায় করবেন। কারণ, এই ধারা আপনার প্রচেষ্টায় বয়নি। স্রষ্টার হুকুমেই বয়েছে। আর যখন কালো মেঘে ছেয়ে যাবে আপনার আকাশ, তখন সবর করবেন। কারণ, আপনার স্রষ্টা আপনাকে পরীক্ষা করছেন। সত্যি বলতে কী, জীবনটা ভয়ানক খাদের মতো। এই খাদ পেরিয়ে মঞ্জিলে পৌঁছুতে হলে আপনাকে অবশ্যই শোকরের পাটাতনে পা রেখে মজবুত করে সবরের রশি আঁকড়ে ধরতে হবে। নয়তো নিজের অজান্তেই খাদে পড়ে যাবেন।